পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 223 Tuesday, 14 July, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২২৩ সংখ্যা ❋ ২৯ আষাঢ় ১৪৩৩, মঙ্গলবার, ১৪ জুলাই ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

রথযাত্রায় ৬০টি কমিটিকে ৫ লক্ষ করে অনুদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জুলাইঃ বিকাশ ভি হোগা, বিরাসত ভি হোগা- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এই মন্ত্রকে পাথেয় করে রাজ্যের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে একগুচ্ছ পদক্ষেপের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার নবান্ন থেকে রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক, পুলিশ প্রশাসন এবং ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা কমিটিগুলির সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের ভার্চুয়াল বৈঠক সারেন তিনি। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ইসকন, ভারত সেবাশ্রম সংঘের মতো শীর্ষস্থানীয় আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং সন্ত সমাজের উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী জানান, উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া হলেও দেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে সযত্নে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। মুখ্যমন্ত্রী জানান, পশ্চিমবঙ্গ কেবল একসময় ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানীই ছিল না, এটি শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেব, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দ, মা সারদামণি ও রানি রাসমণির মতো মহামানবদের পুণ্যভূমি। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ কিংবা দার্জিলিং থেকে দিঘা- এ রাজ্যের রথযাত্রা উৎসব শত শত বছরের পুরনো পরম্পরা ও আনন্দের মিলনক্ষেত্র। ঐতিহ্যের এই ধারাকে অব্যাহত রাখতে এবারই প্রথম রাজ্য সরকার রথযাত্রায় সরাসরি ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এই উৎসবকে কেন্দ্র করে দু'টি বড় ঘোষণা করেন, • **৭৫টি জায়গায় সেবাকেন্দ্র।** মাহেশ বা মহিষাদলের মতো রাজ্যের ৭৫টি ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রার মেলা প্রাঙ্গণে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের পরিচালনায় বিশেষ সরকারি 'সেবাকেন্দ্র' স্থাপন করা হবে। যেখানে পুরসভা ও জেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে পুণ্যার্থীদের ন্যূনতম পরিষেবা সুনিশ্চিত করা হবে। • **৬০টি কমিটিকে ৫ লক্ষ টাকা অনুদান।** কয়েক দশক ধরে চলে আসা প্রাথমিকভাবে এমন ৬০টি ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা কমিটিকে ৫ লক্ষ টাকা করে

হেরিটেজ মন্দিরে ১০০০ কোটির প্যাকেজ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই অনুদানের অর্থ মূলত পুরনো ও কাঠের নির্মিত রথগুলির সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ব্যয় করার জন্য কমিটিগুলিকে অনুরোধ জানান তিনি। আগামী দিনে এই তালিকা আরও ত্রুটিমুক্ত ও সম্প্রসারিত করার আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আজ রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে যে বৃক্ষটি রোপণ করা হল, ভবিষ্যতে তা মহীরুহে পরিণত হবে।'' এবারের রাজ্য বাজেটে ধর্মীয় পর্যটন ও প্রাচীন মন্দিরগুলির সংস্কারে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক কিরীটেশ্বরী মন্দির-সহ রাজ্যের প্রাচীন ও হেরিটেজ মন্দিরগুলির পুনর্সংস্কারের জন্য 'তীর্থক্ষেত্র সার্কিট' নামে একটি নতুন রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। আগামী দুই বছর ধরে এই সার্কিটের অধীনে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ হবে এবং এই উদ্দেশ্যে বর্তমান অর্থবর্ষে প্রাথমিকভাবে ১,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। এর পাশাপাশি বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো উন্নয়নেও সরকার অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে বলে জানান শুভেন্দু। (১) ভারত সেবাশ্রম সংঘ পরিচালিত হাসপাতালগুলিকে 'আয়ুষ্মান ভারত' যোজনার তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। (২) রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষি বিদ্যালয়গুলির উন্নয়নমূলক প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করেছে সরকার। (৩) কলকাতার শিমলা স্ট্রিটে স্বামী বিবেকানন্দের পবিত্র জন্মভিটের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধার্থে সরকারের তরফ থেকে ৫ কোটি টাকার একটি বিশেষ 'করপাস ফান্ড' দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। রথযাত্রার পাশাপাশি আসন্ন শ্রাবণ মাসে শিবভক্ত জলযাত্রী ও পুণ্যার্থীদের জন্য দেশের অন্যান্য ভিনরাজ্যের ধাঁচেই ঢেলে সাজানো হচ্ছে রাজ্যের পরিষেবা ব্যবস্থা। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এতদিন এই রাজ্য এই ধরণের নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল, তবে এবার শ্রাবণী মেলাকে কেন্দ্র করে তিনটি প্রধান পুণ্যভূমিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে- জলপাইগুড়ির জল্পেশ মন্দির, ভুটান সীমান্তের জয়ন্তী এলাকা এবং তারকেশ্বর ধাম। তারকেশ্বর ধামকে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে ইতিমধ্যেই

● এরপর ৩ পাতায়...

এক সপ্তাহ পরই ভাগ্য পরীক্ষা কাকলিদের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাইঃ আগামী ২০ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন। হাই ভোল্টেজ এই অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই ১৯ জুলাই সর্বদলীয় বৈঠক ডাকল কেন্দ্রীয় সরকার। এই বৈঠকে কী হতে চলেছে? অন্যদিকে, ইন্ডিয়া জোটও বৈঠকে বসতে চলেছে। এবারের বাদল অধিবেশন একাধিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ গত বাজেট অধিবেশন থেকে এই অধিবেশন শুরুর আগেই বদলে গিয়েছে একাধিক সমীকরণ। এর মধ্যে সবথেকে বেশি নজর থাকছে কাকলি ঘোষ দস্তিদার নেতৃত্বাধীন এনসিপিআই-এর দিকে। সূত্রের খবর, বাদল অধিবেশন শুরু হলেই তৃণমূলের ২০ জন সাংসদকে নিয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন স্পিকার ওম বিড়লা। কাকলি ঘোষ দস্তিদার সহ তৃণমূলের ২০ জন সাংসদ তৃণমূল কংগ্রেস থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছেন। এনসিপিআই-র সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার পর সংসদে আলাদা ভাবে বসার দাবি করেছেন তারা। এই ২০ জন সাংসদ সমর্থন করবেন এনডিএ জোটকে। একইভাবে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা থেকেও আলাদা হয়ে যাওয়া ৬ সাংসদ, যারা একনাথ শিন্ডের শিবসেনায় যোগ দিয়েছেন, তাদেরও ভাগ্য নির্ধারণ করা হবে। সর্বদলীয় বৈঠকে মূলত বাদল অধিবেশন যাতে নির্বিঘ্নে হতে পারে, সেই নিয়েই আর্জি জানাবে কেন্দ্র। বিরোধী দলের সাংসদরাও উপস্থিত থাকবেন। এদিকে, অধিবেশন শুরুর আগে বৈঠকে বসতে চলেছে ইন্ডিয়া জোটের সংসদীয় দলের নেতারাও। এবারের বাদল অধিবেশনে রাম মন্দিরের অনুদান চুরি, নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গে দল ভাঙানো-সহ একাধিক ইস্যুতে সরব হবে বিরোধীরা।

বঙ্গে কার্যকর 'গুন্ডাদমন আইন'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জুলাইঃ সোমবার থেকে কার্যকর হয়ে গেল 'গুন্ডাদমন আইন'। পশ্চিমবঙ্গে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ এবং সংগঠিত অপরাধ রুখতে এই আইন এনেছে রাজ্য। শুক্রবার বারুইপুরে গিয়ে সেই আইন কার্যকর করার কথা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার তিন বিজেপি প্রার্থীর রাজ্যসভার মনোনয়ন জমা করিয়ে তিনি বলেন, ''এটা খুব দরকার ছিল। প্রয়োজনের ডাক ছিল। ৩৪ বছর কমিউনিস্ট হার্মাদদের সরকার ছিল, তারপর ১৫ বছর তৃণমূলী গুন্ডাদের সরকার ছিল। তাদের জব্দ করার জন্য এই আইনের খুব দরকার ছিল। বিধানসভায় আমরা আইন পাশ করিয়েছি, রাজ্যপাল অনুমোদন দিয়েছেন।'' নবান্নের ধারণা হল, বর্তমানে যে আইন রয়েছে তা অন্তত এই বাংলায় আইনের শাসন কায়েম করে রাখার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তৃণমূল জমানায় তোলাবাজি, সিন্ডিকেট রাজ, গুন্ডামি যে চরম মাত্রায়

পৌঁছেছিল তা ঠাণ্ডা করতে বাড়তি দাওয়াই দরকার। প্রস্তাবিত নতুন বিল হল সেই দাওয়াই। বিলে 'অ্যান্টি-সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি' বা সমাজবিরোধী কার্যকলাপের সংজ্ঞা বেশ বিস্তৃত। বলা হয়েছে, সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক তৈরি করতে পারে বা মানুষ নিরাপত্তাহীনতা ভুগতে পারেন, এমন সব কাজই সমাজবিরোধী কাজের সংজ্ঞার মধ্যে আনা যাবে। এর মধ্যে রাখা হয়েছে-জনশৃঙ্খলা নষ্ট করা, মানুষের জীবন বা সম্পত্তির ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি করা, আইনসম্মত ব্যবসা-বাণিজ্য বা পেশায় বাধা দেওয়া, বেআইনি ভাবে কারও স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি দখল করা, সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষতি করা, খনি, বালি, পাথর বা প্রাকৃতিক সম্পদ বেআইনি ভাবে উত্তোলন করা, বন্যপ্রাণী বা বনজ সম্পদের ক্ষতি করা। অর্থাৎ, শুধু রাজনৈতিক হিংসা নয়, তোলাবাজি, জমি দখল, সিন্ডিকেট, বেআইনি খনি বা বালি কারবার, সম্পত্তি ভাঙচুর, ব্যবসায় বাধা-সবকিছুকেই এই আইনের আওতায় আনার রাস্তা খুলে রাখা হয়েছে। বিলে 'গুন্ডা' শব্দটিরও আলাদা সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। কোনও ব্যক্তি নিজে,

● এরপর ৩ পাতায়...

শুভেন্দু, শমীককে নিয়ে মনোনয়ন জমা সুস্মিতাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জুলাইঃ আগে ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সভার সাংসদ। তারপর পালা বদলের পর দল ছাড়েন। এরপর বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের হাত থেকে বিজেপির পতাকা তুলে নেন। এরপর সোমবার রাজ্যসভার ভোটে মনোনয়ন পেশ করলেন তৃণমূল ত্যাগী সুস্মিতা দেব, সুখেন্দু শেখর রায় ও প্রকাশ চিক বড়াইক। বর্তমান সমীকরণ

● এরপর ৩ পাতায়...

INDIAN NAVY
COMBAT READY COHESIVE AATMANIRBHAR

JOIN AS SHORT SERVICE COMMISSION OFFICERS FOR VARIOUS ENTRIES
COURSE COMMENCING - JUN 2027 (AT 27)

Scan this QR Code to Apply Online

Online applications are invited from unmarried men & women candidates for grant of Short Service Commission in Executive, Education and Technical Branches at Indian Naval Academy (INA), Ezhimala, Kerala.

DATE OF OPENING – 25 JUN 26 | LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION – 27 JUL 26
EMPLOYMENT NEWS DATED 27 JUNE 2026

Branch / Cadre	Vacancies	Gender
Executive Branch {GS(X)}/Hydro Cadre}	90 (including 10 Hydro)	Men and Women {maximum of 10 vacancies in GS (X) and 02 vacancies in Hydro for women}
Pilot	25	Men and Women (maximum of 03 vacancies for women)
Naval Air Operation Officer (Observers)	18	Men and Women (maximum of 03 vacancies for women)
Air Traffic Controller	15	Men and Women
Logistics	10	Men and Women (maximum of 02 vacancies for women)
Naval Armament Inspectorate Cadre (NAIC)	14	Men and Women
Education	13	Men and Women
Engineering Branch {General Service (GS)}	24	Men and Women (maximum of 04 vacancies for women)
Submarine Tech Engineering	08	Only for Men
Electrical Branch {General Service (GS)}	32	Men and Women (maximum of 05 vacancies for women)
Submarine Tech Electrical	08	Only for Men
Naval Constructor	18	Men and Women

CBC 10701/13/0016/2627

For eligibility criteria and details visit www.joinindiannavy.gov.in
Safeguarding Seas for a Viksit Samriddha Bharat

নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস মামলা, ১৩ অভিযুক্তের বিচারবিভাগীয় হেফাজত ২৪ জুলাই পর্যন্ত বাড়াল আদালত

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৩ জুলাইঃ নিট (NEET) প্রশ্নপত্র ফাঁস মামলায় গ্রেফতার ১৩ অভিযুক্তের বিচারবিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ আগামী ২৪ জুলাই পর্যন্ত বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালত। বিশেষ বিচারক সতীশ কুমার অভিযুক্তদের আদালতে হাজির করার পর এই নির্দেশ দেন। এদিন তাঁদের বিচারবিভাগীয় হেফাজতের নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ায়. সিবিআই তাঁদের আদালতে পেশ করে। মামলার অগ্রগতি এবং তদন্তের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত আরও কিছুদিন তাঁদের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর দেশজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে গত ১২ মে এক সরকারি আধিকারিকের দায়ের করা অভিযোগের পর কেন্দ্রীয়. তদন্তকারী সংস্থা (সিবিআই) এই মামলায় এফআইআর নথিভুক্ত করে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারা এবং দুর্নীতি দমন আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়। এরপর থেকেই সিবিআই গোটা ঘটনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।তদন্তে উঠে এসেছে, গত ৩ মে অনুষ্ঠিত নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পরীক্ষা শুরুর আগেই ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। অভিযোগ অনুযায়ী, এই প্রশ্নপত্র বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে একাধিক পরীক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। তদন্তে সিবিআই দাবি করেছে, মনীষা ওয়াঘমারে প্রথমে ধনঞ্জয় লোখান্ডের হাতে প্রশ্নপত্র তুলে দেন। পরে ধনঞ্জয় সেই প্রশ্নপত্র শুভম খৈরনারের কাছে পৌঁছে দেন। এই চক্রের সঙ্গে আরও কয়েকজনের জড়িত থাকার অভিযোগও তদন্তে উঠে এসেছে।এই মামলায় এখনও পর্যন্ত মোট ১৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর আগে গত ১৪ মে আদালত পাঁচ অভিযুক্তকে সাত দিনের জন্য সিবিআই হেফাজতে পাঠিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নাসিকের শুভম খৈরনার, জয়পুরের মাঙ্গিলাল বিবাল, বিকাশ বিবাল, দিনেশ বিবাল এবং গুরুগ্রামের যশ যাদব। সিবিআই সূত্রে জানা যায়, শুভম খৈরনারকে ১৩ মে মুম্বই থেকে গ্রেফতার করা হয় এবং ট্রানজিট রিমান্ডে দিল্লিতে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ সামনে আসার পর সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা বাতিল করা হয় এবং ২১ জুন পুনরায় নিট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় সরকার গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ ও বিস্তৃত তদন্তের স্বার্থে মামলার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেয়। তদন্তকারী সংস্থা এখনও ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ভূমিকা, প্রশ্নপত্র ফাঁসের উৎস এবং পুরো চক্রের কার্যপদ্ধতি খতিয়ে দেখছে। মামলার পরবর্তী শুনানি ও বিচারবিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ শেষ হবে আগামী ২৪ জুলাই।

আল থানির প্রয়াণে ভারতে রাষ্ট্রীয় শোক, অর্ধনমিত জাতীয় পতাকা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৩ জুলাইঃ কাতারের প্রাক্তন আমির শেখ হামাদ বিন খলিফা আল থানির মৃত্যুতে সোমবার একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে ভারত। প্রয়াত শেখ হামিদের প্রতি সম্মানে রাষ্ট্রপতি ভবনে অর্ধনমিত রাখা হয় জাতীয় পতাকা। শুধু রাষ্ট্রপতি ভবনই নয়, দেশের সরকারি ভবনে সোমবার অর্ধনমিত রাখা হয় জাতীয় পতাকা।শেখ হামাদ বিন খলিফা আল-থানির প্রয়াণে শোক প্রকাশ করে সংবিধান সদনের (পুরানো সংসদ ভবন) শীর্ষে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। এছাড়াও বায়ুসেনা ভবন, সেবা তীর্থ, সাউথ ও নর্থ ব্লকের ওপর অর্ধনমিত রাখা হয় জাতীয় পতাকা। উল্লেখ্য, রবিবার ৭৪ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন কাতারের প্রাক্তন আমির শেখ হামাদ বিন খলিফা আল থানি।

গুন্ডা দমন আইন কঠোরভাবে কার্যকর করা হবে ঃ দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ১৩ জুলাই ঃ সোমবার থেকে পশ্চিমবঙ্গে কার্যকর হয়েছে গুন্ডা দমন আইন, এই আইন প্রসঙ্গে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ জানালেন, গুন্ডা দমন আইন কঠোরভাবে কার্যকর করা হবে। সোমবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, দীর্ঘদিন ধরে চলা গুণ্ডামির ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ক্ষুব্ধ ও অতিষ্ঠ-বিশেষ করে এই দুস্কৃতীদের অধিকাংশই রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী হওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছিল। এই উপদ্রব রুখতেই আমাদের একটি নতুন আইন আনতে হয়েছে এবং তা কঠোরভাবে কার্যকর করা হবে। সাধারণ মানুষ, যারা এখনও মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছেন, তাঁদের উচিত এগিয়ে এসে এফআইআর দায়ের করা। আইন নিজস্ব গতিতে চলবে।তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সেবাশ্রয়'কর্মসূচি প্রসঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, ' মসজিদটি নামে ভুল কার্যকলাপ চালানো হয়েছে, যা মানুষের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে। ভুল চিকিৎসার কারণে মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। সেখানে কোনও চিকিসক ছিলেন না। ভুক্তভোগীদের আইনি সহায়তা নেওয়া উচিত এবং আমরা তাঁদের সাহায্য করব।কলকাতা বিমানবন্দরের বাঁকরা মসজিদ প্রসঙ্গে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, মসজিদটি যেখানে অবস্থিত ছিল, তার কোনও যৌক্তিকতা ছিল না। রানওয়ের এলাকার মধ্যেই এটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে টিকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে সেখানেও প্রার্থনা বন্ধ রয়েছে। আমার বিশ্বাস, তারা জায়গাটি খালি করে দেবেন যাতে রানওয়ে সম্প্রসারণের কাজ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলতে পারে।

রাশিফল

মেষঃআজ আপনার জন্য নতুন সুযোগ অনুসন্ধানের দিন। আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে এবং আপনি অন্যদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবেন। এটি আপনার ভাবনা-চিন্তা ভাগ করে নেওয়া এবং বন্ধু বা সহকর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ানোর উপযুক্ত সময়। শুভদিন

বৃষঃআজকের দিনটি আপনার জন্য মিশ্র অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে। সময়ের অনিশ্চয়তা আপনাকে কিছুটা উদ্বিগ্ন করতে পারে, তবে আপনার স্থিরতা ও ধৈর্যের মাধ্যমে আপনি এই চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলা করতে পারবেন।।

মিথুনঃ আপনার অসাধারণ প্রচেষ্টা এবং পরিবারের সদস্যদের সময়মত সমর্থনের ফলে আপনি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে পারেন। অর্থ ব্যয়।

কর্কট রাশি ঃআজ আপনি শক্তিপূর্ণ হয়ে থাকবেন- আপনি যাই করুন না কেন- সাধারণত আপনি যে সময় নেন তার অর্ধেক সময়েই এটি করতে পারবেন। বিবাহের যোগ হতে পারে।

সিংহঃ আজ আপনার আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। নেতৃত্বের ক্ষমতা প্রকাশ করার সুযোগ পাবেন। কর্মক্ষেত্রে ব। কোনও দায়িত্ব মিলতে পারে। আর্থিক দিক শক্তিশালী হবে। আটকে থাকা টাকা আজ ফেরত পেতে পারেন।

কন্যাঃআজ আপনার জন্য দিনটি কিছুটা সচেতন থাকার। কাজে বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে ধৈর্য হারাবেন না। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি লাভ-ক্ষতির সমীকরণে কাটবে। সংসারে শান্তি হতে পারে।

তুলাঃ অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমর্থন আপনার সাহসকে এক বড় উসাহদান করবে। আজ, আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে আপনার আগ্রাসী প্রকৃতির কারণে আপনি প্রত্যাশার মতো উপার্জন করতে পারবেন না। শুভ দিন হবে

বৃশ্চিকঃআপনার অসাধারণ প্রচেষ্টা এবং পরিবারের সদস্যদের সময়মত সমর্থনের ফলে আপনি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে পারেন। কিন্তু বর্তমান মনোভাব বজায় রাখতে আপনাকে কঠিন কাজ করতে হবে। শুভদিন

ধনুঃআজ আপনার ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে। আধ্যাত্মিক কাজে আগ্রহ বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে কোনও বড় সাফল্য পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন কোনও আইডিয়া কাজে লাগালে ভালো লাভ হবে। অর্থব্যয়

মকরঃ আজ আপনার জন্য ইতিবাচক শক্তি ও নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসবে। আপনি নিজের চিন্তাভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারবেন, যা আশপাশের মানুষের ওপর ভালো প্রভাব ফেলবে।

কুম্ভঃআনন্দদায়র সফর এবং সামাজিক জমায়োত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। আপনার অর্থ তখনই আপনার কাজে আসে যখন আপনি নিজেকে অতিরঞ্জিত ব্যয় করা থেকে বিরত রাখেন, আজ আপনি এই জিনিসটি ভালভাবে বুঝতে পারবেন। শুভদিন

মীনঃ আপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন যেমন সন্দেহ নিরুসাহ বিশ্বাসের অভাব লোভ অঙ্গীকার অহংকার এবং ঈর্ষা। যারা অদ্যাবধি অযথা অর্থ ব্যয় করছিলেন তারা বুঝবেন যে আর্থিক অভাবের মধ্যে হঠ্যা প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে আজ

'জুরাসিক পার্ক' খ্যাত অভিনেতা স্যাম নিলের জীবনাবসান

সিডনি, ১৩ জুলাই ঃ প্রয়াত' জুরাসিক পার্ক' খ্যাত অভিনেতা স্যাম নিল। ডঃ অ্যালান গ্রান্টের চরিত্রে তাঁকে মনে রেখেছে গোটা বিশ্ব। সোমবার অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন অভিনেতা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮। বিরল ধরনের ব্লাড ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করা সত্ত্বেও, মৃত্যুর সময় তিনি ক্যান্সারমুক্ত ছিলেন।পরিবারের পক্ষ থেকে মৃত্যুর কারণ প্রকাশ করা হয়নি। নিল ২০২৩ সালে জানিয়েছিলেন, তিনি তৃতীয় পর্যায়ের অ্যাঞ্জিওহ ইমিউনোব্লাস্টিক টি-সেল লিম্ফোমার জন্য চিকিৎসা নিচ্ছিলেন, যা এক বিরল ধরনের রক্তের ক্যান্সার। তবে, তার পরিবার জানিয়েছে, মৃত্যুর সময় তিনি ক্যান্সারমুক্তছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজ অভিনেতাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বলে মনে করা হয়।

২০২৭-এর মাধ্যমিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৩ জুলাই ঃ আগামী বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষণা করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। ২০১৭ সালের পরীক্ষা ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে। ঐচ্ছিক বিষয়-সহ সব বিষয়ের পরীক্ষা শেষ হবে ২৫ ফেব্রুয়ারি। প্রতিদিন সকাল ১০.৪৫ থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত পরীক্ষা চলবে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার প্রথম ১৫ মিনিট প্রশ্নপত্র দেখার সুযোগ পাবে পরীক্ষার্থীরা।একইসঙ্গে পর্ষদ জানিয়েছে, শারীরিক শিক্ষা, সোশ্যাল সার্ভিস এবং কর্মশিক্ষা পরীক্ষার দিন পরে ঘোষণা করা হবে। বাংলা, ইংরেজি-সহ আরও ১২টি বিষয়ে প্রথম ভাষার পরীক্ষা নেবে পর্ষদ। দ্বিতীয় ভাষার ক্ষেত্রে ইংরেজি ও বাংলা এবং নেপালি ভাষা বিষয়েও পরীক্ষা দিতে পারবে পড়ুয়ারা। প্রথম ভাষার পরীক্ষা ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৬ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় ভাষার পরীক্ষা, ইতিহাস পরীক্ষা ১৮ ফেব্রুয়ারি, ভূগোল ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২২ ফেব্রুয়ারি গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান ২৩ ফেব্রুয়ারি, জীবন বিজ্ঞান ২৪ ফেব্রুয়ারি এবং ঐচ্ছিক বিষয় ২৫ ফেব্রুয়ারি।

রাজ্যসভা উপনির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পেশ সুখেন্দু, সুস্মিতা ও প্রকাশের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৩ জুলাই ঃ আসন্ন রাজ্যসভা উপনির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিলেন সুখেন্দু শেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশ চিক বরাইক। সোমবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যর উপস্থিতিতে মনোনয়ন পেশ করেন তাঁরা। কিছু দিন আগেই বিজেপিতে যোগ দেন এই তিনজন, তারপর ওই দিনই তাঁদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভা উপনির্বাচনের জন্য প্রার্থী করে বিজেপি।এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এদিন গুন্ডা দমন আইন প্রসঙ্গে বলেন, এটা খুবই জরুরি ছিল। ৩৪ বছর ধরে কমিউনিস্ট গুন্ডাদের সরকার ছিল। তারপর ১৫ বছর ধরে তৃণমূলের গুন্ডাদের সরকার ছিল। তাদের দমন করার জন্য এই আইনটি খুবই জরুরি ছিল। আমরা বিধানসভায় আইনটি পাস করিয়েছি এবং রাজ্যপাল তাতে অনুমোদন দিয়েছেন।

চিকিৎসকদের সপ্তাহে ৯৬ ঘন্টা হাসপাতালে উপস্থিত

কলকাতা,১৩ জুলাইঃরোগীদের কথা মাথায় রেখে কলকাতা ও শহরতলি ছাড়া অন্যান্য জেলার বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক সকদের সপ্তাহে ৯৬ ঘন্টা হাসপাতালে উপস্থিত থাকার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছে বলে ডঃ শ্বারদ্বত মুখোপাধ্যায় ব্যাখ্যা দিয়ে জানিয়েছেন। সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে চিকিৎসকদের হাসপাতালে উপস্থিত থাকা নিয়ে তার এক মন্তব্যের জেরে বিতর্ক তৈরি হওয়ায় তিনি সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছেন চিকিৎসকদের ৯৬ ঘন্টা ডিউটি করার কথা বলা হয়নি। এমনকি ডিউটি চলাকালীন তারা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারবেন না এই বিষয়টিও তাদের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন এবং এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোন সরকারি নির্দেশিকা জারি করা হয়নি বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

কমে এল দূরত্ব, উদ্বোধন কানপুর-লখনউ এক্সপ্রেসওয়ের

উন্নাও, ১৩ জুলাই ঃ কানপুর ও লখনউয়ের মধ্যে কমল দূরত্ব। সোমবার ৪,৮৫০ কোটি টাকায় তৈরি এই কানপুর-লখনউ এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়কড়ি। ৬৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই এক্সপ্রেসওয়েতে রয়েছে ৬টি লেন।উন্নাও জেলায় কানপুর-লখনউ এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ি এবং উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ৬৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ছয় লেনের কানপুর-লখনউ এক্সপ্রেসওয়েতে রয়েছে ভারতের দ্বিতীয় দীর্ঘতম এলিভেটেড করিডোর। এটিই দেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে যা স্বয়ংক্রিয় এবং বুদ্ধিমান যন্ত্র-চালিত নির্মাণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে।এই উদ্বোধনের ফলে লখনউ ও কানপুরের মধ্যে যাতায়াতের সময় কমে ৩৫ থেকে ৪৫ মিনিটে নেমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। এতে গাড়ির জন্য টোল ২৭৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, তবে দুই চাকার যানবাহনের চলাচলের অনুমতি থাকবে না।

শ্রাবণ মাসে পুণ্যার্থীদের জন্য বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৩ জুলাই ঃ শ্রাবণ মাসে পুণ্যার্থীদের জন্য বড় ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রথযাত্রার আগে সোমবার বিধায়ক, জেলাশাসক এবং প্রশাসনের সর্বস্তরের আধিকারিকদের নিয়ে ভার্চুয়ালি সমন্বয় বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের তিনটি শৈবতীর্থ আপাতত বেছে নেওয়া হয়েছে। হুগলির তারকেশ্বর ধাম, জলপাইগুড়ির জল্পেশ মন্দির এবং জয়ন্তী এলাকার একটি শিব মন্দির। এর মধ্যে শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর যাওয়ার পথে ৫ কিমি অন্তর অস্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পুলিশের সহায়তা ক্যাম্প ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, বিশ্রামের জায়গা তৈরি করা হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, আবহাওয়া ঠিক থাকলে, শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবার জল ঢালতে যাওয়া পুণ্যার্থীদের উপর সরকারি হেলিকপ্টার থেকে ফুল বৃষ্টি করা হবে। এই বছর ১৪ জুলাই নিজে তারকেশ্বর যাবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ১৬ জুলাই কলকাতায় ইসকনের রথযাত্রার উপস্থিত থাকবেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ

আরামবাগ, ১৩জুলাই ঃসোমবার খানাকুলের পোল-১ নম্বর অঞ্চলের অন্তর্গত রায়বারচক প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করলেন খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। পরিদর্শনের সময় তিনি বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিলের মান, স্কুল ভবনের বর্তমান অবস্থা এবং পঠন-পাঠনের সার্বিক ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন।বিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ করে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন করা হয়েছে বলে জানান।

রামমন্দিরে অনুদান কাণ্ডে আদালত পর্যবেক্ষণে তদন্তের দাবি, কেন্দ্র ও ইউপি সরকারকে সুপ্রিম নোটিশ

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৩ জুলাই ঃ রামমন্দিরের অনুদান আত্মসাতের অভিযোগকে ঘিরে তোলপাড় গোটা দেশ। এই বিষয়টির তদন্তের জন্য নিরপেক্ষ, আদালতের পর্যবেক্ষণে তদন্তের দাবি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানানো হয়েছে। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে কেন্দ্র ও উত্তর প্রদেশ সরকারকে সুপ্রিম কোর্ট নোটিশ পাঠিয়েছে। কেন্দ্র ও উত্তর প্রদেশ সরকারের কাছ থেকে জবাব চেয়ে পাঠিয়েছে শীর্ষ আদালত।প্রধান বিচারপতি (সিজেআই) সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং ভি মোহনার বেঞ্চ উত্তর প্রদেশ সরকারের নির্দেশে গঠিত এসআইটি-র তদন্তের অগ্রগতি রিপোর্ট চেয়েছে। শীর্ষ আদালত বলেছে, আমরা উত্তর প্রদেশ রাজ্য কর্তৃক গঠিত এসআইটি-কে একটি অগ্রগতি রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি। আগামী সোমবার পরবর্তী বিবেচনার জন্য বিষয়টি তালিকাভুক্ত করুন। অনুগ্রহ করে অগ্রগতি রিপোর্টে এসআইটি-র গঠন সম্পর্কেও উল্লেখ করবেন।আদালত এই আবেদনগুলির বিষয়ে রাম মন্দির পরিচালনাকারী শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের কাছেও জবাব চেয়েছে।মামলার প্রধান আবেদনকারী, আইনজীবী নরেন্দ্র গোস্বামী বলেন, আমাদের আবেদনটি স্বচ্ছতার বিষয়ে, কারণ জনসাধারণের দেওয়া অর্ঘ্য দেবতারই প্রাপ্য। আমরা জানিয়েছি, সমস্ত হুন্ডি রেজিস্টার এবং ডিভিআর সংরক্ষণ করা উচিত। এসআইটি-কে আদালতে তাদের অগ্রগতি রিপোর্টে দাখিল করতে হবে

ভূমিকম্প জম্মু ও কাশ্মীরে, কম্পন বারামুল্লায়

শ্রীনগর, ১৩ জুলাই ঃ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীর। গত রবিবার মাঝরাতে ভূমিকম্প অনুভূত হয় বারামুল্লা জেলায়। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৩.৬। এই ভূমিকম্পে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রাণহানি বা বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, রাত প্রায় ২টো নাগাদ কম্পন অনুভূত হয়।ভূমিকম্পের উপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের প্রায় ১০ কিলোমিটার গভীরে। তুলনামূলক কম মাত্রার হওয়ায় বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে কম্পনের জেরে আতঙ্ক ছড়ায়। ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন অনেকেই। স্বস্তির বিষয় হল, কোথাও কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

উইম্বলডন ২০২৬ঃ গুও ও ক্রিস্টিনা দ্বৈত শিরোপা জিতলেন

লন্ডন,১৩জুলাইঃরবিবারের ফাইনালে দ্বিতীয় বাছাই গ্যাব্রিয়েলা ডাব্রোস্কি ও লুইসা স্টেফানিকে ৬-৩, ৭-৫ গেমে পরাজিত করে চিনের গুও হানইউ ও ফ্রান্সের ক্রিস্টিনা ম্লাদেনোভিচ উইম্বলডন ২০২৬-এর মহিলা দ্বৈত শিরোপা জিতেছেন।এটি ছিল গুও-র প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপা এবং উইম্বলডনে ম্লাদেনোভিচের প্রথম মহিলা দ্বৈত শিরোপা, অল ইংল্যান্ড ক্লাবে ফরাসি এই খেলোয়াড়ের রানার-আপ হওয়ার ১২ বছর পর। ম্লাদেনোভিচ তার সংগ্রহে সপ্তম মহিলা দ্বৈত মেজর শিরোপাও যোগ করেন।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃআজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেন্টকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন।

গুন্ডাদমন আইনের ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা

কলকাতা, ১৩ জুলাই ঃ রাজ্যে নতুন গুন্ডাদমন আইন লাগু হওয়ার দিনই তার ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হলো জনস্বার্থ মামলা। সোমবার এই মামলা দায়ের করার অনুমতি চেয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়ে জানিয়েছেন, মামলাটি রুজু হওয়ার পরেই এর শুনানি হবে।সোমবার থেকেই রাজ্যে এই নতুন গুন্ডাদমন আইন কার্যকর হয়ে গেছে। গত শুক্রবার বহরমপুরের একটি সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে, বিধানসভায় গুন্ডাদমন বিল পাস হওয়ার পর তাতে রাজ্যপাল অনুমোদন দিয়েছেন। ফলে সোমবার থেকেই রাজ্যে এই আইন চালু হতে চলেছে।

এনসিসি-র সমাজসেবামূলক উদ্যোগের প্রশংসা উপরাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৩ জুলাই ঃ উপরাষ্ট্রপতি ভবনে সোমবার প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণণকে ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (এনসিসি) এবং সৈনিক স্কুলগুলি সম্পর্কে অবহিত করেন। দেশ গঠনে এনসিসির অবদানের প্রশংসা করে উপরাষ্ট্রপতি 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' কর্মসূচির আওতায় 'ক্যাডেট এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম'-কে জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে একটি চমকার উদ্যোগ হিসেবে অভিহিত করেন। এছা।া তিনি 'নেশা মুক্ত ভারত অভিযান' ও 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান'-সহ এনসিসির বিভিন্ন সমাজসেবামূলক উদ্যোগেরও ভূয়সী প্রশংসা করেন। উপরাষ্ট্রপতি 'এনসিসি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন' গঠনের বিষয়টিকেও স্বাগত জানান।

আবহাওয়া

গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে গত দু'দিন সেভাবে বৃষ্টি না হলেও, সোমবার থেকে ফের বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে চলেছে। আলিপুর আবহাওা দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার রথযাত্রার দিন দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ব্যাপকতা আরও বৃদ্ধি পাবে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গে। আগামী ৬-৭ দিন দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।মঙ্গলবারও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গে। বুধবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমতে পারে। এ ছাড়া, হাওড়ায় শুক্রবার, দুই ২৪ পরগনায় বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ায় সপ্তাহান্তে ভারী বৃষ্টি হতে পারে।উত্তরবঙ্গে আরও কিছু দিন ভারী বৃষ্টি চলবে। ভারী বর্ষণ হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে। মালদা, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ২ ডিগ্রি বেশি। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৬ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৮১শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৪১মনিট এবং রাত ১০ টা ৪০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০২টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১টা ৪২ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০১মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২০মিনিটে হতে পারে।

ছেলে গ্রেপ্তার হতেই আগাম জামিনের আবেদন নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ জুলাই ঃ পানিহাটির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষকে ঘিরে রাজনৈতিক ও আইনি চাপ আরও বাড়ল। ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষ গ্রেপ্তার হওয়ার পর এবার নিজের সম্ভাব্য গ্রেপ্তারি এড়াতে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে আগাম জামিনের আবেদন করার অনুমতি চান নির্মল ঘোষ। আদালত সেই অনুমতি মঞ্জুর করেছে। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি সপ্তাহেই বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে এই মামলার শুনানি হতে পারে। ফলে এখন রাজনৈতিক মহলের নজর আদালতের পরবর্তী সিদ্ধান্তের দিকে। নির্মল ঘোষের আবেদন মঞ্জুর হবে কি না, তা নিয়েই শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। রবিবার গভীর রাতে দক্ষিণেশ্বর এলাকা থেকে নির্মল ঘোষের ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে ভোট-পরবর্তী হিংসা এবং প্রায় এক কোটি টাকার লটারি সংক্রান্ত একটি মামলায় গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই মামলায় নির্মল ঘোষের নামও উঠে এসেছে বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগের

ভিত্তিতেই তদন্ত এগিয়ে চলেছে। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই নির্মল ঘোষ ও তাঁর ছেলেকে প্রকাশ্যে খুব কমই দেখা যাচ্ছিল। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁদের অবস্থান নিয়ে নানা জল্পনা চলছিল। শেষ পর্যন্ত তীর্থঙ্কর ঘোষ গ্রেপ্তার হওয়ার পর পরিস্থিতি নতুন মোড় নেয়। এরপরই সম্ভাব্য আইনি পদক্ষেপের আশঙ্কায় নির্মল ঘোষ আগাম জামিনের আবেদন করেন। অন্যদিকে, তীর্থঙ্কর ঘোষের গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই পানিহাটির বিভিন্ন এলাকায় দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। স্থানীয় একাংশের বাসিন্দারা প্রকাশ্যে আনন্দ প্রকাশ করেন। তীর্থঙ্করের বাড়ির সামনে ব্যান্ড বাজিয়ে নাচ-গান করতে দেখা যায় বহু মানুষকে। এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি হয়। অনেকের হাতেই ডিম দেখা যায়, যা ঘিরে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিনের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই এই প্রতিক্রিয়া বলে দাবি করেন কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা। সোমবার তীর্থঙ্কর ঘোষকে আদালতে পেশ করার জন্য খড়দহ থানার লক-আপ থেকে বের করে প্রিজন ভ্যানে তোলার সময়ও উত্তেজনা চরমে পৌঁছে যায়। সেই সময় উপস্থিত জনতার একাংশ তাঁর দিকে ডিম ছুঁড়ে মারেন বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে সতর্ক থাকতে হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশকর্মীরা দ্রুত নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে অভিযুক্তকে প্রিজন ভ্যানে তোলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, উত্তেজিত জনতার মধ্যে থেকে একাধিক ব্যক্তি স্লোগান দিতে থাকেন এবং নির্মল ঘোষকেও লক্ষ্য করে কড়া মন্তব্য করেন। তাঁদের দাবি, তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক। যদিও এই ঘটনার জেরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি না ঘটে, সে বিষয়ে পুলিশ যথেষ্ট সতর্ক ছিল। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও সামনে এসেছে। বিধানসভা নির্বাচনে পানিহাটি কেন্দ্র থেকে তীর্থঙ্কর ঘোষের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বি তা করেছিলেন বিজেপির রত্না দেবনাথ এবং সিপিএমের কলতান দাশগুপ্ত। তীর্থঙ্কর ঘোষের গ্রেপ্তারের পর দু'জনেই প্রকাশ্যে প্রতিক্রিয়া জানান। বিজেপি নেত্রী রত্না দেবনাথ বলেন, ' টানলে মাথা আসবে। কানের পর এবার আমরা মাথার অপেক্ষায় আছি। অন্যদিকে সিপিএম নেতা কলতান দাশগুপ্তের বক্তব্য, 'ঠিক করেছেন, গ্রেপ্তার হয়েছেন, ঠিক আছে। আইন আইনের পথে চলবে। কিন্তু বিজেপির ছাতার তলায় গিয়ে যেন কোনও দোষী আইনের হাত থেকে ছাড়া না পায়, সেটা কঠোরভাবে দেখতে হবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, তীর্থঙ্কর ঘোষের গ্রেপ্তার এবং তার পরপরই নির্মল ঘোষের আগাম জামিনের আবেদন রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। একদিকে তদন্তের অগ্রগতি, অন্যদিকে আদালতের পরবর্তী সিদ্ধান্ত-দুই দিকেই এখন নজর রয়েছে। আদালত যদি আগাম জামিন মঞ্জুর করে, তবে মামলার আইনি লড়াই এক নতুন পর্যায়ে পৌঁছবে। আর যদি আবেদন খারিজ হয়, তাহলে তদন্তকারী সংস্থা পরবর্তী পদক্ষেপ কী নেয়, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। সব মিলিয়ে পানিহাটি কেন্দ্রিক এই ঘটনাপ্রবাহ এখন রাজ্যের অন্যতম চর্চিত রাজনৈতিক ও আইনি ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। তদন্ত কোন দিকে এগোয়, আদালতের সিদ্ধান্ত কী হয় এবং এই মামলায় নতুন করে আর কারও নাম সামনে আসে কি না, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষের।

৫ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন মাহেশ জগন্নাথ মন্দির কমিটির

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ১৩ জুলাই ঃ রথযাত্রা উ'সব আরো ভালো করে করতে পাঁচ লক্ষ টাকা করে অনুদান দিলো রাজ্য সরকার। সোমবার হুগলি জেলাশাসক দপ্তরে রথ পরিচালন কমিটিগুলোর হাতে চেক তুলে দেওয়া হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। হুগলি শ্রীরামপুরের মাহেশের রথ অতি প্রাচীন। এবার ৬৩০ বছর পূর্ণ করছে রথযাত্রা। গুপ্তিপাড়ার রথ চন্দননগরের রথযাত্রাও বেশ প্রাচীন। এর আগে রথযাত্রা উৎসব নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক দেখা যায়নি। রথের মেলার নিরাপত্তা নিয়ে পুলিশ প্রশাসন তাদের মত করে ব্যবস্থা নেয়। এবারই প্রথম জেলার বড় রথ কমিটি গুলোকে নিয়ে আলোচনা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় রথযাত্রা কমিটিগুলোকে নিয়ে সোমবার নবান্ন থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে পরিচালিত হয় একটি সমন্বয় সভা। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই সভার মাধ্যমে কলকাতা এবং জেলার বিভিন্ন কমিটিগুলোকে রথযাত্রার শুভেচ্ছা জানিয়ে সুষ্ঠুভাবে রথ পরিচালনা করার জন্য আহ্বান জানান। কলকাতা এবং হাওড়া ছাড়া বিভিন্ন জেলার রথযাত্রা কমিটি গুলো ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিল এই সভায়। হুগলি থেকে এই সভায় ছিল তিনটি কমিটি - মাহেশ রথযাত্রা কমিটি, বলাগড় গুপ্তিপাড়া এবং চন্দননগর রথ পরিচালন সমিতি। এই তিনটে কমিটিকে পাঁচ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয় সরকারের তরফ থেকে।এই দিন এই তিনটি কমিটির হাতে ড্যামি চেক তুলে দেন হুগলি জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি এবং চন্দননগর পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার যাদব। জেলাশাসক রথ পরিচালন কমিটি গুলোর কাছে সুষ্ঠুভাবে রথ পরিচালনার আহ্বান জানান। পুলিশি সহায়তার কথাও জানানো হয়েছে। এদিন জেলা শাসক দপ্তরে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি বিধায়ক থেকে জেলা প্রশাসনের কর্তারা। এই টাকা পেয়ে সার্বিকভাবে খুশি রথযাত্রা কমিটিগুলি। শ্রীরামপুর মাহেশ ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক পিয়াল অধিকারী জানান আমাদের সনাতনী মুখ্যমন্ত্রী আমাদের দিকে তাকিয়েছেন। এর আগে কোনোদিনের জন্য কোন সরকার আমাদের জন্য এই অনুদান ব্যবস্থা করেনি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মাহেশ সহ ৬০ টি রথযাত্রা কমিটিকে ৫ লক্ষ টাকা করে অনুদান দিয়েছেন এতে প্রাচীন রথযাত্রা গুলির অনেক সুবিধা হবে। মাহেশ প্রাচীনতম রথযাত্রা নব নীলাচল। উনি আমাদের দিকে তাকিয়েছেন তাই জন্য আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

উদীয়মান কবি ও গবেষক সুদীপ চন্দ্র হালদারের ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন

বারাণসী, ১২ জুলাই ঃ উদীয়মান কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির গবেষক সুদীপ চন্দ্র হালদার কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএইচইউ) আইন অনুষদ থেকে ডক্টর অব ফিলোসফি (পিএইচডি) ডিগ্রি অর্জন করেছেন। গত ১১ জুলাই, শনিবার আইন অনুষদের ডিনের চেম্বারে তাঁর ভাইভা-ভোসে (মৌখিক) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ভাইভা-ভোসে সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ডিগ্রির আনুষ্ঠানিক সনদ আগামী সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রদান করা হবে। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল ' দণ্ডনীতি'।কবি ও গবেষক সুদীপ চন্দ্র হালদার দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডেও সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত। ইতোমধ্যেই তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গন থেকে একাধিক স্বীকৃতি ও সম্মাননা অর্জন করেছেন। ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি ভাইভা বোর্ডে উপস্থিত সকল অধ্যাপক, গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরে উপস্থিত সবাইকে মিষ্টিমুখ করিয়ে তাঁদের আশীর্বাদ কামনা করেন।ভাইভা-ভোসে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক প্রদীপ কুমার সিং, গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ড. ববিতা বেরাইয়া, অধ্যাপক জয় প্রকাশ রায়, অধ্যাপক রাজু মাঝি, অধ্যাপক শৈলেন্দ্র কুমার গুপ্ত, অধ্যাপক বিভা ত্রিপাঠীসহ আইন অনুষদের জ্যেষ্ঠ শিক্ষকবৃন্দ। বহিঃপরীক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীমতি বাগেশ্বরী দেশওয়াল। ড. সুদীপ চন্দ্র হালদারের এই সাফল্যে সাহিত্য, শিক্ষা ও গবেষণা অঙ্গনের বিশিষ্টজন, শুভানুধ্যায়ী এবং সহকর্মীরা তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং তাঁর গবেষণা, সাহিত্যচর্চা ও কর্মজীবনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেছেন।

'বস ছোট বিষয়ে পাত্তা দেয় না', সেবাশ্রয়ে ভুল চিকিৎসার অভিযোগে পা হারানো মহিলার বিস্ফোরক দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ জুলাই ঃ সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবিরে ভুল চিকিৎসার অভিযোগে এক পা হারানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল ও স্বাস্থ্য প্রশাসনে চাঞ্চল্য আরও বেড়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার আক্রার বাসিন্দা মালতি বিশ্বাসের অভিযোগ ঘিরে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সোমবার স্বাস্থ্যভবনে গিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন মালতি বিশ্বাসের ছেলে ও স্বামী। তাঁরা চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত নথি তুলে দিয়ে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানান। একইসঙ্গে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও ফোনে মালতি বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলে তাঁর শারীরিক অবস্থা ও ঘটনার বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন বলে পরিবারের দাবি। এরই মধ্যে মালতি বিশ্বাস আরও একটি বিস্ফোরক অভিযোগ সামনে এনেছেন। তাঁর দাবি, সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবিরে ভুল চিকিসার জেরেই তাঁর একটি পা কেটে বাদ দিতে হয়েছে। এই বিষয়টি সরাসরি ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজরে আনতে তাঁর ছেলে ক্যামাক স্ট্রিটে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে উপস্থিত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা তাঁকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে দেননি বলেই অভিযোগ। পরিবারের দাবি,তাঁর দাবি, বস ছোটোখাটো বিষয়ে পাত্তা দেয় না। পরিবারের অভিযোগ অনুযায়ী, হাঁটুর ব্যথার চিকিসার জন্য মালতি বিশ্বাস সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবিরে গিয়েছিলেন। সেখানে প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁকে কিছু ওষুধ দেওয়া হয়। অভিযোগ, সেই ওষুধ খাওয়ার পর তাঁর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে এবং হাঁটুর ব্যথা আরও বেড়ে যায়। এরপর ফের সেবাশ্রয় শিবিরে গেলে তাঁকে এমআর বাঙুর হাসপাতালে রেফার করা হয়। পরিবারের দাবি, সেখানে চিকিৎসকেরা জানান যে তাঁর পায়ের অবস্থা অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে। পরে তাঁকে পার্ক সার্কাসের চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে পাঠানো হয়। শেষপর্যন্ত ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করা হলেও পায়ের সংক্রমণ এতটাই ছড়িয়ে পড়েছিল যে চিকিসকদের তাঁর একটি পা কেটে বাদ দিতে হয়। ঘটনার পর পরিবার রবীন্দ্রনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরেও আসে। সোমবার স্বাস্থ্যভবনে গিয়ে মালতি বিশ্বাসের ছেলে ও স্বামী সংশ্লিষ্ট সমস্ত চিকিৎসা নথি স্বাস্থ্য দপ্তরের হাতে তুলে দেন। তাঁদের দাবি, ঘটনার পর একাধিকবার সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবিরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কোনও ইতিবাচক সাড়া মেলেনি। অভিযোগ, তাঁদের বক্তব্য গুরুত্ব সহকারে শোনা হয়নি এবং প্রয়োজনীয় সহায়তাও পাওয়া যায়নি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান, চিকিসা ব্যবস্থার স্বচ্ছতা এবং স্বাস্থ্য শিবিরগুলির দায়িত্ববোধ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও অভিযোগের সত্যতা নিয়ে এখনও সরকারি তদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি, তবু ঘটনাটি ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। এখন তদন্তে কী তথ্য উঠে আসে এবং স্বাস্থ্য দপ্তর কী পদক্ষেপ করে, সেদিকেই নজর রয়েছে সকলের।

শুভেন্দু, শমীককে নিয়ে মনোনয়ন জমা সুস্মিতাদের

১-র পাতার পর- অনুযায়ী তৃণমূল ত্যাগী তিনজনেরই জয় নিশ্চিত। বিধানসভায় অখন্ড তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক রয়েছেন ৮০ জন। কংগ্রেসের ২ জন বিধায়ক, আইএসএফ ও সিপিএম জোটের ২ জন বিধায়ক রয়েছেন। এছাড়া আমজনতা উন্নয়ন পার্টি দু'টি আসনে জিতলেও বিধায়ক এক জন। এ দিকে, বিজেপির একার ২০৭ জন বিধায়ক রয়েছে। রাজ্যসভার নির্বাচনে যে অঙ্ক রয়েছে, এক-একজন প্রার্থীকে ১৪৭টি ভোট পেতে হবে। ফলে বিজেপির কাছে সেই সংখ্যা রয়েছে। অন্যদিকে, বিরোধীরা সবাই একজট হলেও সেই সংখ্যা তৈরি হচ্ছে না। ফলত, এই তিনজনের জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা হবে। মঙ্গলবার এই প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা হবে। আগামী ১৭ তারিখ বেলা তিনটের মধ্যে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের সময় রয়েছে। তারপরই তাঁদের হাতে জয়ের শংসাপত্র তুলে দেওয়া হবে। এ দিন, মনোনয়ন পত্র পেশের সময় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর শমীক বলেছিলেন তৃণমূল কর্মীদের দলে জায়গা হবে না। পরে যদিও তিনি বলেছিলেন, 'ভাল তৃণমূলের জন্য দরজা খোলা'। এরপর দেখা যায় এই তিন তৃণমূলত্যাগীকে যোগদান করান বিজেপির রাজ্য সভাপতি নিজের হাতে।

রথযাত্রা কি ভাবে পালন করতে হবে সে বিষয়ে প্রশাসনিক বৈঠক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,১৩ জুলাই ঃ আর কয়েকদিন পরে বাঙালির তেরো পার্বণের এক পার্বণ রথযাত্রা।আর এই রথযাত্রাকে সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করতে জয়নগর থানা এলাকার তিরিশ টি রথ কমিটির সদস্যদের নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করলেন জয়নগর থানা প্রশাসন সোমবার জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর থানার নব নিযুক্ত আই সি অমিত হালদার সহ একাধিক পুলিশ আধিকারিকগণ। কিভাবে সরকারি নিয়ম মেনে সুষ্ঠু ভাবে এই রথযাত্রা পালন করতে হবে সে বিষয়ে এদিন আলোকপাত করা হয় উক্ত আলোচনা সভায়। এদিনের সভায় উপস্থিত রথ কমিটির সদস্যরা তাদের রথ নিয়ে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা বিস্তারিত তুলে ধরেন।আর জয়নগর থানার পুলিশ প্রশাসনের তরফে সে ক্ষেত্রে কি কি করনীয় তা তাদেরকে জানানো হয়।

রথযাত্রায় ৬০টি কমিটিকে ৫ লক্ষ করে অনুদান

১-র পাতার পর - প্রায় ১৫ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ চলছে। শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত প্রায় ৩০ কিলোমিটারের দীর্ঘ ওকিল পথে জলযাত্রীদের সুবিধার্থে প্রতি ৫ কিলোমিটার অন্তর অন্তর স্থাপন করা হচ্ছে বিশেষ সরকারি শিবির। এই অস্থায়ী শিবিরে পুণ্যার্থীদের বিশ্রামের জায়গা, ওআরএস, বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং জরুরি চিকিৎসার জন্য অস্থায়ী মেডিক্যাল ক্যাম্পের ব্যবস্থা থাকবে। সবচেড়ে বড় চমক হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, আধ্যাত্মিক চেতনার এই পুণ্যভূমিতে শ্রাবণ মাসের প্রতিটি সোমবারে তারকেশ্বরগামী জলযাত্রীদের ওপর রাজ্য সরকারের নিজস্ব হেলিকপ্টার থেকে আকাশপথে গোলাপ ও নানা ফুলের 'পুষ্পবৃষ্টি' করা হবে, যদি আবহাওয়া অনুকূল থাকে। নবান্নের এই বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর আগামী কর্মসূচিও ভাগ করে নেন। তিনি জানান, আগামী ১৪ তারিখ তিনি স্বয়ং তারকেশ্বর ধামে উপস্থিত থাকবেন এবং আগামী ১৬ তারিখ ইসকন-এর বিশেষ আমন্ত্রণে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা উৎসবে শামিল হবেন।

বঙ্গে কার্যকর 'গুন্ডাদমন আইন'

১-র পাতার পর- অথবা কোনও দল, গ্যাং বা সিন্ডিকেটের সদস্য বা নেতা হিসেবে অভ্যাসগতভাবে সমাজবিরোধী কাজ করলে তাকে 'গুন্ডা' হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে। যে কেউ অস্ত্র আইন, মাদক আইন, অনৈতিক পাচার প্রতিরোধ আইন, বিস্ফোরক আইন বা ভারতীয় ন্যায় সংহিতার নির্দিষ্ট গুরুতর ধারায় অপরাধ করলে, অথবা এই ধরনের অপরাধে যুক্ত থাকার চেষ্টা করলে, তাকে এই আইনের অধীনে আনা যাবে। এর ফলে শুধু অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর নয়, অপরাধের সম্ভাবনা বা পুনরাবৃত্তি রোখার জন্যও পুলিশ ও প্রশাসন আগাম ব্যবস্থা নিতে পারবে। এই বিলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, সরকার চাইলে কোনও ব্যক্তিকে আটক রাখার নির্দেশ দিতে পারবে। রাজ্য সরকার, পুলিশ কমিশনার, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা সরকার-নির্ধারিত ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল পদমর্যাদার পুলিশ অফিসার এই ধরনের ডিটেনশন অর্ডার জারি করতে পারবেন। যদি তাঁদের মনে হয়, কোনও ব্যক্তি সমাজবিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত, অথবা যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তাকে আটক না করলে জননিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলা বিপন্ন হতে পারে, তা হলে তাঁকে আটক করার নির্দেশ জারি করা যাবে। বিলে বলা হয়েছে, কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে আগের মামলার চার্জশিট থাকতেই হবে, এমন নয়। চার্জশিট না থাকলেও যদি পুলিশ বা প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট থাকে যে কোনও ব্যক্তি সমাজবিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত, তা হলে সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেও আটকাদেশ জারি করা যাবে। তবে বিলে এটাও বলা হয়েছে, এমন নির্দেশ দেওয়ার আগে সাধারণত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু জনস্বার্থে বা পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকার তাৎক্ষণিক পদক্ষেপও করতে পারে। বিলে বলা হয়েছে, এই আইনের অধীনে কোনও ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ ১২ মাস পর্যন্ত আটক রাখা যাবে। অর্থাৎ একবার আটক করার নির্দেশ জারি হলে এবং তা পরবর্তী পর্যায়ে অনুমোদিত হলে, অভিযুক্তকে এক বছর পর্যন্ত আটক রাখা সম্ভব হবে। তবে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক করে রাখা যাবে না। এর উপর নজরদারির জন্য অ্যাডভাইজরি বোর্ড বা পরামর্শদাতা বোর্ড গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। রাজ্য সরকার এক বা একাধিক অ্যাডভাইজরি বোর্ড গঠন করতে পারবে। প্রতিটি বোর্ডে একজন চেয়ারম্যান থাকবেন, যিনি হাইকোর্টের বিচারপতি বা প্রাক্তন বিচারপতি। সঙ্গে থাকবেন আরও দু'জন সদস্য, যাঁদের হাইকোর্টের বিচারপতি হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে। কোনও ব্যক্তিকে আটক করার পর তিন সপ্তাহের মধ্যে সরকারকে সেই মামলার নথি অ্যাডভাইজরি বোর্ডের কাছে পাঠাতে হবে। বোর্ড দেখবে, ওই ব্যক্তিকে আটক রাখার যথেষ্ট কারণ আছে কি না। বোর্ড চাইলে আটক ব্যক্তির বক্তব্য শুনতে পারে। প্রয়োজন মনে করলে ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগও দিতে পারে। তবে সাধারণভাবে আটক ব্যক্তি আইনজীবীর মাধ্যমে বোর্ডে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার পাবেন না। বিশেষ ক্ষেত্রে বোর্ড অনুমতি দিলে আইনজীবী রাখা যেতে পারে। বোর্ড যদি বলে আটক রাখার যথেষ্ট কারণ আছে, তাহলে সরকার আটক রাখার নির্দেশ বহাল রাখতে পারবে। আর বোর্ড যদি বলে যথেষ্ট কারণ নেই, তাহলে সরকারি নির্দেশ বাতিল করে ব্যক্তিকে ছেড়ে দিতে হবে। বিলে বলা হয়েছে, কাউকে আটক করা হলে তাঁকে নির্দেশ পড়ে শোনাতে হবে এবং তার একটি কপি দিতে হবে। কেন তাঁকে আটক করা হয়েছে, তার কারণও জানাতে হবে। সাধারণত পাঁচ দিনের মধ্যে তাঁকে সেই কারণ জানানো বাধ্যতামূলক। তবে সরকার চাইলে কিছু তথ্য গোপন রাখতে পারবে। যেমন, কোনও গোপন সূত্রের পরিচয় প্রকাশ পেয়ে যেতে পারে, অথবা তথ্য প্রকাশ করলে জনশৃঙ্খলা, জননিরাপত্তা, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বা জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষতি হতে পারে-এমন ক্ষেত্রে তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা থাকবে না। আটক ব্যক্তিকে রাজ্য সরকার ও অ্যাডভাইজরি বোর্ডের কাছে নিজের বক্তব্য জানানোর সুযোগ দেওয়া হবে। সংশোধনাগারে আটক থাকলে তাঁকে আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। যদি আটকের নির্দেশ জারির পর কোনও ব্যক্তি পালিয়ে যান বা নিজেকে লুকিয়ে রাখেন, তা হলে সরকার বা অনুমোদিত অফিসার আদালতে রিপোর্ট করতে পারবেন। গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ওই ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হাজির হতে বলা যাবে। এই নির্দেশ না মানলে সর্বোচ্চ দু'বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা জরিমানা, অথবা দুটোই হতে পারে। বিলে আরও একটি বড় ক্ষমতা রাখা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি সমাজবিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত বলে মনে হলে এবং তাকে কোনও এলাকায় থাকতে দিলে জনশৃঙ্খলা বিপন্ন হতে পারে বলে প্রশাসনের ধারণা হলে, তাকে নির্দিষ্ট জেলা বা এলাকা ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া যাবে। এই নির্দেশ সর্বোচ্চ এক বছরের জন্য জারি করা যেতে পারে। অর্থাৎ, কাউকে কোনও নির্দিষ্ট এলাকা, জেলা বা একাধিক জেলা থেকে বেরিয়ে যেতে বলা হতে পারে। পাশাপাশি তাঁকে কোথায় যাচ্ছেন, কখন ফিরছেন, বা কীভাবে চলাফেরা করছেন-তা রিপোর্ট করতেও বলা যেতে পারে। এই ধরনের নির্দেশ অমান্য করলে সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। এই আইনের অধীনে পুলিশকে তল্লাশি ও বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। সরকার বা অনুমোদিত অফিসার যে কোনও পুলিশ অফিসারকে ক্ষমতা দিতে পারবেন-কোনও জায়গায় ঢুকে তল্লাশি করতে, কোনও ব্যক্তি, যানবাহন, নৌযান বা পরিবহণ মাধ্যম থামিয়ে তল্লাশি করতে, এবং কোনও নথি, টাকা, সম্পত্তি বা জিনিস বাজেয়াপ্ত করতে, যদি মনে হয় তা সমাজবিরোধী কার্যকলাপে ব্যবহার হয়েছে, হচ্ছে বা হতে চলেছে। বাজেয়াপ্তর পর সংশ্লিষ্ট অফিসারকে তাৎক্ষণিকভাবে সরকার বা অনুমোদিত কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করতে হবে। বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির নিরাপদ হেফাজতের ব্যবস্থাও করতে হবে। বিলের ১৯ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, এই আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য প্রতিটি অপরাধ কগনিজেবল এবং নন-বেলেবল হবে। অর্থাৎ, পুলিশ ওয়ারেন্ট ছাড়াই গ্রেফতার করতে পারবে এবং অভিযুক্ত স্বাভাবিক নিয়মে জামিনের অধিকার পাবেন না। জামিনের সিদ্ধান্ত আদালতের বিবেচনার উপর নির্ভর করবে। যদি কেউ জানেন যে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনে আটক বা বহিষ্কারের নির্দেশ রয়েছে, তবু তাঁকে আশ্রয় দেন বা লুকিয়ে রাখেন, তা হলে তাঁরও শাস্তি হতে পারে। এই অপরাধে সর্বোচ্চ দু'বছর কারাদণ্ড এবং জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। বিলে বলা হয়েছে, এই আইনের অধীনে স উদ্দেশ্যে নেওয়া কোনও পদক্ষেপের জন্য রাজ্য সরকার বা কোনও অফিসারের বিরুদ্ধে মামলা, ফৌজদারি কার্যবাহী বা আইনি পদক্ষেপ করা যাবে না। অর্থাৎ, প্রশাসনিক সুরক্ষার একটি বড় ছাতা রাখা হয়েছে। তবে এই ধারাই ভবিষ্যতে বিতর্কের কেন্দ্র হতে পারে। বিরোধীদের প্রশ্ন হতে পারে, 'গুড ফেইথ' বা সৎ উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা কে করবে এবং তার আড়ালে অপব্যবহারের সুযোগ থাকবে কি না।

গুন্ডাদমন আইন কার্যকর হতেই হাই কোর্টে চ্যালেঞ্জ, স্থগিতাদেশ চেয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়েরের অনুমতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ জুলাই ঃ রাজ্যে সোমবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হয়েছে বহুচর্চিত ' পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্টে্রাল অফ অ্যান্টি -সোশাল অ্যাক্টিভিটিজ অ্যাক্ট,২০২৬', যা সাধারণভাবে ' আইন' নামে পরিচিত। দুষ্কৃতী দমন, তোলাবাজি, সিন্ডিকেট রাজ এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপ রুখতে রাজ্য সরকার এই আইন কার্যকর করেছে বলে দাবি করা হয়েছে। তবে আইন কার্যকর হওয়ার প্রথম দিনেই তা আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। আইনের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়েরের আবেদন করা হয়েছে। সেই আবেদন গ্রহণ করে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ জনস্বার্থ মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি সপ্তাহেই এই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২৯ জুন রাজ্য বিধানসভায় ধ্বনিভোটে পাশ হয় ' পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ অ্যান্টি -সোশাল অ্যাক্টিভিটিজ বিল, ২০২৬'। বিলটি পরে রাজ্যপালের অনুমোদন লাভ করে আইনে পরিণত হয়। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল, ১৩ জুলাই থেকে গোটা রাজ্যে এই আইন কার্যকর হবে। সরকারের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ, তোলাবাজি, চাঁদাবাজি, দুষ্কৃতীচক্রের দৌরাত্ম্য এবং সংগঠিত অপরাধ দমনে বিদ্যমান আইনি কাঠামো যথেষ্ট কার্যকর ছিল না। সেই কারণেই আরও কঠোর এবং বিস্তৃত ক্ষমতাসম্পন্ন একটি আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। নতুন আইনের খসড়ায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধান রাখা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের পাশাপাশি কমিশন চাইলে প্রকৃত ক্ষতির তুলনায় দ্বিগুণ পর্যন্ত দৃষ্টান্তমূলক ক্ষতিপূরণ বা জরিমানা ধার্য করতে পারবে। এছাড়াও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও তদন্তকারী সংস্থাকে বেশ কিছু অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যাতে সংগঠিত অপরাধ এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়। সরকারের বক্তব্য, রাজ্যে আইনের শাসন আরও শক্তিশালী করতে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিশ্চিত করতেই এই আইন কার্যকর করা হয়েছে। তবে আইনটি কার্যকর হওয়ার পরই বিরোধীদের একাংশ এর তীব্র

সমালোচনা শুরু করেছে। সিপিএম নেতা ও আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় কলকাতা হাই কোর্টে আবেদন জানিয়ে দাবি করেন, এই আইনের কয়েকটি ধারা সংবিধানের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। তাঁর অভিযোগ, শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে কাউকে গ্রেপ্তার বা দীর্ঘ সময় আটকে রাখার সুযোগ তৈরি হলে তা নাগরিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের পরিপন্থী হতে পারে। তাঁর আরও দাবি, এমন বিধান সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। তাই আইনটির উপর অবিলম্বে স্থগিতাদেশ জারি করে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বিচার করার আর্জি জানানো হয়েছে আদালতের কাছে। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জনস্বার্থ মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে। ফলে খুব শীঘ্রই আদালতে এই আইন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক বিতর্কের সূচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। আদালতের রায়ই নির্ধারণ করবে আইনটি বর্তমান রূপে বহাল থাকবে, নাকি এর কিছু ধারা পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন হবে। অন্যদিকে, নতুন আইন কার্যকর হওয়াকে স্বাগত জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেঃদু অধিকারী এবং রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেঃদু অধিকারী বলেন, রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বেড়েছিল এবং বহু অপরাধী শাস্তির বাইরে থেকে গিয়েছিল। তাঁর দাবি, সংগঠিত অপরাধ, তোলাবাজি এবং গুন্ডামির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এই আইনের প্রয়োজন ছিল। তিনি আরও জানান, বিধানসভায় আইনটি পাশ হওয়ার পর রাজ্যপালের অনুমোদন মিলেছে এবং এখন তা কার্যকর হওয়ার মাধ্যমে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। রাজ্যে এই নতুন আইন কার্যকর হওয়ার পাশাপাশি তার সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ায় বিষয়টি এখন রাজনৈতিক এবং আইনি-উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার কেঃদ্রবিঃদুতে উঠে এসেছে। আদালতের আসন্ন শুনানি এবং তার পরবর্তী নির্দেশের দিকেই এখন নজর রাজ্যবাসীর।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২২৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার , ২৯ আষাঢ়, ১৪৩৩

নিবেদিতার জাতীয় পতাকা

বন্দেমাতরম এবং বজ্রচিহ্ন ঃ নিবেদিতার আত্মনিবেদনের পতাকা। এই পতাকার নির্মিতির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় এক বিদেশিনী মহিলার ভারতীয় হয়ে ওঠার কাহিনী। ছিলেন মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল হয়ে উঠলেন ভগিনী নিবেদিতা। ছিলেন খ্রিষ্টান ধর্মযাজকের কন্যা হয়ে গেলেন হিন্দু বিধবা সাধ্বী রমণী সারদার আদরের 'খুঁকি'। ছিলেন ব্রিটিশ সাজাত্যবোধে অটুট নারী হয়ে উঠলেন ভারতীয় জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের ব্যতিক্রমী অস্মিতা। এ যেন মার্গারেট সত্তাকে একদম ভেঙ্গেচুরে, বিসর্জন দিয়ে হয়ে ওঠা ভারতীয় সন্ন্যাসিনী। স্বামীজি এমন নারীকেই চেয়েছিলেন, ক্ষুভারতের নারীসমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর- একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম ভালবাসা, দৃঢ়তা, সর্বোপরি তোমার ধমনিতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেইরূপ নারী, যাকে আজ প্রয়োজন। এই নিবেদিতাকে দেখা গেল ভারতের জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা করছেন। তাতে বজ্রচিহ্ন আঁকা, ভেতরে 'বন্দেমাতরম'। যেহেতু আত্মত্যাগ না করলে দেশ, জাতি গঠন করা সম্ভব নয়। স্বামীজীর নির্দেশে নিবেদিতা সেই ত্যাগই স্বীকার করলেন। নিবেদিতার আঁকা বজ্রচিহ্ন ভারতবর্ষের দধীচি মুনির মহান আত্মত্যাগকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন্ধ ত্যাগী মুনির হাড় দিয়ে তৈরি হয়েছিল ভয়ঙ্কর অস্ত্র 'বজ্র'। দেবাতারা এই বজ্র দিয়েই বধ করেছিলেন বৃত্রাসুরকে। মুনি দেহত্যাগ করলে তাঁর মরদেহ নির্মিত অস্ত্রে শত্রু পরাজিত হল। অসংখ্য দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতা-সংগ্রামীর বলিদানে ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন হয়েছে। যেকোনো সেবায় আপনার যথাসর্বস্ব ত্যাগ ছাড়া দেশের কল্যাণ-যজ্ঞ সম্পন্ন হয় না। যুগে যুগে অসীম ত্যাগে অসংখ্য মানুষ এবং মনীষী ভারতবর্ষকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন। ত্যাগই ভারতভূমির মূল আদর্শ। নিবেদিতা পতাকায় সেই আদর্শ তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। নিবেদিতা ভারতের পতাকায় ত্যাগের প্রতীক-চিহ্নরূপে দধীচি মুনির বজ্রের ছবি রাখতে চেয়েছিলেন। এই মনোবাসনার কথা তিনি ১৯০৪ সালে জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ চন্দ্র বসু, তার স্ত্রী অবলা বসু এবং সিস্টার ক্রিস্টিনকে। তারা সমবেতভাবে তখন বুদ্ধগয়া পরিভ্রমণ করছেন। সেখানে অবস্থানের দিনগুলিতে রোজ সন্ধ্যাবেলায় বোধিবৃক্ষ-তলে ধ্যান করতেন নিবেদিতা। বৃক্ষের অনতিদূরে একটি গোল পাথর, তাতে বজ্র-খোদাই করা ছিল। এই চিহ্ন দেখিয়েই নিবেদিতা সহযাত্রীদের বলেছিলেন, ভারতের জাতীয় চিহ্ন হিসাবে বজ্রকে গ্রহণ করলে তাৎপর্যপূর্ণ হবে। ভারতের রাজনৈতিক নেতারা অবশ্য তাঁর মতামত গ্রহণ করেন নি। আবার 'বন্দেমাতরম' কথাটিকেও অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব 'সাম্প্রদায়িক' বলে উল্লেখ করেছেন। বন্দেমাতরম মন্ত্রের সার্ধ-শতবর্ষে এই ইতিহাস আমাদের ভুললে চলবে না। নিবেদিতার ঐকান্তিক ইচ্ছাকে মান্যতা দিয়েছিলেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু।

লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী

ছোট ছেলে নোনতা, মিষ্টি কিনে বাড়ি ফেরার মুখে দেখেন বিরাট ভিড় সবাই উত্তমকুমারকে দেখবেন। তিনি অবশ্য মিষ্টি খেলেন না তাঁর ভুবনভোলানো হাসি দিয়ে সবিনয়ে বললেন, বাইরে খাওয়া বারণ। কন্ট্রাক্টে সই হল 'ছোটিসি মুলাকাত'। সংসারে সবাইকে খুশি করে তবে কলম ধরার সময় পেতেন। দিনের বেলা সেই সুযোগ না হলেও রাতে অনেকক্ষণ লিখতেন। কোনও দিন সারারাত ধরে লিখেছেন, খেয়াল হয়নি কখন ভোর হয়ে গিয়েছে। কর্পোরেশনের কলের জল পড়ার শব্দ শুনতে পেয়ে শেষে কলম বন্ধ করলেন। আধ ঘন্টা ঘুমিয়ে আবার সংসারের হাল ধরা। সাহিত্য অ্যাকাডেমি তাঁকে পুরস্কৃত করেনি, তবে ওই ভুলটা অবশ্য জ্ঞানপীঠ করেনি। যখন নিজের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে ভাবতেন বর যদি লাইব্রেরিয়ান হন তাহলে তিনি অনেক বই পড়তে পারবেন। আবার কখনও মনে হয়েছে স্বামী রেলে কাজ করলেও মন্দ হবে না। খুব বেড়াতে যেতে পারবেন। কিন্তু কোনওটাই হয় নি। স্বামী ব্যাঙ্কের কর্মী ছিলেন তাঁর সাধ থাকলেও সাধ্য কম ছিল। পিতৃদেব হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদশিল্পী। মা জননী সরালাসুন্দরীর বইপড়ার মারাত্মক নেশা। তিনি ছোটবেলায় দুরন্ত কন্যাটিকে জানলায় বসিয়ে একটা বই গুঁজে দিতেন।। দাদারা পড়তে বসলে বোনটি তাদের উল্টোদিকে বসে পড়া শুনতে শুনতে উল্টো অক্ষর চিনলেন। পরে অবশ্য অভিভাবকরা সেই ত্রুটি শুধরে দেন। তাই আশাপূর্ণা বলেছেন, আমার পড়ার জন্য এক পয়সার বর্ণ পরিচয়েরও দরকার হয় নি। ঠাকুমার কাছে শুনতে হয়েছে। স্কুলে গেলে মেয়েরা ফ্যাশানি আর বেচাল হয় উঠবে। বিয়ের পরে কৃষ্ণনগরে একান্নবর্তী পরিবারের বধূ, সবার মন জুগিয়ে কিভাবে লেখার সময় বের করতেন ! আশাপূর্ণা দেবী জানিয়েছেন তাঁর শরীর, স্বাস্থ্য বরাবর ভাল,সব কাজকর্ম করতেন,এমনকি যেহেতু তিনি ভাল সেলাই করতেন সবাই তাঁর ঘাড়ে সেলাইটাও চাপিয়ে দিত। বাংলা সাহিত্যের জন্য যেসব নারী কলম ধরেছিলেন অনেক বছর আগে তাদের অনেকের জীবন সুখের না হলেও উজ্জ্বল ব্যতিক্রম আশাপূর্ণা দেবীর স্বামী কালিদাস গুপ্ত। একবার একজন শারদীয় সংখ্যার জন্য তাদের বাড়িতে এসেছেন,বিনয়ের সঙ্গে আশাপূর্ণা দেবী বললেন, কেন তিনি আগে আসেন নি। এখন আর নতুন লেখা সম্ভব নয়, অন্য লেখা নিয়ে প্রচুর ব্যস্ততায় দিন কাটছে। সব শুনে কালিদাস গুপ্ত এগিয়ে এসে বললেন, তোমার অপ্রকাশিত গল্প আছে, আমি গুছিয়ে রেখেছি, দাঁড়াও এনে দিচ্ছি। আজ বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর প্রয়াণ দিবসে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি। মহাশ্বেতা দেবী ও আশাপূর্ণা দেবীর পর আর কালজয়ী লেখিকা তৈরি হল না।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে মাই সবশক্তিদায়িনী। রূপদায়িনী। জ্ঞানদায়িণী। মহামন্ত্রদায়িণী। তিনি অভয় দান করে থাকেন। তাঁর অভয় দানের মধ্যে দিয়ে জগত নির্ভয় লাভ করে। তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিনী জগদ্ধাত্রী মা। মৃন্ময়ী মা রূপে পুজিত হয়ে থাকেন। তিনি জগত ধারন এবং বহন করে থাকেন। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত হলে অধর্মের পরাজয় ঘটে। চাই জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির ধারক হচ্ছেন মা। মায়ের আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। ভক্তিভাবে কর্ম করতে হবে।

মা সারদা দেবী

মা সারদা দেবী বললেন, মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি।

ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনে বিপ্লবী অরবিন্দ

রবীন্দ্রকুমার শীল

অরবিন্দোত্তর বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন। বাংলার সশস্ত্র আন্দোলনকে দুইটি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করতে হবে। প্রথম পর্ব হচ্ছে বিপ্লবী অরবিন্দের ভারতের আগমন থেকে শুরু করে আলিপুর কারাগার থেকে তাঁর মুক্তি এবং পণ্ডিচেরী চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্বটি হচ্ছে অরবিন্দের পণ্ডিচেরী চলে যাওয়া থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। বাংলায় বিপ্লবী অরবিন্দই সশস্ত্র

আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। তিনিই সশস্ত্র সংগ্রাম করে দেশকে স্বাধীন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বিলেত থেকে ভারতে আসেন ১৮৯৩ সালে। বরোদায় এসে তিনি গাইকোয়াড়ে সরকারের অধীনে চাকরি করতে শুরু করলেন। যদিও তিনি বিলাতে থাকার সময়ে ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতেন। সেখানে 'লোটাস এবং ড্যাগার' গুপ্ত সমিতির সংস্পর্শে এসেছিলেন। স্বদেশে ফিরে তিনি বোম্বের 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকাতে 'নিউ ল্যাম্প ফর দ্য ওল্ড' প্রবন্ধ রচনা করে স্বদেশবাসীকে দেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন করতে শুরু করেন। কংগ্রেস দল তখন অরবিন্দের ধ্যান ধারনা গ্রহণ করতে একেবারে মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত ছিল না। তার ফলে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে অরবিন্দের মত পার্থক্য দেখা দিতে শুরু করলো। তিনি লিখলেন, "Our actual enemy is not any force exterior to ourselves, but our own...weakness our cowardice, our selfishness, our hyprocracy, our purblind sentimentalism." বাইরের শত্রু নয়, মনের মধ্যে যে শত্রু রয়েছে সেই দেশকে স্বাধীন করার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা দিচ্ছে। দেশকে স্বাধীন করার কথা আমরা ভাবতে পারছি না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমাদের ভীরুতা, স্বার্থপরতা এবং দুর্বলতা। এই সবগুলিকে কাটিয়ে উঠতে হবে। দেশকে স্বাধীন করতে গেলে এই সব দোষ থাকা একেবারে চলবে না। মনকে দেশের স্বাধীনতা আনার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু তা আমরা করতে পারছি না। তিনি আবারও লিখলেন,"The proletariate in the real key of the situation. Tropid he is and immobile, he is nothing of an actual force, but he is very great potential force, and whoever succeeds in understanding and eliciting his strength bocomes." । রাশিয়াতে তখন বিপ্লব শুরু হয়নি। তারা তখনও proletariate এই শব্দটি ব্যবহার জানতো না। রুশ বিপ্লব শুরু হওয়ার আগেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অরবিন্দ আগেই 'পোলে টারিয়েট' শব্দটি ব্যবহার করলেন। তিনি বললেন, ভারতের স্বাধীনতা করার ক্ষেত্রে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। জনসমর্থন না থাকলে স্বাধীন ভারত স্বপ্নটা বাস্তবে পরিণত হবে না। কংগ্রেস তখন স্বাধীন শব্দটি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেনি। কংগ্রেস তখন ব্রিটিশ সরকারকে রেখে নাগরিক অধিকার ভোগ করার পক্ষে ছিল। কিন্তু অরবিন্দ একেবারে শুরুতেই স্বাধীনতা শব্দ নিয়ে চর্চা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তার ফলে অরবিন্দের মানসিকতার সঙ্গে কংগ্রেস দলের প্রভেদ ঘটল। অরবিন্দ কংগ্রেসের ছত্রছায়া থেকে নিজেকে বের করে নিয়ে এলেন। মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক এবং ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হলেন। বিপ্লবী মন্ত্রে অরবিন্দ দীক্ষিত হয়েছিলেন ঠাকুর সাহেবের কাছ থেকে। ঠাকুর সাহেব তখন 'গণতন্ত্রী ভারত' নামে একটি গুপ্ত সমিতি তৈরি করেছেন। সেই গুপ্ত সমিতির গুজরাত শাখার সভাপতি হন বিপ্লবী অরবিন্দ। বরোদাতে থাকার সময়ে বাংলার বিপ্লবী সংগঠন নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন অরবিন্দ। ১৯০২ সালে ভগিনী নিবেদিতা বরোদায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে অরবিন্দের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে সহযোগিতা করতে বরোদার গাইকোয়াডকে অনুরোধ করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। গাইকোয়াড ভগিনী নিবেদিতাকে আশ্বাস দিলেও তিনি বলেছিলেন অরবিন্দের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে। অরবিন্দ যদি এ ব্যাপারে সবুজ সঙ্কেত দেন তাহলে তিনি পরোক্ষভাবে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করতে পারেন। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে আপাল আলোচনা করার পর অরবিন্দ বেশ কয়েকবার বাংলা ঘুরে গিয়েছিলেন। বাংলায় বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলতে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ এবং যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যো পাধ্যায়কে পাঠালেন অরবিন্দ। যতীন্দ্রনাথ ভগিনী নিবেদিতা, সরলা দেবী ঘোষাল এবং ব্যারিস্টার পি মিত্রের সঙ্গে আলাপ করলেন। ১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হল অনুশীলন 'সমিতি' । যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১০৮ আপার সার্কুলার রোডে বিপ্লবী সমিতি গড়ে উঠল। এই কেন্দ্রে আত্মোন্নতি সমিতির সব সদস্যরা যোগ দিলেন। এখানে শরীর চর্চার পাশাপাশি বিপ্লবী ধ্যান ধারনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করানো হতো। এখানকার তরুণ সদস্যদের যারা শিক্ষা দান করতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিস্টার প্রমথ নাথ মিত্র, চিত্তরঞ্জন দাস, সখারাম গণেশ দেউস্কর, নিবেদিতা প্রমুখ। গুপ্ত সমিতির ক্লাস নেওয়ার সময়ে এই সব শিক্ষকেরা স্বদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক আলোচনা করতেন। সংগ্রামী মনোভাব তৈরি করতে হবে কীভাবে তার ব্যাখ্যা দিতেন শিক্ষকেরা। অরবিন্দের ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ গুপ্ত সমিতির অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। তিনি ছিলেন একেবারে কট্টর উগ্রপন্থী। তাঁর মতের সঙ্গে সংঘাত দেখা দিতে থাকলো যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যো পাধ্যায়ের। তবে বারীন্দ্র কুমারের ওপরে দায়িত্ব ছিল জেলায় জেলায় গুপ্ত সমিতির শাখা তৈরি করা। সেই কারণে বারীন্দ্রকুমার জেলা সফর করতে শুরু করেন। বারীন্দ্র কুমারের উদ্যোগে মেদিনীপুর এবং চন্দননগরে গুপ্ত সমিতি খুবই শক্তিশালী বিপ্লবী সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যো পাধ্যায়ের সঙ্গে বারীন ঘোষের মত বিরোধী শুরু হলে অরবিন্দ পরিস্কার বুঝতে পারলেন যে তাঁর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ছাড়া বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলা একেবারে অসম্ভব। ১৯০৬ সালে বরদা থেকে পাকাপাকিভাবে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাংলায় এসে উপস্থিত হলেন। কলকাতার সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে এসে উঠলেন। ১৯০২ সালে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা হলে অরবিন্দ সহ সভাপতি ছিলেন। বাংলায় এসে অরবিন্দ ওড়িশা এবং বিহারে অনুশীলনের শাখা নির্মাণ করেছিলেন। গুপ্ত সমিতিতে শুধু মাত্র শরীর চর্চা এবং বিপ্লবী রণনীতির মধ্যে প্রশিক্ষণের মধ্যে সমিতির কাজকে সীমাবদ্ধ রাখতে নারাজ হলেন বিপ্লবী নেতারা। তারা অনুভব করলেন যে বিপ্লবী মুখপত্র প্রকাশ করতে হবে। সেই সময়ে বিপ্লবীদের দুটি ধারাকে গ্রহণ করে চলতে হয়েছিল। প্রথমত ছিল রাজনৈতিক প্রত্যক্ষ কর্মের ইঙ্গিত প্রচার এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রত্যক্ষ কর্মের প্রস্তুতি। অরবিন্দ কলকাতায় আসার ফলে তিনি বারীন ঘোষ, অবিনাশ ভট্টাচার্য, উল্লাসকর দত্ত, ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত ও দেবব্রত বসুকে কলকাতার গুপ্ত সমিতিতে থাকার নির্দেশ দিলেন। পি মিত্র এবং বিপিন পালকে নিয়ে ঢাকায় গিয়েছিলেন এবং আনন্দ চক্রবর্তী ও পুলিন দাসকে ঢাকা শাখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বারীন ঘোষ সহ কলকাতার বিপ্লবী সদস্যরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে তারা বিপ্লবী সমিতির মুখপত্র প্রকাশ করবেন। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত কথায়, " শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রণীত 'যুগান্তর' নামে সামাজিক উপন্যাস হইতে যুগান্তর নামটি গ্রহণ করা হয়। উদ্দেশ্য, শাস্ত্রী মহাশয় যেমন সামাজিক সামাজিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইয়াছেন, আমরাও সেইরূপ রাজনৈতিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইব ও বৈপ্লবিক মনোভাব দেশে আনিব।' দেবব্রত বসুর সঙ্গে অনেক আলোচনার পর ভূপেন্দ্র নাথ এই যুগান্তর নামটি গ্রহণ করেন।

বিপ্লবী অরবিন্দের বাংলায় সশস্ত্র সংগ্রাম করার সময়টা দীর্ঘ নয়। মাত্র ১৯০৬ সাল থেকে শুরু করে ১৯১০ সাল পর্যন্ত । তবে তার আগে থেকেই বরোদাতে থাকার সময়েই তিনি প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব শুরু করার ব্যাপারে পরিকল্পনা রচনা করতে থাকেন। সেখানে থাকাকালীন তিনি 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকাতে জাতীয়তা বাদী প্রবন্ধ রচনা লিখে প্রকাশ করতে থাকেন।

ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ চেয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বারীন ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন পরমত সহিষ্ণু সমাজ। অনেকেই ভাবেন রাবীন্দ্রিকতা মানে নরম-সরম বিষয়-আশয়, পেলবতা। নাচ-গান- ফুল-পাখি। এ ভাবনা ভুল। এমনকী রবীন্দ্রনাথের লেখায় কুসমির দাদামশাইয়ের যে ভদ্রলোকপনা, ভালোমানুষগিরির কথা আছে, রবীন্দ্রনাথ তেমনও নন। কুসমির দাদামশাই ছিলেন বেজায় ভদ্রলোক, অত্যন্ত ভাল মানুষ। ছোটবেলার বন্ধু পাঁচকড়ি দাদামশাইয়ের সোনার কলম আর সিল্কের ছাতা তাঁর চোখের সামনেই নিয়ে পালিয়ে গেল। দাদামশাই ভদ্রলোক বলে চুপটি করে রইলেন। দাদামশাইয়ের আরেক বন্ধু তাঁর প্রিয় ব্রাউনিংয়ের কবিতার বই নিয়ে চলে গেল। বইখানি সেই গুণধরবন্ধু বাজারে বিক্রিও করে দিল। দাদামশাই তাঁর নিজের বই আবার পয়সা দিয়ে কিনে লুকিয়ে রাখলেন লাহ ব্রেরিতে, পাছে তাঁর সেই গুণধর বন্ধু টের পায় দাদামশাই জেনেছেন তাঁর কীর্তি। দাদামশাই এমনই ভালমানুষ যে সহ্য করেন চুরি-জোচ্চুরি। যাঁরা চোর তাঁদের ভদ্রতাবশত কিচ্ছুটি বলেন না।

বাস্তবে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই কুসমির দাদামশাইয়ের মতো ভাল মানুষীতে বিশ্বাসী নন। ফুল-লতা-পাতার কাল্পনিক জগতেও তিনি বুঁদ হয়ে ডুবে থাকেন না। বরং বলেন, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহ্য করে তাঁর মতে দু'পক্ষই সমান অপরাধী। অন্যায় সহ্য করাকে সহনশীলতা বলে না, সহিষ্ণুতাও বলা চলে না। নিজের কাজ দিয়েই সে কথা তিনি বুঝিয়ে দেন। ইংরেজরা বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা করছেন, দুই বাঙালিকে তাঁরা আলাদা করে দিতে চান। রবীন্দ্রনাথ পথে নামেন। গান গাইতে গাইতে রাখী পরিয়ে দেন। জালিয়ানওয়ালাবাগে ভারতীয়দের উপর নির্বিচারে গুলি চালানো হল। পঞ্জাবি ভাইদের সেই দুঃখের দিনে রবীন্দ্রনাথ সরব। নাইটহুড ত্যাগ করে চিঠি পাঠালেন। সাহেব মাস্টারমশাই নেটিভ ছাত্রদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছেন। উত্তেজিত ছাত্ররা প্রতিক্রিয়াবশত কিছু করলে আবার ছাত্রদেরই দোষ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ভারতীয় ছাত্রদের বহিষ্কার করার কথা ওঠে। তরুণ সুভাষচন্দ্রের উপর নেমে আসে শাস্তির খড়্গ। রবীন্দ্রনাথ তা সইবেন কেন? সুভাষের পক্ষ নেন তিনি, ছাত্রদের পক্ষ নেন। মহাত্মা গাঁধীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক সখ্য ও শ্রদ্ধার। তবু মহাত্মার সব কথা নির্বিচারে সহ্য করার পাত্র কবি নন। মহাত্মা চরকা কাটার কথা বলেন, কবি মনে করেন এ নিছক যান্ত্রিকতা। নিজের মত স্পষ্ট করে বলেন। কবি ও মহাত্মার তর্ক চলে চরকা নিয়ে।

এই যে নিজের মত স্পষ্ট করে বলছেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করছেন রবীন্দ্রনাথ, এর মানে এই নয় যে ক্রমাগত তর্ক-বিতর্কের আলো নিজের দিকে টেনে আনাই তাঁর অভিরুচি। মোটেই নয় তা। বঙ্গভঙ্গের সময় প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে কিছু দিন সম্পর্ক ছিল তাঁর, তারপর নিজেকে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। রাজনৈতিক প্রতিবাদ প্রয়োজনে তিনি করেন, তবে বিশ্বাস করেন রাজনীতি তাঁর পথ নয়, রাষ্ট্রনির্মাণ তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিনি মনে করেন ভারতবর্ষের ইতিহাসের দুটি ধারা। একটি বাইরের। সেই বাইরের ইতিহাসে বিদেশির অংশ বেশি, তারা রাজ্যশাসন করেছে, যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছে। মাঝে মাঝে ভারতীয়রা মাথা নাড়া দিয়ে সেই বিদেশি শক্তিকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কয়েক বার সফলও হয়েছে। তবু সেই বাইরের ইতিহাস যা 'রাষ্ট্রিক সাধনা' তা ভারতের সাধারণ মানুষের সাধনা নয়। ইতিহাসের ভেতরের আরেক রূপ আছে। সেই রূপ রাষ্ট্রের থেকে সমাজকে গুরুত্ব দেয় বেশি। সেই সমাজে নানা ধর্মের, নানা বর্ণের মানুষ মিলেমিশে গেছে। এই মিলমিশের কাণ্ড সাহেবরা, ছোট রাজনৈতিক মতলববাজ ইংরেজরা, এ দেশে আসার আগেই ঘটেছিল। সেই মিলমিশের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও রাজন্যবর্গের ভূমিকা তেমন ছিল না বললেই চলে। এই মিলমিশের ক্ষেত্রটি তৈরি করেছিল জন সাধারণের সমাজ। ইংরেজরা এ দেশে এসে তাই যখনই রাজনীতির মতলব থেকে এই মিলমিশের সমাজে বিভেদ তৈরি করতে চান তখনই সেই পলিটিক্যাল মতলবের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ সরব হন। আর উনিশ-বিশ শতকের আধুনিক ভারতবাসীকে এই মিলমিশের সামাজিকতা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলেন। এই সমাজ কী ভাবে গড়া যায় সে কথা ভাবেন।

এই সামাজিক মিলমিশ কী ভাবে সম্ভব? কবি মনে করেন মিলমিশের জন্য একে অপরকে জানা চাই। একের সঙ্গে অপরের কথা বলা চাই। প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন একের সঙ্গে অপরের সংলাপে গড়ে উঠুক পরমতসহিষ্ণু সমাজ। এক মানুষ অন্য মানুষকে গ্রহণ করুক। একদিনে তো এমন মিল হবে না।

রমাপদ চৌধুরী ঃ বাংলা সাহিত্যে অনন্য কথাকার

রাজু পারাল, হাওড়া

রমাপদ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের অনন্য কথাকার। কথাশিল্পী রমাপদ চৌধুরীর প্রয়াণে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আর এক কথাকার দিব্যেন্দু পালিত লিখেছিলেন, 'রমাপদ চৌধুরী যে কেবল একজন বড় লেখক ছিলেন তাই নয়, আমরা যারা তাঁর পরে লিখতে শুরু করেছিলাম, তাঁদের অনেকের কাছেই তিনি ছিলেন একজন গুরুস্থানীয় লেখক'।

বাংলা সাহিত্য যে সব গদ্যকারের জন্য গর্ব অনুভব করে, রমাপদ চৌধুরী তাঁদেরই একজন। তাঁর সাহিত্য উঠে এসেছিল মধ্যবিত্তের সংকট, ক্ষত বিক্ষতের সংগ্রাম, হিংসা, উদারতার আখ্যান । খ্যাতির মধ্যগগনে থেকেও তিনি কলম ধুয়ে রাখার সংকল্প করেন। লেখালিখি থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। শত অনুরোধেও তাঁকে টলানো যায়নি। তাঁর নির্মেদ, ঋজু গদ্য নবীন সাহিত্যিকদের সামনে আজও এক ধ্রুপদী দৃষ্টান্ত। তাঁর ভাষার প্রাঞ্জলতা, গদ্যশৈলীর চমৎকারিত্ব তাঁকে চিনিয়ে দিয়েছে বাংলা ভাষার অন্যতম দক্ষ কারিগর হিসেবে।

সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর ছোটোবেলার দিনগুলি কেটেছিল মেদিনীপুর জেলার রেল শহর খড়গপুরে। রমাপদ চৌধুরীর কাছে খড়গপুর কেবল একটি স্থান হিসেব নয় ; এটি ছিল তাঁর স্মৃতির ভান্ডার, শৈশবের আশ্রয় এবং সাহিত্যিক সত্তার জন্মভূমি। খড়গপুর তাঁর জীবনে এমনভাবে মিশে ছিল যে শহরটি তাঁর লেখার প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি অনুভূতিতে, প্রতিটি চরিত্রে ছায়ার মতো উপস্থিত থেকেছে। তিনি খড়গপুরকে কেবল রাস্তাঘাট , রেলস্টেশন, বাজার, বাড়িঘর হিসেবেই দেখেননি; দেখেছেন এক জীবন্ত সত্তা হিসেবে, যা তাঁকে বড় করেছে, গড়ে তুলেছে এবং তাঁর লেখার ভিত রচনা করেছে। তাই রমাপদ চৌধুরীর কাছে খড়গপুর একটি শহর নয়- এটি তাঁর হৃদয়ের ঠিকানা, তাঁর সাহিত্যিক আত্মার জন্মভূমি। সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর বাবা মহেশচন্দ্র চৌধুরীর ছিল বদলির চাকরি। সেই সূত্রে বাবার সাথে তিনিও

ঘুরেছিলেন ভারতের বিভিন্ন স্থানে। পরিচিত হয়েছেন বিচিত্র পরিবেশ ও বিচিত্র মানুষদের সঙ্গে। যা তাঁকে অভিজ্ঞ করে তোলে সাহিত্য লেখায়। তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস 'প্রথম প্রহর' (১৯৫৪)-এ খড়গপুরের বিভিন্ন জায়গার বিবরণ মেলে। তিনি লিখেছেন খুব সামান্যই, যা জরুরি বলে মনে করেছেন তাই লিখেছেন। বানিয়ে বানিয়ে গল্প লেখার তাগিদ অনুভব করেননি বলেই তাঁর স্বল্প লেখাগুলিও হয়ে উঠেছিল মূল্যবান রত্ন। পেশাগত দিক থেকে তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক, ছোট গল্পকার, প্রাবন্ধিক, ভ্রমণ সাহিত্যিক, কথা সাহিত্যিক ও সম্পাদক। ১৯৪০-এর দশকের গোড়ার দিকে তিনি কলকাতায় স্থায়ী হন এবং মর্যাদাপূর্ণ প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। সে সময়টায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। দেশভাগ, স্বাধীনতা, খাদ্য আন্দোলন, নকশাল আন্দোলনে বদলে গিয়েছিল সাধারণ মানুষের জীবনচর্চা। এই পরিবর্তনের সাক্ষী ছিলেন রমাপদ চৌধুরী নিজেও। চাক্ষুস দেখা সে সবই হয়ে উঠেছিল তাঁর গল্প - উপন্যাসের উপজীব্য। সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্য জীবনে পঞ্চাশটিরও বেশি উপন্যাস এবং দেড়শ'র বেশি ছোটগল্প লিখেছিলেন। সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর সাহিত্য জগতে আত্মপ্রকাশ 'ট্রাজেডি' (১৯৪০) নামক গল্প রচনার মধ্য দিয়ে। তখন তাঁর বয়স আঠারো বছর। তবে গল্পটি ছাপার অক্ষরে 'আজকাল' সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয় পরে। ১৯৪০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াকালীন হবু সাহিত্যিক বন্ধুর পাল্লায় পরে কলেজ স্ট্রিটের এক রেস্তোরায় বসে লিখেছিলেন গল্পটি। বাইশ বছর বয়সে 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর আর একটি গল্প 'উদয়াস্ত' । কিছুদিনের মাথায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয় 'বারো ঘোড়ার আস্তাবল' নামক গল্প। পঁচিশ বছর বয়স থেকেই রমাপদ চৌধুরী সাপ্তাহিক 'দেশ' ও শারদীয়া আনন্দ বাজার পত্রিকার স্থায়ী লেখক হয়ে ওঠেন। দীর্ঘদিন তিনি আনন্দ বাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নিজের সম্পাদনায় প্রকাশ করতেন 'ইদানিং' নামক একটি পত্রিকা। এছাড়া সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'পূর্বাশা' ও হুমায়ুন কবীরের 'চতুরঙ্গ' ত্রৈমাসিক পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন তিনি। পরের দিকে 'রমাপদ চৌধুরীর পত্রিকা' নামেও একটি পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন তিনি। অনেক গল্প ও উপন্যাস তিনি রচনা করেছিলেন 'পত্রনবীশ' ও 'রূপচাঁদ' ছদ্মনামে। রমাপদ চৌধুরীর লেখা গল্পগুলির মধ্যে যুগান্তকারী একটি গল্প হল-'ভারতবর্ষ' । অনুদান, সাহায্য এবং ভিক্ষা কিভাবে একটি জনজাতি তথা একটি দেশের চরিত্র নষ্ট করে, মেরুদন্ডের ঋজুতাকে নমনীয় করে তোলে এবং শেষঅবধি ভিখারিতে পরিণত করে তারই মর্মস্পর্শী আখ্যান এই গল্প। সাম্প্রতিক সময়ের প্রেক্ষিতে গল্পটি যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। চেনা বিষয়কে অভিনব বিন্যাসের মধ্য দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন রমাপদ চৌধুরী।

তাঁর বেশকিছু গল্প নিয়ে চলচ্চিত্রও হয়েছিল । সেগুলির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য কয়েকটি- বনপলাশির পদাবলী, এখনই, খারিজ, একদিন অচানক, সুন্দরী, পিকনিক, এক ডক্টর কি মওত, লজ্জা ইত্যাদি।

নিজের জীবনকালে একাধিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন রমাপদ চৌধুরী। সাহিত্য রচনার জন্য তিনি পেয়েছিলেন - আনন্দ পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার, শরৎচন্দ্র পুরস্কার, সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া সর্বোচ্চ সম্মান 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক'। যদিও পুরস্কারের ব্যাপারে তিনি খুব একটা উৎসুক ছিলেন না। তাঁর জীবন নিয়ে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন সাহিত্য অকাদেমি। যার পরিচালক রাজা মিত্র।

রমাপদ চৌধুরীর লেখার প্রধান বিশেষত্ব জটিল সমস্যাগুলিও তাঁর লেখার গুণে পাঠককে টেনে নিয়ে যায় শেষ পর্যন্ত। তাঁর ভাষার প্রাঞ্জলতা, গদ্যশৈলীর চমৎকারিত্ব চিনিয়ে দেয় তিনি প্রকৃতই বাংলা ভাষার অন্যতম দক্ষ কারিগর। রমাপদ চৌধুরী আবার ছোট গল্প লিখতে খুব পারতেন। তাঁর ছোট গল্প খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল পাঠকদের কাছে।

ক্যানডিনি ইতালির পোশাক

তাপস রায়

ভারতে পোশাক শিল্পে আধুনিকীকরণ হতে শুরু করেছে। ক্যানডিনি ইতালি গ্রীষ্ম ও শীতকালীন ২০২৬ পোশাক সংগ্রহ প্রকাশ করল। ক্যানডিনি ইতলির পোশাক পরিচ্ছদ বাজারে পাবেন 'ক্যানডিনি সিগনেচার লাইন' নামে । টেরি-উল-সুটিং এবং নন-আয়রন সার্টিং পাওয়া যাবে একেবারে আধুনিকীকরণে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পোশাক শিল্প তৈরি করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে ক্যানডিনি ইতালি। বর্তমান

পোশাক জগতে যতগুলি ব্রাণ্ড কোম্পানি রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ক্যানডিনি ইতালি। সিয়ারাম সিল্ক মিলস লিমিটেডের চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর রমেশ পোদ্দার ক্যানডিনি পোশাক সংগ্রহের উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানডিনি ইতালির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও বিসনেস প্রধান শ্রীযুক্ত শ্রীধর সোনি এবং সহঃ প্রেসিডেন্ট অরুণ নায়ক (শার্টিং)। এছাড়া পোশাক বিসনেসের বহু আধিকাবিকেরা উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে সাফল করেন। 'ক্যানডিনি সিগনেচার লাইন' বর্তমান পোশাক জগতে সাড়া ফেলে দিয়েছে। তার কারণ নিত্য নতুন ধরনের পোশাক যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রকাশ করছে যা বর্তমান কালের যুব সমাজ থেকে শুরু সকলের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে। পোশাক শিল্পে আন্তর্জাতিক স্তরে যে বিপুল সাড়া ফেলে দিয়েছে ক্যানডিনি ইতালি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পোশাক শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কী করে আরও বেশি পোশাককে মনোরম করে তোলা যায় এবং সকলের কছে গ্রহণীয় করা যায় সেই দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে ক্যানডিনি ইতালি। সিয়ারাম সিল্ক মিলস লিমিটেডের চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর রমেশ পোদ্দার তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে ক্যানডিনি ইতালি পোশাক জগতে মাইলস্টোন। তার একটি মাত্র কারণ হল পোশাক শিল্পে কারুশিল্প ব্যবহার করা হচ্ছে। যার ফলে ক্যানডিনি ইতালির পোশাক ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করেছে। আগামি দিনে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য আরও মনোরম পোশাক পরিচ্ছদ নিয়ে উপস্থিত হবে ক্যানডিনি ইতালি। কলকাতা ভারতের একটি ঐতিহ্যশালী শহর। এখানকার বাসিন্দাদের পোশাক পরিচ্ছদে ঐতিহ্যরীতিকে বজায় থাকে। সেই দিকে তাকিয়ে পোশাক পরিচ্ছদের ঐতিহ্যকে বজার রাখা হয়েছে। আধুনিকতার সঙ্গে ঐতিহ্যের মেলবন্ধন করে ক্যানডিনি ইতালি পোশাক বাজারে নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

ডোমকলে গৃহবধূর রহস্য মৃত্যু, খুনের অভিযোগ মৃতার বাপের বাড়ির পরিবারের

মিঠুন হালদার, শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই ঃ মুর্শিদাবাদের ডোমকল থানার মোমিনপুর হাডুরপাড়া গ্রামে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতার নাম তাসলিমা খাতুন (২০)। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ডোমকল মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। মৃতার পরিবারের অভিযোগ, তাসলিমাকে পরিকল্পনা করে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বামী রবকুল আনসারী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে ডোমকল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তাসলিমার বাপের বাড়ির লোকজন। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, প্রায় সাত বছর আগে ডোমকলের মোমিনপুর হাডুরপাড়ার বাসিন্দা রবকুল আনসারীর সঙ্গে তাসলিমার বিয়ে হয়। তাঁদের একটি তিন বছরের পুত্র সন্তানও রয়েছে। বিয়ের পর থেকেই পণের দাবিতে তাসলিমার উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চলত বলে অভিযোগ। মৃতার মা মাসলিমা বিবি কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, বিয়ের পর থেকেই আমার মেয়েকে ওর স্বামী রবকুল আর শ্বশুরবাড়ির লোকজন খুব অত্যাচার করত। ঠিকমতো খাবারও দিত না। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মেয়ে বারবার আমার কাছে চলে আসত। তখন গ্রামের লোকজন নিয়ে এসে রবকুল আবার মেয়েকে জোর করে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যেত। এবার একেবারে মেরেই ফেলল। আমি দোষীদের ফাঁসির সাজা চাই। মৃতার মামা রাকিব শেখ জানান, রবিবার বেলা ১টা নাগাদ আমাদের কাছে ফোন আসে যে তাসলিমা অসুস্থ, তাকে ডোমকল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমরা ছুটে গিয়ে দেখি মেয়ে মারা গেছে। কিন্তু আমরা নিশ্চিত ওকে খুন করা হয়েছে। মেয়ের মাথায় কোনও দড়ি বা ওড়না ছিল না। ওর গলা এবং গালে আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট। পুলিশ ইতিমধ্যে তসলিমার স্বামী রবকুল ও তার পরিবারের লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু করেছে। পুরো ঘটনার তদন্ত করে দেখছে ডোমকল থানার পুলিশ।

নিরাপদ, মসৃণ এবং দ্রুততরঃ পূর্ব রেলওয়ে সম্পন্ন করল মেগা ট্র্যাক পুনর্নবীকরণ কাজ

কলকাতা, ১৩ জুলাই ঃ প্রতিবার যখন একটি ট্রেন রেললাইনের ওপর দিয়ে নির্বিঘ্নে ছুটে চলে, তখন সেটি আপনার যাত্রাকে দ্রুত ও নিরাপদ করার জন্য ভারতীয় রেলওয়ের

অক্লান্ত পরিশ্রমেরই ফসল। পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের দূরদর্শী নেতৃত্বে, এই জোন প্রথম ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন) ট্র্যাকের নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্নবীকরণ কার্যকলাপে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। সাধারণ যাত্রীদের জন্য এই বিশাল নিরাপত্তা অভিযানের অর্থ হলো-বিলম্বের ঝুঁকি মারাত্মকভাবে হ্রাস পাওয়া, ট্র্যাক-সম্পর্কিত দুর্ঘটনার সম্ভাবনা সর্বনিম্ন হওয়া এবং অনেক বেশি মসৃণ ও কম্পনমুক্ত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ করা। উন্নতিকরণের এই প্রচেষ্টার একটি বড় অংশ সম্পন্ন হয়েছে লোকাল ট্রেন চলাচলকারী শহরতলী অঞ্চলে, যা আসানসোল ডিভিশনের ডিভিশনাল রেল ম্যানেজার সঞ্জয় মৌর্যের নিবিড় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়েছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং দলগুলি দিনরাত কাজ করে সফলভাবে ২২.৬৫৫ ট্র্যাক কিলোমিটার (Tr.Km) প্রাইমারি রেল পুনর্নবীকরণ, ১৯.০৯ ট্র্যাক কিমি প্রাইমারি স্লিপার পুনর্নবীকরণ, ১৮.৩০২ ট্র্যাক কিমি থ্রু ব্যালাস্ট পুনর্নবীকরণ এবং ১৬ টি থ্রু টার্নআউট পুনর্নবীকরণের কাজ সম্পন্ন করেছে। যাত্রাকে সম্পূর্ণ মসৃণ করতে পূর্ব রেলওয়ে বিভিন্ন যন্ত্রাংশের সূক্ষ্মতার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিল। এর মধ্যে মোট ২১টি নিউ ওয়েভ সুইচ, ২৩টি থিক ওয়েভ সুইচ, ৩৩ টি উইং ক্রসিং উইথ মেশেন্ড স্টিল এবং ১৮টি কাস্ট ম্যাঙ্গানিজ স্টিল ক্রসিং স্থাপন করা হয়েছে। কর্মীরা ৩টি ডায়মন্ড ক্রসিং পুনর্নবীকরণ সম্পন্ন করেছেন, ৪৭ সেট থিক ওয়েভ সুইচ এক্সপেনশন জয়েন্ট প্রদান করেছেন এবং ২৪০ টি গ্লুড জয়েন্ট পুনর্নবীকরণ করেছেন। ঘর্ষণজনিত মরিচা রোধ করতে রেকর্ড সংখ্যক ৬৬৮,০০৫টি ইলাস্টিক রেল ক্লিপে গ্রিজ দেওয়া হয়েছে এবং রেললাইনের ঝাঁকুনি দূর করতে ২,৬৪৩ টি রেল জয়েন্ট ওয়েল্ডিং করা হয়েছে। নির্খুত সারিবদ্ধতা নিশ্চিত করতে এবং কাঠামোগত ভেতরের ফাটল দ্রুত শনাক্ত করতে ৪৫৮.৩৫ ট্র্যাক কিমি প্লেইন ট্র্যাক ট্যাম্পিং, ৯১ টি ট্যাম্পিং টার্নআউট এবং ১,৪৪১.৭২ ট্র্যাক কিমি রেললাইন জুড়ে উন্নত আল্ট্রাসনিক ফ্ল ডিটেকশন টেস্টিং চালানো হয়েছে। তদুপরি, ১০১.১৫ ট্র্যাক কিমি ডি-স্ট্রেসিং প্রখর গ্রীষ্মের তাপে রেললাইন বেঁকে যাওয়া থেকে সুরক্ষা দেবে, পাশাপাশি নির্খুত জলনিকাশির জন্য ২০.৯১ কিলোমিটার শোল্ডার ব্যালাস্ট ক্লিনিং করা হয়েছে। বিগত বছরগুলির তুলনায়, পূর্ব রেলওয়ের প্রথম ত্রৈমাসিকের কর্মক্ষমতা সমস্ত প্রধান সূচকে আগের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাইমারি রেল পুনর্নবীকরণ দুই বছর আগের ১০.২৩ ট্র্যাক কিমি এবং গত বছরের ১২.৫৫ ট্র্যাক কিমি থেকে বেড়ে এ বছর ২২.৬৫৫ ট্র্যাক কিমি-তে পৌঁছেছে। প্রাইমারি স্লিপার পুনর্নবীকরণ দুই বছর আগের ১১.৭৪ ট্র্যাক কিমি এবং গত বছরের ৯.০৬ ট্র্যাক কিমি থেকে এই বছর ১৯.০৯ ট্র্যাক কিমি হয়েছে। নিউ ওয়েভ সুইচ পুনর্নবীকরণ দুই বছর আগের ৬টি এবং গত বছরের ১৭ টি থেকে বেড়ে ২১ টি হয়েছে যেখানে উইং ক্রসিং পুনর্নবীকরণ দুই বছর আগের ৬টি এবং গত বছরের ১৬টি থেকে লাফিয়ে ৩৩টি-তে পৌঁছেছে। ডায়মন্ড ক্রসিং পুনর্নবীকরণ দুই বছর আগে ছিল ৫ টি, গত বছর ০ এবং এ বছর ৩টি-তে পৌঁছেছে। নিউ ওয়েভ SEJ প্রদানের ক্ষেত্রে এক বিশাল অগ্রগতি দেখা গেছে- যা দুই বছর আগে ৮ সেট এবং গত বছর ১১ সেট থেকে বেড়ে এবার ৪৭ সেট হয়েছে। রেল জয়েন্ট ওয়েল্ডিংয়ের সংখ্যা দুই বছর আগের ৯৭৪টি এবং গত বছরের ১,১৩৭টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২,৬৪৩টি হয়েছে। ট্র্যাক ডি-স্ট্রেসিং দুই বছর আগের ৩৮.৬৭ ট্র্যাক কিমি এবং গত বছরের ৮৮.৯৬৩ ট্র্যাক কিমি থেকে প্রসারিত হয়ে ১০১.৮৫ ট্র্যাক কিমি হয়েছে। অন্যদিকে, প্লেইন ট্র্যাক ট্যাম্পিং দুই বছর আগে ৪৭২.৫৫ ট্র্যাক কিমি, গত বছর ৩৫০.৮৩ ট্র্যাক কিমি এবং এ বছর ৪৫৮.৩৫ ট্র্যাক কিমি রেকর্ড করা হয়েছে। USFD রেল টেস্টিং দুই বছর আগের ১১৯১.২২২ ট্র্যাক কিমি এবং গত বছরের ১৩৪৩.৩৭ ট্র্যাক কিমি থেকে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৪১.৭২ ট্র্যাক কিমি-তে পৌঁছেছে। সবশেষে, ট্যাম্পিং টার্নআউট দুই বছর আগে ২৪৮টি, গত বছর ১৪৩টি এবং এই ত্রৈমাসিকে ৯১টি রেকর্ড করা হয়েছে। স্বাচ্ছন্দ্যের এই উন্নতি শুধু রেললাইনেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং জনসাধারণের নিরাপত্তা ও স্থানীয় সুবিধার জন্য বেশ কিছু কাঠামোগত উন্নয়নও সম্পন্ন করা হয়েছে। লেভেল ক্রসিং গেট নং ১৭ এবং ০৮-এ লেভেল ক্রসিংগুলি চিরতরে দূর করতে ২টি লিমিটেড হাইট সাবওয়ে বসানো হয়েছে, যার ফলে সড়ক পথের যাত্রীরা আরও নিরাপদ ভ্রমণ করতে পারবেন। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করতে বরাকারে ১৪০ টি অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করা হয়েছে। স্টেশনে যাত্রী সুরক্ষার স্বার্থে জামতারা, সীতারামপুর এবং মধুপুরে ৩টি পরিত্যক্ত ফুট ওভার ব্রিজ ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং বিদ্যাসাগর স্টেশনে একটি ফুট ওভার ব্রিজের জন্য সম্পূর্ণ নতুন গার্ডার লঞ্চিং সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এই জোন দুর্গাপুর এবং আসানসোলে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স -এর মহিলা ব্যারাকের কমিশনিং সম্পন্ন করেছে। এছাড়াও কুলটি ও বরাকারের মধ্যবর্তী ৯এ নম্বর রোড ওভার ব্রিজ ভেঙে ফেলার মাধ্যমে সড়কের একটি বড় যানজটের সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। আমাদের মূল লক্ষ্য তিনটি স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীলঃ নিরাপদ ট্র্যাক, মসৃণ যাত্রা এবং একটি সুরক্ষিত ভবিষ্যত, জানিয়েছেন পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, পুরনো কাঠামো অপসারণ এবং অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সম্পদের পুনর্নবীকরণ করার মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত করছি যেন ট্রেনগুলি সর্বোচ্চ গতিতে নিরাপদে চলতে পারে-যার সরাসরি প্রতিফলন ঘটবে যাত্রীদের আরও নির্ভরযোগ্য ও আরামদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতায়।

রাজ্যের উদ্যোগে দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ 'গদাধর ক্যানেল' সংস্কারের কাজ শুরু করল সেচ দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৩ জুলাই ঃ প্রতি বর্ষায় দুর্ভোগে এবার ইতি টানতে চলেছে! জলের জমার দুর্ভোগে ইতি টানতে বড় পদক্ষেপ প্রশাসনের। আর জল জমবে না শহরে। ফলে আশায় বুক বাঁধছেন শহরবাসী। জল জমার যন্ত্রণা এবার হয়ত শেষের পথে। গদাধর ক্যানেল সংস্কারে স্বস্তির আশায় জলপাইগুড়িবাসী। বর্ষা এলেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে শহরের একাধিক এলাকা। এই চিরচেনা সমস্যার সমাধানে অবশেষে বড় পদক্ষেপ নিল সেচ দফতর। শুরু হয়েছে জলপাইগুড়ি শহরের গুরুত্বপূর্ণ গদাধর ক্যানেলের সংস্কার ও পরিস্কার কাজ। আর এই উদ্যোগে স্বস্তির হাওয়া ফিরেছে শহরবাসীর মুখে। জানা গেছে, জলপাইগুড়ি পৌরসভার প্রায় ২৫ টি ওয়ার্ডের নর্দমার জল এবং বৃষ্টির জল এই ক্যানেলের মাধ্যমেই নিষ্কাশিত হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ক্যানেলের মধ্যে জমে থাকা আবর্জনা ও নোংরার স্তূপের কারণে জল বেরোনোর পথ কার্যত বন্ধ হয়ে পড়েছিল। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই শহরের রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয়ে যেত। এবার সেই সমস্যা দূর করতেই ক্যানেলের সম্পূর্ণ পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই জেসিবি মেশিন এনে ক্যানেলের চারপাশে জমে থাকা আবর্জনা সরানোর কাজ শুরু করে সেচ দফতর। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু অংশ পরিষ্কার করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের দাবি, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই পুরো কাজ শেষ হবে! প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এই ক্যানেল পরিষ্কার হয়ে গেলে শহরের জমা জল সহজেই শহরের পাঙ্গা নদী হয়ে বাংলাদেশে পৌঁছে যাবে। ফলে জল জমার সমস্যা অনেকটাই কমবে এবং বর্ষাকালে জল জমার দুর্ভোগ থেকে মুক্তি মিলবে

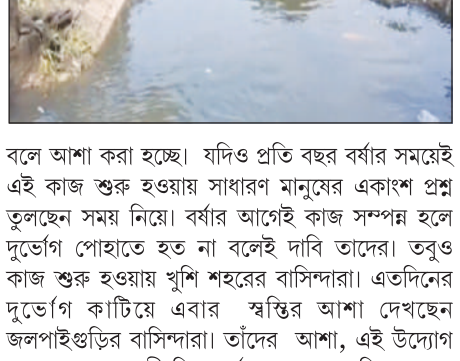

বলে আশা করা হচ্ছে। যদিও প্রতি বছর বর্ষার সময়েই এই কাজ শুরু হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে একাংশ প্রশ্ন তুলছেন সময় নিয়ে। বর্ষার আগেই কাজ সম্পন্ন হলে দুর্ভোগ পোহাতে হত না বলেই দাবি তাদের। তবুও কাজ শুরু হওয়ায় খুশি শহরের বাসিন্দারা। এতদিনের দুর্ভোগ কাটিয়ে এবার স্বস্তির আশা দেখছেন জলপাইগুড়ির বাসিন্দারা। তাঁদের আশা, এই উদ্যোগ সফল হলে আগামী দিনে বর্ষা আর ভোগান্তির কারণ হবে না, বরং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বজায় রাখা অনেকটাই সহজ হয়ে উঠবে।

কীর্ণাহারে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান রেলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৩ জুলাই ঃ বীরভূম জেলার কীর্ণাহার স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেলের জমিতে গড়ে ওঠা অবৈধ পরিকাঠামো উচ্ছেদ করতে অভিযানে নামল রেল কর্তৃপক্ষ। জানা গেছে, সোমবার সকাল থেকেই স্টেশন চত্বরে জেসিবি নামিয়ে দোকানপাট ভাঙার কাজ শুরু হয়। কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এলাকা জুড়ে মোতায়েন করা হয়েছিল রেল পুলিশ। রেল সূত্রে খবর, স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই বেশ কিছু অবৈধ দোকান ও স্থায়ী পরিকাঠামো গড়ে উঠেছিল। রেলের পক্ষ থেকে আগেই দোকানদারদের এলাকা খালি করার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। বেঁধে দেওয়া সেই সময়সীমার মধ্যেই ব্যবসায়ীরা তাঁদের দোকানের সামগ্রী সরিয়ে নিয়েছিলেন। ফলে প্রাথমিক পর্যায়ের এই উচ্ছেদ অভিযানে রেল কর্তৃপক্ষকে কোনও বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। রেল সূত্রে জানা গেছে, রেলের জমি দখলমুক্ত করতে এবং স্টেশন চত্বরের নিরাপত্তার স্বার্থেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

প্রবল বর্ষণে ফুঁসছে তিস্তা, জলের তলায় ডুবে বহু আবাদি জমি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ জুলাই ঃ রবিবার রাতভর মুষলধারে বৃষ্টিপাতের জেরে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে তিস্তা- সহ উত্তরবঙ্গের একাধিক নদী। জলস্তর বিপদসীমা ছুঁয়েছে। যার জেরে তিস্তার জল হু হু করে ঢুকে পড়ে চাঁপাডাঙ্গা পঞ্চায়েতের উত্তর বাসুসুবা, কেরানিপাড়া, মাস্টার পাড়া সহ বিস্তীর্ণ গ্রামীণ এলাকায়। টানা বৃষ্টির জেরে বিঘার পর বিঘা আবাদি জমি এখন সম্পূর্ণ জলের তলায়। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমন ধানের বীজতলা। কৃষকদের আশঙ্কা, দীর্ঘক্ষণ বীজতলা জলের তলায় ডুবে থাকলে সমস্ত চারাগাছ পচে নষ্ট হয়ে যাবে। চলতি মরশুমে চাষের ভবিষ্যত নিয়ে চরম উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছেন এলাকার কয়েকশো কৃষক পরিবার। সোমবার ভোর থেকেই দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সোমবার ভোররাত থেকেই তিস্তা বাজার এলাকায় রাজ্য সড়কের একটি বড় অংশ নদীর জলের তলায় চলে যায়। ফলে ঘুম, জোরবাংলো এবং তিস্তা বাজার হয়ে কালিম্পং যাতায়াতের এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটিতে সমস্ত রকম যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আকস্মিক এই জল বৃদ্ধিতে রাস্তার দু'দিকে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বহু যানবাহন। এর জেরে চরম ভোগান্তির শিকার হন স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকরা। অন্যদিকে, অবিরাম বর্ষণে জলমগ্ন হয়ে পড়ল আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি এবং হ্যামিল্টনগঞ্জের বিস্তীর্ণ এলাকা। কালচিনির গোদামলাইন এবং স্টেশন লাইন এলাকার পরিস্থিতি সবচেয়ে উদ্বেগজনক। একনাগাড়ে বৃষ্টির জেরে জলস্তর দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে বাসিন্দাদের বাড়ির ভিতরে জল ঢুকতে শুরু করেছে। এছাড়াও, হ্যামিল্টনগঞ্জের সুভাষপল্লি-সহ একাধিক এলাকার অবস্থা শোচনীয়। নিকাশি বেহাল হওয়ার কারণে নর্দমাগুলো আবর্জনায় ভরাট হয়ে রয়েছে। ফলে জল সরতে না পেরে হ্যামিল্টনগঞ্জের প্রধান সড়কগুলোর ওপর দিয়ে বইছে বৃষ্টির জল। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা। সেই কারণে সামান্য বৃষ্টিতেই জলমগ্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও কোনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি।

এসবিআই পিএ ষষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত ডোমজুড়ে

সোমনাথ চক্রবর্তী, হাওড়া, ১৩ জুলাই ঃ SBI PA ষষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ

সভা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হলো হাওড়ার ডোমজুড়ে। একইসঙ্গে পেনশনার্স মিট ও অনুষ্ঠিত হলো। উপস্থিত ছিলেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ডোমজুড় ব্রাঞ্চ ম্যানেজার অরবিন্দ কুমার সিং, বেঙ্গল সার্কেল এর অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অশোক কুমার দত্ত, সম্পাদক দীপক কুমার বসু, ডোমজুড় ব্রাঞ্চ ম্যানেজার অরবিন্দ কুমার সিং, দেবীপ্রসাদ সিংহ রায়, বিমল কুমার সাঁতরা, সমরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, রথীন মুখার্জি প্রমুখ। সভায় সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন এস বি আই পিএ- র ডোমজুড় কম্পোজিট ইউনিটের সম্পাদক প্রবোধকুমার আদক এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাণীকুমার কর। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন ইউনিটের সম্পাদক প্রবোধকুমার আদক এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাণী কুমার কর।

জীবন যুদ্ধে লড়াকু সংগ্রামী রূপা রথ তৈরি করে অভাবী সংসার চালাচ্ছেন

মলয় সুর, হুগলি, ১৩ জুলাই ঃ এ এক অনন্য লড়াইয়ের কাহিনী, বাংলায় একটি প্রবাদ বাক্য আছে, 'যে রাঁধে, সে চুলও বাঁধে'। সংসারের হাল ধরতে নিজ হাতে রথ তৈরি করে বিক্রি করছেন চুঁচুড়া রবীন্দ্রনগর বাজারে রূপা

চক্রবর্তী । এই দোকানটি তাঁর বাবা রনজিত চক্রবর্তী তাঁকে দিয়েছিলেন। এটি ১৯৮৪ সালের দোকান। প্রায় ২০ বছর ধরে রথ তৈরি করে পাইকারী ও খুচরো বিক্রি করছেন রূপা দেবী। তাঁর রথ কিনতে বহু দূর দূরান্ত থেকে আসেন। জেলা ও জেলার বাইরে দোকানদাররা নিয়ে যান। যেমন - শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া, চন্দননগর, ব্যান্ডেল, জিরাট, ভদ্রেশ্বর। আবার দিল্লী, মহারাষ্ট্রে ও লোকেরা নিয়ে যান। এ কাজে তাঁকে সহযোগিতা করেন স্বামী তপন চক্রবর্তী। এই রথ আম কাঠ দিয়ে বানানো হয়, যাতে সহজেই ঘুন ধরে না যায়। রথের সরঞ্জাম জোগাড় করতে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। এখানকার তৈরি রথ খুবই মজবুত হয়, সহজেই ভেঙে যায় না। এই প্রসঙ্গে রূপা দেবী বলেন, বিভিন্ন দামের রথ তৈরি হচ্ছে, ৬০ টাকা থেকে শুরু তারপর ৩০০ টাকা পর্যন্ত। আর্থিক অনটনের কারণে সংসারের হাল ধরতে কাঁধে এই দায়িত্ব নিয়েছেন । তার এক ছেলে রাজ চক্রবর্তী কোন্নগর হীরালাল পাল কলেজে পড়ছেন। মেয়ে টিনা সাহা চক্রবর্তীর বিয়ে হয়ে গেছে। তাঁদের বাড়ি চুঁচুড়া কোদালিয়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের নিকট । সারাটা বছর তিনি বিভিন্ন উৎসবে জিনিষ বিক্রি করেন যেমন- রথের পর স্বাধীনতা দিবসের পতাকা বিক্রি এবং জন্মাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্র বিক্রি, রাখী তৈরী প্রভৃতি । তবে বছরের এই সময়ে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েন এই রথ তৈরীর কাজে। সামনেই রথ উৎসবে ছোটদের শৈশবের রথের চাহিদা পূরণ করবেন তিনি।

পশ্চিম মেদিনীপুরে পৃথক দুর্ঘটনায় ৫ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর , ১৩ জুলাই ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরে রবিবার পৃথক পৃথক ঘটনায় সড়ক দুর্ঘটনা, বিষাক্ত গ্যাস এবং জাতীয় সড়কে গরুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ঘটনা সামনে এসেছে। এই সমস্ত ঘটনায় মোট পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। নারায়ণগড় থানা এলাকার কুসুমপুর অঞ্চলে পক্তাপোল- দশগ্রাম গ্রামীণ সড়কে রবিবার মোটরসাইকেল ও পণ্যবাহী ইঞ্জিন ট্রলির মুখোমুখি সংঘর্ষে সবং থানা এলাকার ডাঁড়রা গ্রামের বাসিন্দা প্রশান্ত পাড়ীর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। এই দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী অপর এক ব্যক্তি এবং ইঞ্জিন ট্রলির চালক আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে পুলিশ আহতদের মকরামপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করে এবং দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহন দুটিকে বাজেয়াপ্ত করে তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে, চন্দ্রকোণা-২ ব্লক এলাকার কৃষ্ণপুর অঞ্চলের গোয়াডাঙা গ্রামে একটি বাড়ির শৌচাগারের সেপটিক ট্যাঙ্কে কাজ করার সময় বিষাক্ত গ্যাসের কবলে পড়ে বাবা ও ছেলের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় আরও দুজন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, যাদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক অনুমান, ট্যাঙ্কে জমে থাকা বিষাক্ত গ্যাসের কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে, দাঁতনের ঘোলাই মোড় সংলগ্ন ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি দ্রুতগামী ভারী গাড়ির ধাক্কায় একটি গরুর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে বজরং দলের কর্মীরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। অবরোধের কারণে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়। খবর পেয়ে দাঁতন থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। স্থানীয় বাসিন্দারা জাতীয় সড়কে ভারী যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের দাবি জানিয়েছেন।

মেদিনীপুরে প্রথম শ্রেণীর শিশুকে যৌন হেনস্থা! অভিভাবকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ১৩ জুলাই ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুরে প্রথম শ্রেণীর এক শিশুকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে! সোমবার স্কুলের গেট বন্ধ করে অবস্থান বিক্ষোভ বসেন অভিভাবকরা। দোষীর শাস্তির দাবিতে সরব হন অভিভাবকরা। প্রথম শ্রেণির এক শিশুর বিরুদ্ধে যৌন নিগ্রহের ঘটনায় এসপি পাপিয়া সুলতানা বলেন, যেহেতু আক্রান্ত একটি শিশু, তাই আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করতে চাই না। আমরা অবিলম্বে শিশুকে নিগ্রহের ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করেছি। আমরা সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা ও বাজেয়াপ্ত করেছি এবং পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য তা পাঠিয়েছি। আমরা স্কুল কর্তৃপক্ষকে বেশ কিছু নির্দেশনা দিচ্ছিঃ পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা শৌচাগার নির্ধারণ করতে হবে শৌচাগারে আসা-যাওয়া পর্যবেক্ষণের জন্য বাইরে ক্যামেরা বসাতে হবে এবং কোনও শিশু অসুবিধায় পড়লে তাকে সহায়তা করার জন্য শৌচাগারের বাইরে একজন সহায়তাকারী বা অ্যাটেনডেন্টকে নিয়োজিত রাখতে হবে। কর্মীদের অতীত ইতিহাস বা ব্যাকগ্রাউন্ড ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করার পরেই তাদের নিয়োগ দেওয়া হবে। ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে আমরা সব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করব। নির্যাতিতা শিশুর মা বলেন, আমার ছেলের বয়স ছয় বছর সে শুক্রবার স্কুলে গিয়েছিল। তাকে নিয়ে আসার সময় সে কিছু একটা বলতে চায়। সে আমাকে একটি বিব্রতকর কথা বলতে চায়। বাড়ি ফেরার পর সে জানায় যে, ছেলেদের টয়লেটের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিটি দরজা বন্ধ করে তাকে যৌন নিপীড়ন করেছিল। আমার ছেলের এক বন্ধু দরজায় কড়া নাড়ার পরই সে তাকে ছেড়ে দেয় তা না হলে দম বন্ধ হয়ে আমার ছেলে জ্ঞানও হারিয়ে ফেলতে পারত। আমরা যখন অভিযোগ জানালাম, তখন অধ্যক্ষ উল্টো অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষ নিলেন। তিনি নিজে পুলিশকে বিষয়টি জানাননি এবং আমাদেরও জানাতে দেননি তাঁর যুক্তি ছিল, এতে স্কুলের বদনাম হবে। অন্য সব অভিভাবক আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন আমরা থানায় অভিযোগ (এফআইআর) দায়ের করি এবং পরবর্তীতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনও পদক্ষেপই নেয়নি। এই অবিচারের প্রতিবাদ জানাতেই সব অভিভাবক এখানে সমবেত হয়েছেন এবং আমরা অধ্যক্ষকে অপসারণের দাবি জানাচ্ছি। সাহায্য করার পরিবর্তে শিক্ষকরা আপত্তিকর মন্তব্য করছেন তাই আমরা ওই শিক্ষকদেরও বরখাস্ত করার দাবি করছি।

রাজ্যের উদ্যোগে ঐতিহ্যবাহী জিয়াগঞ্জ মিশন হাসপাতাল খুলতে চলেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৩ জুলাই ঃ মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ শহরের ঐতিহ্যবাহী খ্রিস্টীয় সেবা সদন লন্ডন মিশন হাসপাতাল পুনরায় চালুর দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে সরব ছিলেন স্থানীয় মানুষ। অবশেষে সেই দাবিকে সামনে রেখে বড় আশ্বাস দিলেন মুর্শিদাবাদের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী গৌরী শঙ্কর ঘোষ। খুব শীঘ্রই চালু হতে চলেছে এই হাসপাতাল। প্রায় ১৪ একর বা আনুমানিক ৪২ বিঘা জমির উপর অবস্থিত এই ঐতিহাসিক হাসপাতালটি ১৮৯৪ সালে লন্ডন মিশনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। একসময় লন্ডন থেকে আসা চিকিৎসকদের মাধ্যমে এখানে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হত। মুর্শিদাবাদ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ, বিশেষ করে একাধিক বিধানসভা এলাকার বাসিন্দারা এই হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। পরবর্তীতে নানা কারণে হাসপাতালটির পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। ২০০৬ সালে তৎকালীন বাম পরিচালিত জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পৌরসভার উদ্যোগে হাসপাতালটি পুনরায় চালু করা হয়েছিল। আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম, এক্স-রে মেশিনসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতিও কেনা হয়েছিল। কয়েক বছর পরিষেবা সচল থাকলেও ২০১৬-১৭ সালের পর আবার হাসপাতালটি বন্ধ হয়ে পড়ে। কোভিড মহামারির সময় কিছুদিন কোভিড হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে বিশাল ভবন ও পরিকাঠামো কার্যত পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে হাসপাতাল পুনরুজ্জীবনের দাবিতে স্থানীয় মানুষের প্রত্যাশা আরও বেড়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগেই হাসপাতাল পুনরায় চালু হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন গৌরী শঙ্কর ঘোষ। সেই মতো রাজ্যে মন্ত্রীসভায় স্থান পেতেই গৌরী বাবুর দাবি এক বছরের মধ্যেই চালু হবে এই হাসপাতালটি। গৌরী শঙ্কর ঘোষ বলেন, ভোটের আগে আমরা মানুষকে কথা দিয়েছিলাম যে লন্ডন মিশন হাসপাতাল আবার চালু করা হবে। এই হাসপাতাল চালু করার ক্ষেত্রে আমাদের সরকারের দায়বদ্ধতা রয়েছে। আমি মানুষের কাছে এক বছর সময় চেয়েছিলাম। বর্তমানে স্বাস্থ্য মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেঃদু অধিকারীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, এক বছর নয়, তারও আগেই এই হাসপাতাল জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া সম্ভব হবে। মন্ত্রী আরও জানান, হাসপাতালটি পুনরায় চালু হলে জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ-সহ গোটা মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষ উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ পড়ে থাকা এই ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানকে নতুন রূপে ফিরিয়ে আনতে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে বলেও তিনি দাবি করেন। মন্ত্রীর এই আশ্বাস শুনতেই এখন আশায় বুক বাঁধছেন এলাকার বাসিন্দারা । আবার ব্রিটিশ আমলের এই হাসপাতালটি চালু হলেই উপকৃত হবেন জিয়াগঞ্জ শহরবাসী। এখন জিয়াগঞ্জ ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের নজর একটাই প্রশ্নে- প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কবে আবার চিকিৎসার আলো জ্বলবে ঐতিহ্যবাহী লন্ডন মিশন হাসপাতালের প্রাঙ্গণে?

এদিন মেখলিগঞ্জ সদর হাসপাতালে বহুল প্রত্যাশিত ব্লাড ব্যাংকের শিলান্যাস করলেন মেখলিগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক দধিরাম রায় । উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের ও জনপ্রিয় সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসক অতনু কুমার মণ্ডল, মেখলিগঞ্জ সদর হাসপাতালের সুপার এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

নাবালিকা মৃত্যুর প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে গ্রেফতার পাত্রসায়ের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৩ জুলাই ঃ বাঁকুড়ায় তৃণমূলের দাপুটে নেত্রী তথা পাত্রসায়ের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূরবী দত্ত মল্লিককে রবিবার রাতে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার তাঁকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। গত ৩০ মার্চ স্থানীয় এক নাবালিকার মৃত্যুর ঘটনার তথ্য-প্রমাণ লোপাট করা এবং মৃতার পরিবারকে পাত্রসায়ের থানায় অভিযোগ জানাতে বাধা দেওয়ার বিষয়ে সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে পূরবী দেবীর বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, পূরবী দেবী তৃণমূলের নেত্রী ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হওয়ার পাশাপাশি তাঁর স্বামী সুব্রত দত্ত দলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি হওয়ার কারণে এলাকায় তাঁর দাপট ছিল তুঙ্গে। ভয়ে কেউ তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পারতেন না। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে যে, গত ৩০ মার্চ, ২০২৬ পাত্রসায়েরে এক নাবালিকার রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। সেসময় অভিযোগের আঙুল ওঠে স্থানীয় স্টেশন পাড়ার বাসিন্দা রহিত মল্লিক ও তাঁর মা রূম্পা মল্লিকের বিরুদ্ধে। মৃত নাবালিকার পরিবারের লোকেরা পাত্রসায়ের থানায় লিখিত অভিযোগ জানাতে চাইলেও পূরবী দেবী নিজের প্রভাব খাটিয়ে তা করতে দেননি বলে অভিযোগ। এমনকি প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে অস্বাভাবিক মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও ময়নাতদন্ত করতে না দিয়ে তড়িঘড়ি দেহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। রাজ্যে সরকার বদলের পর মৃতার পরিবার পাত্রসায়ের থানায় নতুন করে অভিযোগ জানালে পুলিশ রহিত মল্লিক ও রূম্পা মল্লিককে শনিবার গ্রেফতার করে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই এই ঘটনায় পূরবী দেবীর নাম উঠে আসে। তিনি যে সরাসরি এই বিষয়ে যুক্ত ছিলেন, তা ধৃতরা স্বীকার করে। এরপর রবিবার রাতে পূরবী দেবীকে পাত্রসায়ের থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। এই বিষয়ে স্থানীয় তৃণমূলের পক্ষ থেকে এখনও কোনো প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil) Br.-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/126/006/26-27

Name of work : **Improvement of road by laying Hot-Mix at Ananda Nagar, C-Block near Pre. No. C25/25B in Ward No. 126**; Estimated Cost : ₹ **2,90,314.13 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**.

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/126/005/26-27/UTTARAN

Name of work : **Maint. of surface drain at bye lanes of Ananda Nagar, C-Block slum area near Pre. No. C25/19/14 in Ward No. 126**; Estimated Cost : ₹ **2,90,309.22 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**.

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/124/006/26-27

Name of work : **Restoration of trench due to laying of U.G. sewer line at M.G. Road bye lane road near Pre. No. 306B in Ward No. 124**; Estimated Cost : ₹ **2,92,583.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**.

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/124/005/26-27

Name of work : **Improvement of damage road disturbed due to laying of U.G. sewer line at Das Para bye lane road near Pre. No. 279C in Ward No. 124**; Estimated Cost : ₹ **2,92,780.81 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 1 to 4)**; Last date and time of submission of bid : **23.07.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 4)**; The tender will be opened on : **25.07.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 4)**; The bid forms and other details are available on and from **14.07.2026 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 4)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4)**.

The **Executive Engineer (Civil), Br.-III, KMC** invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following work :

NIT No. : KMC/EE-III/32/3/26-27

Name of work : **Repairing of damaged road surfaces at 20/22A, 20/21 B.B. Ghosh Sarani, 28/1 M.P. Road, 121/11 MM Road and different places in Ward No. 32**; Estimated Cost : ₹ **2,60,026.00**; Earnest Money : ₹ **5,300.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **24.07.2026 upto 12 Noon**; Date and time of opening of tender : **27.07.2026 after 12 Noon**; The bid forms and other details shall be available on and from **14.07.2026 (5 pm)** from the website **https://wbetenders.gov.in**

The **Dy. C.E. (M) (S&D), KMC** invites e-tender online percentage two bid system for the following work :

NIT No. : KMC/PBPS/AD/M-9/2026-2027

Name of work : **Thorough repairing, servicing and replacement of worn out spare parts of DWF Pump Unit No. I having 20 Cusec capacity with other allied works at PDPS under PBPS (Drg.)/S&D**; Estimated Cost : **Quotation**; Earnest Money : ₹ **2% of Quoted Rate**; Period of completion : **16 Days**; Last date and time of submission of bid : **25.07.2026 upto 3 pm**; The bid forms and other details are available on and from **15.07.2026 (10 am)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. Ch. Engr. / (SWM-II), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :

NIT No. : KMC/SWM-II/E/26-27/04

Name of work : **Annual maintenance of 11 number water purifier cum cooler (Capacity-80 Ltr.) at Ward No. 107, 109, Br.-I, III, IV, VII Office and dist-I, II, III & pool garage under SWM Department, KMC**; Estimated Amount : ₹ **2,46,620.04**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of completion : **365 Days**; Last date and time of submission of bid : **25.07.2026 (5 pm)**; The bid forms and other details are available on and from **15.07.2026 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in** 223/26-27

দেশের খবর

‘নামের বানান ভুলে কেউ বিদেশি নয়’ নাগরিকত্ব যাচাইয়ে স্বচ্ছতা ও ন্যায়সঙ্গত প্রক্রিয়ার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই ঃ সরকারি নথিতে নামের সামান্য বানান ভুল, টাইপিং ত্রুটি বা প্রযুক্তিগত অসঙ্গতির ভিত্তিতে কাউকে বিদেশি ঘোষণা করা যায় না- নাগরিকত্ব সংক্রান্ত এক গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানিতে এমনই তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করল সুপ্রিম কোর্ট। আদালত জানিয়েছে, নাগরিকত্ব একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। তাই এই সংক্রান্ত প্রতিটি সিদ্ধান্ত হতে হবে তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে, সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত প্রক্রিয়ায়। একই সঙ্গে অসমের ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের বিদেশি ঘোষণার মুখে পড়া ২৭ জন আবেদনকারীকে সাময়িক স্বস্তি দিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপে স্থগিতাদেশ জারি করেছে দেশের শীর্ষ আদালত।

সোমবার বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয়। শুনানিতে আদালত স্পষ্ট জানায়, কোনও ব্যক্তির সরকারি নথিতে নামের বানান বা টাইপিংয়ের সামান্য ভুলকে একমাত্র ভিত্তি করে তাঁকে বিদেশি ঘোষণা করা আইনসম্মত নয়। নাগরিকত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সমস্ত নথি ও প্রমাণ সামগ্রিকভাবে বিচার করতে হবে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, প্রশাসনিক বা প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে কোনও প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক যেন হয়রানির শিকার না হন, তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। একই সঙ্গে নাগরিকত্ব যাচাইয়ের পুরো প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা বজায় রাখার ওপরও জোর দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। অসমের ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল ২৭ জন ব্যক্তিকে বিদেশি ঘোষণা করেছিল। ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদনকারীরা প্রথমে গুয়াহাটি হাই কোর্টে যান। তবে সেখানেও তাঁরা কোনও স্বস্তি পাননি। এরপর তাঁরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। আবেদনকারীদের দাবি, তাঁরা নিজেদের ভারতীয় নাগরিক হিসেবে প্রমাণ করার জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি জমা দিয়েছিলেন। এর মধ্যে ছিল ১৯৭১ সালের আগের ভোটার তালিকা, জমির দলিল, পারিবারিক বংশতালিকা-সহ বিভিন্ন সরকারি রেকর্ড। তবুও নথিতে নামের সামান্য অমিল, বানানগত ত্রুটি কিংবা প্রযুক্তিগত অসঙ্গতিকে ভিত্তি করে তাঁদের বিদেশি ঘোষণা করা হয়। শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, যারা প্রকৃত অর্থে ভারতীয় নাগরিক নন, তারা যেন জাল নথি বা প্রতারণার মাধ্যমে নাগরিকত্ব লাভ করতে না পারেন, তা নিশ্চিত করা সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। এই বিষয়ে সরকারের উদ্বেগ এবং সতর্কতাকে আদালত সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে একই সঙ্গে আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, এই দায়িত্ব পালনের নামে কোনও নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি অবিচার করা যাবে

না। নাগরিকত্ব যাচাইয়ের উদ্দেশ্য কখনও এমন হওয়া উচিত নয়, যাতে প্রকৃত নাগরিকরা শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত হন। আদালতের মতে, প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হওয়া উচিত সত্য উদঘাটন করা, ভুল খুঁজে মানুষকে শাস্তি দেওয়া নয়। মামলার শুনানির পর সুপ্রিম কোর্ট অসমের ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল এবং গুয়াহাটি হাই কোর্টের সংশ্লিষ্ট নির্দেশের ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেছে। আদালত নির্দেশ দিয়েছে, পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত ওই ২৭ জন আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনও ধরনের কঠোর বা জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। এই নির্দেশের ফলে আপাতত তাঁরা আইনি সুরক্ষা পেলেও আদালত স্পষ্ট করেছে যে তাঁদের ভারতীয় নাগরিকত্ব এখনও চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়নি। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, আবেদনকারীরা ভারতীয় নাগরিক কি না, সেই প্রশ্নে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালকে নতুন করে সমস্ত নথি, তথ্য ও প্রমাণ নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষা করতে হবে। শুধুমাত্র নামের বানান বা টাইপিংয়ের মতো প্রযুক্তিগত ত্রুটির ভিত্তিতে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। বরং আবেদনকারীদের উপস্থাপিত প্রতিটি নথি, পারিবারিক সম্পর্ক, ভোটার তালিকা, জমির রেকর্ড এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। এই মামলার মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি স্পষ্ট করেছে-নাগরিকত্ব নির্ধারণের মতো সংবেদনশীল বিষয়ে কেবল প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা নথিগত ছোটখাটো অসঙ্গতি কোনও ব্যক্তির ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে না। বিচারব্যবস্থার মূল ভিত্তি হল ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা এবং তথ্য-প্রমাণের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পর্যবেক্ষণ ভবিষ্যতে নাগরিকত্ব সংক্রান্ত মামলাগুলির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে। কারণ এতে একদিকে যেমন অবৈধভাবে নাগরিকত্ব অর্জনের বিরুদ্ধে সরকারের দায়িত্বের কথা পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে, অন্যদিকে প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের অধিকার রক্ষার বিষয়টিও সমান গুরুত্ব পেয়েছে। সর্বোচ্চ আদালতের এই পর্যবেক্ষণ স্পষ্ট করে দিয়েছে, নাগরিকত্ব সংক্রান্ত প্রতিটি সিদ্ধান্তে আইনের শাসন, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নিরপেক্ষ বিচারই হবে সর্বাগ্রে। কোনও ব্যক্তিকে বিদেশি ঘোষণা করার আগে সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি ও প্রমাণ সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করা এবং ন্যায্য প্রক্রিয়া অনুসরণ করাই হবে বিচার ও সংবিধানের মূল চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পথ।

রাম মন্দির অনুদান বিতর্কে নড়েচড়ে বসল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি,১৩ জুলাই ঃ অযোধ্যার রাম মন্দিরে অনুদান সংক্রান্ত আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ ঘিরে দেশজুড়ে বিতর্কের আবহে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ বিশেষ তদন্তকারী দল-এর কাছে তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছে। একই সঙ্গে কেন্দ্র সরকার, উত্তরপ্রদেশ সরকার এবং শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টকে নোটিস জারি করে তাদের অবস্থান জানাতে নির্দেশ দিয়েছে। এই মামলায় দায়ের হওয়া একাধিক আবেদনে অনুদান সংক্রান্ত অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। আবেদনকারীদের একাংশ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা -র মাধ্যমে তদন্তের আর্জিও জানিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, এই আবেদনগুলির বিস্তারিত শুনানি আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। শীর্ষ আদালত বিশেষ তদন্তকারী দলকে নির্দেশ দিয়েছে, তদন্তের বর্তমান অবস্থা, এ পর্যন্ত কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং কীভাবে সিট গঠন করা হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রিপোর্ট আকারে আদালতে জমা দিতে হবে। আদালতের এই নির্দেশের ফলে মামলার তদন্ত প্রক্রিয়া এখন সরাসরি বিচারবিভাগের নজরদারির আওতায় চলে এল বলে মনে করছে আইন মহলের একাংশ। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরও তীব্র হয়েছে।

NAME CHANGE

I, Mo Mintu Fakir (Old Name) S/O– Late Jahan Ali fakir resident of Vill-Ramkrishnapur , Po-Fatepur , Ps-Hili , Dist-South Dinajpur , West Bengal, Pin-733126 do hereby declared that I have changed my name from Mo Mintu Fakir to Mohammad Mintu Fakir and henceforth I shall be known as Mohammad Mintu Fakir (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 13/07/2026. My name Mohammad Mintu Fakir & Mo Mintu Fakir both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Sabina Khatun (Old Name) W/O–Sakaman Ali resident of Vill-Ustia , Po-Muktinagar , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Sabina Khatun to Mosa Sabina Bibi and henceforth I shall be known as Mosa Sabina Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 13/07/2026. My name Mosa Sabina Bibi & Sabina Khatun both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mintu Fakir (Old Name) S/O–Late Jahan Ali fakir resident of Vill-Ramkrishnapur , Po-Fatepur , Ps-Hili , Dist-South Dinajpur , West Bengal, Pin-733126 do hereby declared that I have changed my name from Mintu Fakir to Mohammad Mintu Fakir and henceforth I shall be known as Mohammad Mintu Fakir (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 13/07/2026. My name Mohammad Mintu Fakir & Mintu Fakir both are same and one identical person

NAME CHANGE

I (old name) Palita Saha Bhattacharjee D/O Ananda Gopal saha Residing at Goalpara Santiniketan, Pin-731235 shall henceforth be known as Palita Saha as declared before the first Class Judicial Magistrate Bolpur court,Birbhum vide affidavit no 1076/2002 and Dated-17/06/2026 (old name) Palita saha Bhattacharya and palita Saha both are same identical person.

NAME CHANGE

I, Khadarakha Seikh (Old Name) S/O- Halim Sk resident of Digori Mohurul, Anantapur, Nabagram, Murshidabad ,West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Khadarakha Seikh to Khodarakha Seikh and henceforth I shall be known as Khodarakha Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 13/07/2026 . My name Khodarakha Seikh & Khadarakha Seikh both are same and one identical person

নাম পরিবর্তন

আমি Md Aminul Haque, SO Md Murshed Ali, গ্রামঃ প্রতাপপুর, পোঃ মল্লিকপুর, থানাঃ মাড়গ্রাম, বীরভূম ৭৩১২২৪ পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার এবং বাবার আসল নাম Md Aminul Haque, SO Md Murshed Ali. আমার আসল জন্ম তারিখ ১৫.০১.১৯৬৭. ভুলবশত আমার এবং বাবার নাম Aminul Haque, SO Murshed Ali এবং আমার জন্ম তারিখ ১৬.০১.১৯৬৭ করা হয়েছে ডুপলিকেট WBBSE এডমিড কার্ড এবং মাধ্যমিক শংসাপত্রে। ০৬.০৫.২০২৬ তারিখ Rampurhat জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণীর কোর্টের ৪৫৭৭ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Md Aminul Haque, SO Md Murshed Ali and Aminul Haque, SO Murshed Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Mehernegar Bibi (Old Name) W/O Halim Sk resident of Digori Mohurul, Anantapur, Nabagram, Murshidabad, West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Mehernegar Bibi to Mehennegar Bibi and henceforth I shall be known as Mehennegar Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 13/07/2026 . My name Mehennegar Bibi & Mehernegar Bibi both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Khadarakha Seikh (Old Name) S/O- Halim Sk resident of Digori Mohurul, Anantapur, Nabagram, Murshidabad ,West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Khadarakha Seikh to Khodarakha Seikh and henceforth I shall be known as Khodarakha Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 13/07/2026 .

NAME CHANGE

I, Halir Seikh (Old Name) S/O- Late Iyajuddin Sk resident of Digori Mohurul , Anantapur, Nabagram, Murshidabad, West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Halir Seikh to Halim Sk and henceforth I shall be known as Halim Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 13/07/2026 . My name Halim Sk & Halir Seikh both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Hafiza Bibi (Old Name) W/O –Nur Box resident of Chaksaralpur, Fulpur, Ranitala, Murshidabad, West Bengal, Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Hafiza Bibi to Hafiza Khatun and henceforth I shall be known as Hafiza Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 13/07/2026 . My name Hafiza Khatun & Hafiza Bibi both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Soukat Sk (Old Name) S/O –Late Bhuja Sekh resident of Gayenpara, Gayenpara, Santipur, Nadia, West Bengal, Pin-741404 do hereby declared that I have changed my name from Soukat Sk to Saukat Sekh and henceforth I shall be known as Saukat Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 13/07/2026 . My name Saukat Sekh & Soukat Sk both are same and one identical person

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE

I, Biplab Kumar Saha (Old Name) S/O–Sudhir Kumar Saha Chowdhury resident of Woodburn Road , Po & Ps-Nabadwip , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741302 do hereby declared that I have changed my name from Biplab Kumar Saha to Biplab Kumar Saha Chowdhury and henceforth I shall be known as Biplab Kumar Saha Chowdhury (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Judicial Magistrate Nabadwip court on 02/07/2026. My name Biplab Kumar Saha Chowdhury & Biplab Kumar Saha both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Hasina Momtaz (Old Name) W/O–Md Humayun Kabir resident of S.B Tower Pirojpur , Po-Malda , Ps-Englishbazar , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732101 do hereby declared that I have changed my name from Hasina Momtaz to Mst Hasina Momtaz and henceforth I shall be known as Mst Hasina Momtaz (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 10/07/2026. My name Mst Hasina Momtaz & Hasina Momtaz both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Latiful Sk (Old Name) S/O–Mashiruddin Sk resident of Natun Bazar , Po-Dhuliyan , Ps-Samserganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742202 do hereby declared that I have changed my name from Latiful Sk to Md Latiful Sk and henceforth I shall be known as Md Latiful Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 10/07/2026. My name Md Latiful Sk & Latiful Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sarla Devi Jain (Old Name) W/O–Pawan Kumar Jain resident of Jain Colony , Po-Dhuliyan , Ps-Samserganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742202 do hereby declared that I have changed my name from Sarla Devi Jain to Sarala Jain and henceforth I shall be known as Sarala Jain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 10/07/2026. My name Sarala Jain & Sarla Devi Jain both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Syeda Tamanna Ferdous (Old Name) W/O–Safiqul Islam resident of Vill-Dabkai , Po-Karna Subarna , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742405 do hereby declared that I have changed my name from Syeda Tamanna Ferdous to Tamanna Ferdous and henceforth I shall be known as Tamanna Ferdous (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 09/07/2026. My name Tamanna Ferdous & Syeda Tamanna Ferdous both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jummatan Khatun (Old Name) D/O–Safiulla Sk resident of Vill-Soluadanga , Po-Bezpara , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Jummatan Khatun to Jummatun Khatun and henceforth I shall be known as Jummatun Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Judicial Magistrate affidavit Berhampore court on 19/05/2026. My name Jummatun Khatun & Jummatan Khatun both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kolimuddin Sk (Old Name) S/O–Amiruddin Sekh resident of Vill-Jompukur Schoolpara , Po-Debagram , Ps-Kaliganj , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741137 do hereby declared that I have changed my name from Kolimuddin Sk to Kalimuddin Sk and henceforth I shall be known as Kalimuddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 13/07/2026. My name Kalimuddin Sk & Kolimuddin Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Omela Bibi (Old Name) W/O–Behetter Dewan resident of Vill-Jhilli , Po-Nonadanga , Ps-Khargram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-731241 do hereby declared that I have changed my name from Omela Bibi to Rumela Bibi and henceforth I shall be known as Rumela Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 08/07/2026. My name Rumela Bibi & Omela Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Beauty Raha Das (old name) W/o-Sanjoy Das resident of Vill.-Mustafipara, P.O.-Bongaon, P.S.-Bongaon, PIN-743235, Dist.-North 24 Parganas WB do hereby declare that I have changed my name from Beauty Raha Das (old name) to Beauty Raha(new/correct name) and henceforth I shall be known as Beauty Raha(new/correct name) in all purpose, vide affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Bongaon, North 24 Parganas on 19/06/2026. Beauty Raha Das and Beauty Raha both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ranjan Kumar Mondal, father of Shyamali Mondal, residing at Vill &P.O. Dighalgram, P.S. Haringhata, Dist Nadia do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as Ranjan Mondal in all purpose vide affidavit No. 03/EM/KLY sworn before the 1st class Executive Magistrate at Kalyani on 10/7/2026. Ranjan Kumar Mondal and Ranjan Mondal both are same and one identical person.

তৃণমূল নেতা তীর্থঙ্করকে লক্ষ্য করে ডিম

‘চোর চোর’ স্লোগান তুলে ঢাক পিটিয়ে উচ্ছ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৩ জুলাইঃ পানিহাটির তৃণমূল নেতা তীর্থঙ্কর ঘোষকে গ্রেফতার করেছে খড়দহ থানার পুলিশ। রবিবার রাতে তাঁর গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আর্থিক প্রতারণা, তোলাবাজি, হুমকি এবং রাজনৈতিক হিংসা-সহ একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। গ্রেফতারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই থানার সামনে ভিড় জমান বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের একাংশ। বিক্ষোভের পাশাপাশি ওঠে ‘চোর চোর’ স্লোগান। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, তীর্থঙ্কর ঘোষকে লক্ষ্য করে ডিমও ছোড়া হয়। তীর্থঙ্কর ঘোষ তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষের ছেলে। সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে পানিহাটি কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছিলেন তিনি। তবে নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন। আরজি করের নির্যাতিতা-নিহত তরুণীর মা এবং বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথের কাছে হার মানতে হয় তাঁকে। সেই নির্বাচনের পর থেকেই তীর্থঙ্করকে প্রকাশ্যে খুব একটা দেখা যায়নি। তাঁর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছিল। অভিযোগ রয়েছে, আর্থিক প্রতারণা এবং তোলাবাজির পাশাপাশি একুশ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর এলাকায় হিংসার ঘটনাতেও তাঁর নাম উঠে আসে। এছাড়া স্থানীয় এক বিজেপি নেতার বাড়িতে বোমা হামলার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চালিয়ে রবিবার রাতে তাঁকে গ্রেফতার করে খড়দহ থানার পুলিশ। গ্রেফতারের খবর প্রকাশ্যে আসতেই থানার সামনে জড়ো হন বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের একাংশ। ঢাক-ঢোল বাজিয়ে তাঁরা নিজেদের প্রতিক্রিয়া জানান। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই তীর্থঙ্কর ঘোষের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ থাকলেও এতদিন কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। অবশেষে পুলিশি অভিযানের পর তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করতে থানার সামনে অবস্থান নেন। রবিবার রাতে পুলিশ তীর্থঙ্কর ঘোষকে প্রিজন ভ্যানে তোলার সময় পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিক্ষোভকারীদের একাংশ তাঁর উদ্দেশে ডিম ছুড়ে প্রতিবাদ জানান। পাশাপাশি ‘চোর চোর’ স্লোগানে সরব হন তাঁরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে খড়দহ থানা চত্বরে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে অভিযুক্তকে থানার বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। সোমবার সকালে তাঁকে আদালতে পেশ করার জন্য নিয়ে যাওয়ার সময়ও একই ধরনের বিক্ষোভের ছবি দেখা যায়। আদালতের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার সময় ফের তীর্থঙ্কর ঘোষকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। সেই সময়ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের একাংশ ‘চোর চোর’ স্লোগান দিতে থাকেন। পুলিশ দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং নিরাপত্তার মধ্যেই অভিযুক্তকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়।

বাবা রামদেবের মন্তব্যে নতুন রাজনৈতিক বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই ঃ ‘হিন্দু রাষ্ট্র’ নিয়ে দেশে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের সূত্রপাত করলেন যোগগুরু বাবা রামদেব। তাঁর দাবি, ভারতে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও মুসলিম বা খ্রিস্টানদের ভয়ের কোনও কারণ নেই। কারণ ধর্ম আলাদা হলেও দেশের মানুষের পূর্বপুরুষ এক। এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিরোধী নেতাদের একাংশের অভিযোগ, এমন মন্তব্য সমাজে বিভাজনের পরিবেশ তৈরি করতে পারে। অন্যদিকে রামদেবের বক্তব্যকে সমর্থনও করছেন তাঁর অনুগামীদের একাংশ। এক সাম্প্রতিক বক্তব্যে ২০০৯ সালের একটি ঘটনার উল্লেখ করেন বাবা রামদেব। তিনি জানান, সে সময় উত্তরপ্রদেশের দেওবন্দে একটি মাদ্রাসার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের উদ্দেশে বলেছিলেন, ধর্মীয় পরিচয় ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু ভারতের মানুষের পূর্বপুরুষ এক। তাঁর দাবি, দেশের সকলের ঐতিহাসিক শিকড় একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। রামদেবের কথায়, আমি তখনও বলেছিলাম, আমাদের ধর্ম আলাদা হতে পারে, কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষ এক। তাই ‘হিন্দু রাষ্ট্র’ নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। আমাদের সকলের পূর্বপুরুষই সনাতন আর্য-বৈদিক ঐতিহ্যের অংশ ছিলেন। এখানেই থেমে থাকেননি যোগগুরু। তিনি দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উদ্দেশে বলেন, অনেকেই প্রশ্ন করেন, যদি ভারত হিন্দু রাষ্ট্র হয়, তাহলে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ কী হবে? তাঁর জবাব, নিজের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যকে সম্মান জানালেই কোনও সমস্যা থাকবে না। তিনি আরও বলেন, আপনি দাড়ি রাখবেন না কামাবেন, কী পোশাক পরবেন- সেটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু চরিত্র ও মূল্যবোধ এমন হওয়া উচিত, যা আমাদের পূর্বপুরুষদের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এখনই গ্রেফতার নয় মানসকে, রয়েছে শর্তও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জুলাইঃ গ্রেফতারির আশঙ্কা থেকে আগেই কলকাতা হাইকোর্টের-এর দ্বারস্থ হয়েছিলেন প্রাক্তন সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। অবশেষে স্বস্তি পেলেন তিনি। সবংয়ের প্রাক্তন বিধায়ককে শর্তসাপেক্ষে রক্ষাকবচ দিল আদালত। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য কোর্টের শর্ত, মানুষ ভুঁইয়া সহ বাকিদেরকে গ্রেফতার করা যাবে না। টাকার বিনিময় চাকরি দেওয়ার মামলায় তদন্ত সহযোগিতা করতে হবে। পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে পুলিশের কাছে। সবং এর বাইরে যেতে পারবেন না মানুষ ভুঁইয়া। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে অন্য একজন হলেন মানসবাবু। তৃণমূল জমানায় সেচমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন। তবে, সম্প্রতি দল ছেড়েছেন সবংয়ের সাত বারের বিধায়ক। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে থানায়। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, চাকরি দেওয়ার নাম করে আর্থিক প্রতারণা করেছেন। সবং থানার পুলিশ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বিএনএস-এর ৩১৮(৪)/৬১(২) ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। অভিযোগকারীর দাবি, সেচ দফতরের বাংলোতে চাকরি করে দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তার বিনিময়ে চাওয়া হয় পাঁচ লক্ষ টাকা। চাকরি পাওয়ার পর থেকে খাতায় সই করে অভিযোগকারীর স্ত্রী মার্চ মাসের বেতন হিসেবে প্রায় ১১ হাজার টাকা পেয়েছিলেন। কিন্তু গত ৬ মে কাজে গেলে তাঁকে আর রেজিস্টারে সই করতে দেওয়া হয়নি। চাকরি থেকে বাদ পড়ায় নানান কটূক্তির শিকার হতে হচ্ছে মহিলাকে বলে অভিযোগ করে মামলা দায়ের হয়। এরপরই বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে মামলা দায়ের হয়েছে।

অবৈধ চোলাইয়ের ঠেকে বুলডোজার

নিজস্ব প্রতিবেদক, উলুবেড়িয়া, ১৩ জুলাই ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশের পরই তৎপর হলো পুলিশ। সোমবার উলুবেড়িয়ার হীরাপুর,শাঁখাভাঙা, দাদপুর এলাকায় বুলডোজার দিয়ে অবৈধ চোলাই তৈরির ঠেক গুঁড়িয়ে দিল পুলিশ প্রশাসন। তার ফলস্বরূপ সোমবারই বুলডোজার চালিয়ে একের পর এক অবৈধ চোলাই তৈরির ঠেক ভেঙে দিল স্থানীয় পুলিশ।

অ্যাকাউন্ট তহবিল মামলায় পার্টি করার আর্জি

‘আসল তৃণমূলে’র আবেদন খারিজ হাই কোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জুলাইঃ তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় ঋতব্রতপন্থীদের পার্টি করার অনুমতি-ই দিল না কলকাতা হাই কোর্ট। সোমবার এই সংক্রান্ত মামলায় পক্ষভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন জানালে ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলের আবেদন খারিজ করে দেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। আদালত জানিয়েছে, তৃণমূলের কর্তৃত্বের বিষয়টি যেহেতু নির্বাচন কমিশনের কাছে বিচারাধীন। তাই আদালত এখনই এই বিষয়ের মধ্যে ঢুকতে চায় না। তৃণমূলের একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁদের পক্ষে আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি জানান, এর আগে ৯ জুলাই হাই কোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এই মামলাকারীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে একটা অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ দিয়েছেন। ৭ জুলাই ইডি তিনটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে। এখন পর্যন্ত মোট আটটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। এবং বিষয়টি আমরা বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে আগেই হলফনামা দিয়ে জানিয়েছি। মে মাসের ৪ তারিখের আগে এই অ্যাকাউন্ট থেকেই টাকা নিয়ে নির্বাচনে লড়াই করেছেন প্রার্থীরা। তখন কোনও অভিযোগ ছিল না। ১৮ জুন একটা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯ জুন অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়। একটা রাজনৈতিক দলের কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পুলিশ তিনটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেয়। ৭ জুলাই ফের ইডি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে। যদিও আদালতে ইডির দাবি, তৃণমূলের সব অ্যাকাউন্ট তো আমরা ফ্রিজ করিনি, মাত্র তিনটি অ্যাকাউন্ট। বাকি অ্যাকাউন্টে ১৬৪ কোটি টাকা আছে, সেটা দিয়েই তো দৈনন্দিন কাজকর্ম চলতে পারে। আরও দাবি, অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ না করলে তো টাকা দুবাই বা কেম্যান দ্বীপে পাচার হয়ে যেতে পারে। তারপর তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একইসঙ্গে, আলিপুর আদালতের এক নির্দেশিকা তুলে ধরে মামলাকারীর মামলা দায়েরের অধিকারের অধিকার নিয়েও প্রশ্ন তোলে ইডি। তার প্রেক্ষিতে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও জানতে চান, নিম্ন আদালতের মামলায় এদের (মমতাপন্থী তৃণমূলকে) কি পার্টি করা হয়েছিল কিনা। উত্তরে তৃণমূলের তরফে আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি বলেন, ‘‘গোপন করার কথা হচ্ছে কেন? যেখানে এটা অর্ডার হয়েছে। কাউকে পার্টি করা হয়নি মামলায়।’’ বিচারপতি রাওয়ের আরও প্রশ্ন, নিম্ন আদালতের বিচারকের কি ক্ষমতা আছে কোনও একজন ব্যক্তিকে অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের ক্ষমতা দেওয়ার? ইডি এ ক্ষেত্রে পুলিশের কাছ থেকে রিপোর্ট নিয়েছিল কি না, সেটাও জানতে চান বিচারপতি। ইডি জানায়, সিডিউলড অফেন্সের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা নেই। এদিন দুপক্ষের বক্তব্য শুনে রায়দান স্থগিত রেখেছে আদালত।

আগামী বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ জুলাইঃ আগামী বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষণা করল পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। পর্ষদের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সামনের বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে এই পরীক্ষা। ঐচ্ছিক বিষয়-সহ সমস্ত বিষয়ের পরীক্ষা শেষ হবে আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি। পর্ষদ জানিয়েছে, প্রতিদিন সকাল ১০টা ৪৫ মিনিট থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত পরীক্ষা চলবে। তবে পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে পরীক্ষা শুরুর প্রথম ১৫ মিনিট শুধুমাত্র প্রশ্নপত্র পড়ার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। অর্থাৎ, পরীক্ষার্থীরা খাতায় লেখার জন্য পুরো ৩ ঘণ্টা সময় পাবে। সাধারণ বিষয়ের পরীক্ষা দুপুর ২টোয় শেষ হলেও, বেশ কিছু বিশেষ, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয়ের ক্ষেত্রে সময়সীমায় তারতম্য রয়েছে। পর্ষদের নির্দেশিকা অনুযায়ী তালিকা নীচে দেওয়া হল। সিউয়িং অ্যান্ড নিড্ল ক্রাফ্টঃ এই পরীক্ষাটি সকাল ১০টা ৪৫ মিনিট থেকে শুরু হয়ে চলবে বিকেল ৩টে পর্যন্ত। ভোক্যাল অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টাল মিউজিকঃ এই বিষয়ের পরীক্ষা সকাল ১০টা ৪৫ মিনিট থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চলবে। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনঃ এই বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার জন্য মোট ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট সময় বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে পর্ষদ স্পষ্ট জানিয়েছে, এই বিষয়ের প্র্যাক্টিক্যাল বা ব্যবহারিক পরীক্ষার আয়োজন সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলিকেই নিজেদের দায়িত্বে করতে হবে।

কাটোয়া-ব্যান্ডেল ইএমইউ লোকাল ট্রেনটি সম্প্রসারিত করা হলো

কলকাতা, ১৩ জুলাহঃ রথযাত্রা উৎসবের দিনগুলিতে নবদ্বীপ ধাম ও সংলগ্ন এলাকার যাত্রীদের ’০৩১০১ কলকাতা-খুরদা রোড স্পেশাল’ ট্রেনটির সাথে সংযোগের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ’৩৭৭৫২ কাটোয়া-ব্যান্ডেল ইএমইউ লোকাল’-এর পরিষেবা কলকাতা স্টেশন পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই অনুযায়ী, ১৩, ১৪, ১৫, ২১, ২২ ও ২৩ জুলাই ২০২৬ তারিখে ’৩৭৭৫২ কাটোয়া - ব্যান্ডেল ইএমইউ লোকাল’ ট্রেনটি রাত ৯.১০-এ (২১.১০ ঘণ্টা) ব্যান্ডেল থেকে ছেড়ে রাত ১০.৪০-এ (২২.৪০ ঘণ্টা) কলকাতা স্টেশনে পৌঁছাবে এবং যাত্রাপথের সমস্ত স্টেশনে থামবে।এছাড়া, ’সিওড়াফুলি - তারকেশ্বর ইএমইউ স্পেশাল’ ট্রেনগুলি যথাক্রমে ০৩০৭৪, ০৩০৭৬, ০৩০৭৮, ০৩৮০, ০৩০৮২ ও ০৩০৮৪ নম্বরের পরিবর্তে ০৩০৭৩, ০৩০৭৫, ০৩০৭৭, ০৩০৭৯, ০৩০৮১ ও ০৩০৮৩ নম্বর হিসেবে চলবে এবং বিপরীত দিকে, ’তারকেশ্বর - সিওড়াফুলি ইএমইউ স্পেশাল’ ট্রেনগুলি যথাক্রমে ০৩০৭৩, ০৩০৭৫, ০৩০৭৭, ০৩০৭৯, ০৩০৮১ ও ০৩০৮৩ নম্বরের পরিবর্তে ০৩০৭৪, ০৩০৭৬, ০৩০৭৮, ০৩৮০, ০৩০৮২ ও ০৩০৮৪ নম্বর হিসেবে চলবে-যা আগেই জানানো হয়েছিল।

রথযাত্রায় হাওড়া ও নবদ্বীপ ধামের মধ্যে ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ জুলাই, ২০২৬রথযাত্রা ও উল্টো রথযাত্রা মেলা উপলক্ষে যাত্রীদের অত্যধিক ভিড় সামাল দেওয়ার লক্ষ্যে, পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশন ১৬.০৭.২০২৬ (বৃহস্পতিবার রথযাত্রা) এবং ২৪.০৭.২০২৬ (শুক্রবার উল্টো রথযাত্রা) তারিখে হাওড়া ও নবদ্বীপ ধামের মধ্যে এক জোড়া ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ০৩০৯৫ হাওড়া-নবদ্বীপ ধাম ইএমইউ স্পেশাল ট্রেনটি সকাল ৯.৩২ মিনিটে হাওড়া থেকে ছেড়ে দুপুর ১২.০০ মিনিটে নবদ্বীপ ধামে পৌঁছাবে। এই স্পেশাল ট্রেনটি সকাল ১০.৩২ মিনিটে ব্যান্ডেল স্টেশনে পৌঁছাবে এবং সেখানে ৩ মিনিট থামবে। ০৩০৯৬ নবদ্বীপ ধাম - হাওড়া ইএমইউ স্পেশাল ট্রেনটি দুপুর ২ .৩০ মিনিটে নবদ্বীপ ধাম থেকে ছেড়ে বিকেল ৫ .০০ মিনিটে হাওড়ায় পৌঁছাবে। এই স্পেশাল ট্রেনটি বিকেল ৩.৫৫ মিনিটে ব্যান্ডেলে পৌঁছাবে এবং সেখানে ২ মিনিট থামবে। যাত্রাপথে উভয় দিকেই এই স্পেশাল ট্রেনগুলি সমস্ত স্টেশনে থামবে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল যাত্রী বোঝাই ট্রাক, জখম কমপক্ষে ২৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৩ জুলাই ঃ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যাওয়ার পথে আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় স।কের ওপর উল্টে গেল যাত্রী বোঝাই একটি ছোট ট্রাক । এই ঘটনায় কমপক্ষে ২৩ জন যাত্রী গুরুতর জখম হয়েছেন। সোমবার সকালে বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি থানার রানিগঞ্জ সংলগ্ন ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহায়তায় আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে গাড়িটি বাঁকুড়ার রাধাকৃষ্ণপুর থেকে দুর্লভপুরের দিকে যাচ্ছিল। রানিগঞ্জের কাছে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে পৌঁছাতেই মিনি ট্রাকটির চালক আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং গাড়িটি সড়কের ওপরেই উল্টে যায়। দুর্ঘটনার বিকট আওয়াজ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরাই প্রথমে উদ্ধারকাজে হাত লাগান এবং গাড়ির ভিতরে আটকে পড়া যাত্রীদের বাইরে বের করেন। এরপর খবর পেয়ে গঙ্গাজলঘাটি থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে অমরকানন ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবস্থার অবনতি হওয়ায় সকলকেই বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। এই দুর্ঘটনার জেরে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের রানিগঞ্জ এলাকায় বেশ কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি সড়ক থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। ঠিক কী কারণে চালক নিয়ন্ত্রণ হারালেন, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এদিন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জলপাইগুড়ি জেলার নিম্নলিখিত রথযাত্রা কমিটিগুলিকে ভার্চুয়ালি আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন-১. তেলিপাড়া মদন মোহন মন্দির রথযাত্রা, জলপাইগুড়ি ২. শ্রী শ্রী জগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ রথযাত্রা, জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ির জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং জলপাইগুড়ি সদরের বিধায়কের উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলি এই আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করে। ঐতিহ্যবাহী উৎসবগুলিতে সহায়তার মাধ্যমে রাজ্যের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ধারাবাহিক অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন হলো এই উদ্যোগ।

সিআইএফ শিবিরের সামনে গুলিবিদ্ধ দুই বালিখাদান কর্মী, তদন্তে পুলিশ

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ১৩ জুলাই ঃ ঝাড়গ্রামের বিনপুর থানার দহিজুড়ি এলাকায় সিআইএফ (কাউন্টার ইনসার্জেন্সি ফোর্স) শিবিরের সামনে গুলিবিদ্ধ হলেন দুই বালিখাদান কর্মী। রবিবার রাতের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। আহত শুভদীপ ঘোষ ও অমিত মণ্ডলকে প্রথমে ঝাড়গ্রাম সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শুভদীপ ও অমিতের বাড়ি বীরভূমে। দু'জনেই বিনপুরের দহপাল এলাকার একটি বালিখাদানে কর্মরত।

আহতদের দাবি, রবিবার রাতে বালিখাদান থেকে মোটরবাইকে ঝাড়গ্রাম শহরে খাবার খেতে যাওয়ার পথে দহিজুড়ি সিআইএফ শিবিরের সামনে রাস্তায় একটি ফুলের তোড়া পড়ে থাকতে দেখে তাঁরা বাইক থামান। সেই সময় শিবির থেকে তিন জন পুলিশকর্মী বেরিয়ে এসে তাঁদের পরিচয় ও সেখানে থামার কারণ জানতে চান। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর পুলিশকর্মীরা চলে যেতে বললেও, অভিযোগ, ঠিক সেই সময় আচমকাই এক পুলিশকর্মীর সার্ভিস রাইফেল থেকে পরপর কয়েক রাউন্ড গুলি বেরিয়ে যায়। তাতে শুভদীপের ডান কাঁধের কলারবোনের কাছে এবং অমিতের বাঁ পায়ে গুলি লাগে। পরে পুলিশই তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রের খবর, ঘটনার সময় সিআইএফ শিবির সংলগ্ন ৫ নম্বর রাজ্য সড়ক দিয়ে একটি বিয়ের শোভাযাত্রা যাচ্ছিল। শিবিরের কাছে শব্দবাজির আওয়াজ শুনে কর্তব্যরত সেন্ট্রি সতর্কতামূলক অ্যালার্ম বাজান। নিরাপত্তা প্রোটোকল মেনে জওয়ানেরা বাইরে বেরিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যান। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, সেই সময়ই এই দুর্ঘটনাজনিত ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে বেশ কয়েকটি গুলির খোল উদ্ধার হয়েছে। রবিবার গভীর রাতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন রাজ্য পুলিশের ডিআইজি (বাঁকুড়া রেঞ্জ) অভিষেক মোদী। উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার মানব সিংলাও। পুলিশ সুপার মানব সিংলা বলেন, দহিজুড়ি সিআইএফ শিবিরের কাছে সন্দেহভাজন একটি দুর্ঘটনাজনিত গুলিচালনার ঘটনায় দুই ব্যক্তি আহত হয়েছেন। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে বিস্তারিত তদন্ত চলছে। জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠেছে, নিরস্ত্র দুই যুবককে লক্ষ্য করে কীভাবে গুলি চলল। তদন্তে দুর্ঘটনাবশত গুলি ছোঁড়ার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হলেও, ঘটনাটি ঘিরে নানা প্রশ্নের উত্তর এখনও মেলেনি। প্রসঙ্গত, প্রায় ১৪ বছর পর ফের গুলিচালনার ঘটনায় শিরোনামে উঠে এল দহিজুড়ি। এর আগে ২০১১ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের মাত্র চার মাসের মাথায় দহিজুড়ি বাজারে প্রকাশ্যে গুলি করে খুন করা হয় ঝাড়খণ্ড জনমুক্তি মোর্চার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তথা স্থানীয় নেতা বাবু বোসকে। সেই ঘটনার স্মৃতিই নতুন করে ফিরে এসেছে এলাকার মানুষের মনে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় দুর্নীতি ঃ উপভোক্তা জানলো না উঠে গেল টাকা

দেবর্ষি মজুমদার, বীরভূম, ১৩ জুলাই ঃ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় দুর্নীতি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো বীরভূমের নলহাটি ২ নম্বর ব্লকে। সূত্রের খবর, উপভোক্তাকে অন্ধকারে রেখে জবকার্ড থেকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার জন্য বরাদ্দ টাকা বিভিন্ন পর্যায়ে জাল করে তুলে নেওয়া হয়েছে। সরকারি আধিকারিকদের সরকারি সার্ভেতে এমন তথ্য উঠে আসায় প্রকৃত উপভোক্তারা সরকারি প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হলেন। অভিযোগ, একাধিক গৃহহীন পরিবারের জব কার্ড থেকে আগেই টাকা তোলা হয়েছে এমন রিপোর্ট সরকারি নথিতে উল্লেখ থাকায় তাঁদের আবাস যোজনার সমীক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। এই ঘটনা সামনে আসার পরই, কেন্দ্র করে নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের বারা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর রামপুর গ্রামের প্রায় ১০ জন সম্ভাব্য উপভোক্তা সোমবার ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগকারীদের দাবি, তাঁরা প্রকৃত গৃহহীন এবং সরকারি আবাসনের আশায় দীর্ঘদিন অপেক্ষা করছেন। কিন্তু বাড়িতে সমীক্ষা করতে আসা সরকারি কর্মীরা জানান, সংশ্লিষ্ট উপভোক্তাদের জব কার্ডে আগেই টাকা তোলার তথ্য সরকারি রেকর্ডে রয়েছে। অথচ উপভোক্তারা সে ব্যাপারে কিছুই জানেন না। এই প্রাথমিক প্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বিভিন্ন এলাকায়। অভিযোগকারীদের দাবি, তাঁরা কোনও টাকা পাননি। তাহলে সরকারি নথিতে কীভাবে তাঁদের নামে এই ভুতুড়ে টাকা তোলা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক। পাশাপাশি প্রকৃত গৃহহীনদের যাতে আবাস যোজনার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে না হয়, সেই দাবিও তুলেছেন তাঁরা। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন পুষ্টিকরণ হয়নি। অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে অবশ্য ব্লক আধিকারিক জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, এর আগেও নলহাটি ২ ব্লকে এই আবাস যোজনায় দুর্নীতি নিয়ে সংবাদ শিরোনামে ওঠে। তদানীন্তন বিডিও সে ব্যাপারে তদন্ত ও করেন এবং আইনি পদক্ষেপ নেন।

সোনার ঝাড়ু হাতে রাস্তা পরিষ্কার করবেন শিশির অধিকারী, রথের আগেই ভিড় দিঘায়! ভক্তদের জন্য রইল জরুরি গাইডলাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ১৩ জুলাই ঃ সৈকতনগরী দিঘা বর্তমানে আধ্যাত্মিকতা ও ভক্তিরসে মাতোয়ারা হতে হয়ে উঠেছে। তার অন্যতম কারণ জগন্নাথ মন্দির। জগন্নাথ দেবের সবচেয়ে বড় উৎসব হল রথযাত্রা। দিঘা জগন্নাথ মন্দিরের রথযাত্রার দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করল। বিশ্বাস, ঐক্য ও মানবতার মহামিলনে হাজার হাজার ভক্তের রশির টানে প্রভু জগন্নাথ পৌঁছাবেন মাসির বাড়ি। সমুদ্র শহর দিঘা জুড়ে চলছে এখন তারই জোরদার প্রস্তুতি। প্রশাসনের তরফ থেকে দফায় দফায় রথ নিয়ে চলছে বৈঠক। দ্বিতীয়বারের রথে দিঘা সেজে উঠছে। দিঘা জগন্নাথ মন্দিরের রথযাত্রার এবারের হোতা হলেন জেলার বর্ষীয়ান সাংসদ ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিশির অধিকারী। দিঘায় প্রথমবার রথ যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে নিরাপত্তার কারণে রথের রশি টান দেওয়ার ইচ্ছা ভক্তদের থাকলেও তা হয়নি। কিন্তু এবার একেবারে রথের রশি টেনে আধ্যাত্মিক স্পর্শ লাভ করতে

পারবেন জগন্নাথ ভক্তরা। সেজন্য যাবতীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রস্তুত করছে প্রশাসন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় জগন্নাথ মন্দির থেকে পুরনো দিঘা পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে ফুটপাতের পাশে বিশেষ রেলিং দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। মূল সড়কে রথ টানার পাশাপাশি ফুটপাতের পাশ থেকে নির্বিঘ্নে রথ দর্শন করতে পারবেন ভক্তরা। মন্দির কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা যায়, শেষ বছর প্রথম রথের চাকা গড়াতেই বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। চাকা বিশেষ সমস্যার ফলে রথ পৌঁছাতে দেরি হয় মাসির বাড়িতে। এ বছর তাই বেশ কয়েকটি চাকায় বদল আনা হয়েছে। ইতিমধ্যে নতুন চাকা লাগানোর পর ট্রায়াল রানও করা হয়েছে মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। শেষ বছরের মত এবছরও পুরনো দিঘা থেকে জগন্নাথ মন্দির পর্যন্ত রঙিন আলোয় সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। দিঘা জগন্নাথ মন্দিরে রথে এবার অন্যতম বড় চমক এই রথের মূল হোতা চলতি বছর শিশির অধিকারী। মন্দির সূত্রে জানা গেছে, রথযাত্রার রাস্তা সোনার ঝাড়ু দিয়ে পরিস্কার করবেন তিনি। ইতিমধ্যে মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে তাকে আমন্ত্রণও জানানো হয়েছে। এই বিষয়ে জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রাধারমন দাস বলেন, রথ নিয়েও আমাদের যাবতীয় প্রস্তুতি চলছে। এবার রথের সূচনা করবেন শিশির অধিকারী। ওনাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। উনি আসবেন। প্রসঙ্গত দিঘা রথযাত্রা নিয়ে ভক্তদের মধ্যে এখন থেকেই উন্মাদনা তুঙ্গে। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে দীঘায় বহু মানুষের ভিড় জমবে। ইতিমধ্যে হোটেল বুকিং ১০০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা যায় হোটেল মালিক কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে। দিঘা রথ যাত্রায় বাড়িতে ভিড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার যাবতীয় আয়োজন করেছে পুলিশ প্রশাসন।

ঐতিহাসিক ঘটনার নিদর্শন রাখলেন শঙ্খ চ্যাট্যার্জ্জী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৩ জুলাই ঃ দমদমের গাঙ্গুলি ভিলায় এক ঐতিহাসিক ঘটনার নিদর্শন রাখলেন হরিয়ানার রাজ্যপাল অসীম কুমার ঘোষের ব্যক্তিগত সচিব শঙ্খ

চট্টোপাধ্যায়। যেই সময় চারিদিকে বৃদ্ধাশ্রম এর সংখ্যা বাড়ছে যেই সময় ছেলের হাতে খুন হতে হচ্ছে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা পিতা- মাতা গণকে ঠিক সেই সময় দাঁড়িয়ে এক যুবক ক্ষমতার শীর্ষস্থানে পৌঁছেও নিজের জন্য নয় বরং নিজের পিতার জন্মতিথিতে আয়োজন করলেন ব্রহ্মময়ী জগন্মাতা মা কালীর পূজার উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হরিয়ানার রাজ্যপাল অসীম কুমার ঘোষ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্পিকার রথীন্দ্র বসু সহ রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল সিনহা, রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা সুব্রত বসু বিধানসভার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সৌমেন্দ্র দাস থেকে আরম্ভ করে প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় ও বর্তমান বহু বিধায়ক গণ ও অন্যান্য বিশিষ্ট বর্গের মানুষজন। তারা প্রত্যেকেই উল্লেখ করেছেন শঙ্খ চট্টোপাধ্যায়ের এই পদক্ষেপ সমাজে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ রাহুল সিনহা বলেন শঙ্খ আজকে যা করলো ও সমাজকে পথ দেখালো আগামী দিনে গোটা সমাজ তাদের বাবা-মায়ের জন্য এভাবেই ভাবিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে এসে স্পিকার বলেন নিজের পিতা-মাতার উপর যার এত ভক্তি তার বিজয় অবশ্যম্ভাবী। হরিয়ানার রাজ্যপাল অসীম কুমার ঘোষ শঙ্খ চ্যাটার্জির প্রয়াত মাতা কে রত্নগর্ভা বলে অভিহিত করেন।

রাজ্যে তোলাবাজি, দুর্নীতি, মস্তানি ঠেকানোর জন্য নতুন আইনের কোনও দরকার নেই ঃ অধীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৩ জুলাই ঃ শুক্রবার ঝটিকা সফরে মুর্শিদাবাদ জেলায় এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছিলেন সোমবার থেকে পশ্চিমবঙ্গে চালু হয়ে যাচ্ছে 'গুন্ডা দমন আইন' এবং 'প্রেভেন্টিভ অ্যারেস্ট আইন'। রাজ্যপালের অনুমোদন পাওয়ার পর সোমবার থেকেই দু'টি আইন রাজ্য জুড়ে লাগু হয়েছে। তবে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণার পর থেকে এই আইনের বিরোধিতা করছে কংগ্রেস। প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ অধীর চৌধুরী একাধিকবার সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, 'এই আইনের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট সবই হবে।' সোমবার রাজ্য জুড়ে এই আইন লাগু হওয়ার পর বহরমপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অধীর চৌধুরী বলেন, রাজ্যে তোলাবাজি, দুর্নীতি, মস্তানি ঠেকানোর জন্য এই আইনের কোনও দরকার নেই। বর্তমান আইন দিয়েই এগুলো ঠেকানো সম্ভব। তিনি বলেন, এর আগের সরকারও পুলিশকে বিরোধীদের ঠেকাতে ব্যবহার করেছিল। বিরোধীদের মধ্যে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপি দলও ছিল। পুলিশ রাতারাতি নিরপেক্ষ হয়ে সব ঠিক করবে এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ বলেন, যে পুলিশ মমতার আমলে এনডিপিএস কেস দিয়ে বিরোধীদের জেলে পাঠিয়ে দমন করত তাঁরাই অন্য একটি সংস্করণ এই আইন। এই কালা আইন আমাদের রাজ্যে আনা উচিত নয়। প্রসঙ্গত, রবিবার বহরমপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নতুন আইনকে 'ড্রেকোনিয়ান ল' হিসেবে অভিহিত করে অধীর চৌধুরী দাবি করেছিলেন উত্তরপ্রদেশ সরকারও এই ধরনের আইন প্রণয়ন করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে তারা ঠোক্কর খেয়েছে। এই রাজ্য একই হবে। রাজ্য সরকারের নতুন আইনকে সংবিধানের ১৯ এবং ২১ নম্বর ধারার বিরোধী বলে অভিহিত করে অধীর চৌধুরী বলেন, এই আইনে মানুষের অধিকার থাকবে না। নতুন এই আইনে অভিযুক্তের কাছে আইনজীবী নিয়োগ করার ক্ষমতা থাকবে না। একবছর অভিযুক্তকে জেল বন্দী করে রাখা সম্ভব এই আইনে। এই আইন 'কালা কালুন'। কী এমন ঘটনা হলো যে রাজ্যের নতুন সরকারকে এই ধরনের আইন আনার প্রয়োজন হল? এই আইনে রাজ্য জুড়ে আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে বারুইপুর কান্ডের সিপিএম নেতা লাহেক আলির গ্রেপ্তারিকেও সমর্থন করেননি অধীর চৌধুরী তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে কংগ্রেস এবং বিরোধীদের উপর যে ব্যবহার করা হয়েছে এখনও একই রকম হচ্ছে, এটা ঠিক নয়। বারুইপুরের ঘটনার পেছনে নারী এবং মাদকচক্রের বড় যোগ রয়েছে। অন্যদিকে রবিবার মুর্শিদাবাদ জেলায় একুশে জুলাই-এর প্রচারে এসে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি যেভাবে হুমায়ুন কবীরের পাশে দাঁড়িয়ে অপূর্ব সরকার ডেভিডকে আক্রমণ করেছেন সেই প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের কি জাত না চরিত্র রয়েছে ? তৃণমূল কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করে আমাকে হারানোর প্রয়োজন ছিল। এখন দল হেরেছে তাই বিরোধিতা করছে। এদের উচিত সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে ভুল করেছি বলে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সমস্ত দীর্ঘ দূরত্বের যাত্রীবাহী ট্রেন এলএইচবি কোচে পরিবর্তন

মালিগাঁও, ১৩ জুলাই ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রী পরিসেবার আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করেছে এর অধীনে চলাচল করা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দীর্ঘ দূরত্বের সমস্ত যাত্রীবাহী ট্রেনকে প্রচলিত আইসিএফ কোচ থেকে আধুনিক লিঙ্কে হফম্যান বুশ (এলএইচবি) কোচে সফলভাবে পরিবর্তন করেছে। এই পরিবর্তন সম্পন্ন হওয়ার ফলে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ৫৫ টি এবং অন্যান্য রেলওয়ে জোনের ৪৮টি, মোট ১০৩ টি দীর্ঘ দূরত্বের যাত্রীবাহী ট্রেনই এখন এলএইচবি কোচের মাধ্যমে চলাচল করছে এর ফলে দীর্ঘ দূরত্বের ট্রেন পরিষেবার ক্ষেত্রে এই জোনটি সম্পূর্ণভাবে এলএইচবি মানদণ্ড অনুযায়ী প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। এই সাফল্য সমগ্র নেটওয়ার্ক জুড়ে যাত্রীদের সুরক্ষা, স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিচালনগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারতীয় রেলেওয়ের চলমান প্রচেষ্টায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। দীর্ঘ দূরত্বের ট্রেনগুলোকে এলএইচবি কোচে পরিবর্তনের কাজ পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ছয় জোড়া দীর্ঘ দূরত্বের ট্রেন পরিষেবাকে প্রচলিত আইসিএফ কোচ থেকে আধুনিক এলএইচবি কোচে উন্নীত করা হয়েছে এবং একই সাথে এলএইচবি রেক-সহ আরও পাঁচ জোড়া নতুন দীর্ঘ দূরত্বের ট্রেন চালু করা হয়েছে। এছাড়াও, এই অর্থবছরে রানি কমলাপতি- আগরতলা- রানি কমলাপতি স্পেশাল এক্সপ্রেস-এর মতো ট্রেনগুলোকেও এলএইচবি কোচে পরিবর্তন করা হয়েছে, যার ফলে দীর্ঘ দূরত্বের সমস্ত ট্রেনকে এলএইচবি কোচে পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছে।

এলএইচবি কোচ চালু করার ফলে দীর্ঘ দূরত্বের পরিষেবায় ভ্রমণকারী যাত্রীরা উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হয়েছে। উন্নত জার্মান প্রযুক্তিতে নির্মিত এলএইচবি কোচগুলো 'অ্যান্টি ক্লাইম্বিং ও ' অ্যান্টি টেলিস্কোপিক' বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে সংঘর্ষের সময় উচ্চমানের সুরক্ষা প্রদান করে, যা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে যাত্রীদের সুরক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে। এই কোচগুলো অধিক গতিবেগে চলাচলের পাশাপাশি উন্নত স্থিতিশীলতা, কম শব্দ ও কম্পন, উন্নত সাসপেনশন এবং অত্যাধুনিক ব্রেকিং সিস্টেমের সুবিধা প্রদানেও সক্ষম। এছাড়াও, এগুলোর স্টেইনলেস-স্টিল পরিকাঠামো, উন্নত ফায়ার সেফটি ব্যবস্থা এবং রক্ষণাবেক্ষণের কম প্রয়োজনীয়তা অধিকতর নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে এবং দীর্ঘ যাত্রাপথে যাত্রীদের আরও সুগম, কোলাহলমুক্ত ও আরামদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদান করে। এই পরিবর্তনের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হওয়া আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ এবং বিশ্বমানের যাত্রীসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-এর প্রতিশ্রুতিকেই তুলে ধরে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দীর্ঘ দূরত্বের সমস্ত ট্রেনে সম্পূর্ণভাবে এলএইচবি কোচ পরিবর্তনের মাধ্যমে কেবল উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও দেশের অন্যান্য প্রান্তের যাত্রীদের রেলভ্রমণের মানই উন্নত করবে না, বরং আরও সুগম ও পরিবেশগতভাবে ধারাবাহিক রেলওয়ের পরিচালনায়ও অবদান রাখবে। যাত্রীবান্ধব ও সুগম পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভারতীয় রেলওয়ের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য রেখে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার পরিকাঠামো ও রোলিং স্টক ক্রমাগত উন্নত করার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাড়ছে মহানন্দার জলস্তর, নদীভাঙনের আতঙ্ক মালতীপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৩ জুলাই ঃ বর্ষার মরশুম শুরু হতেই মালদায় আবারও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে মহানন্দা নদী। গত কয়েকদিন ধরে ক্রমাগত বাড়ছে নদীর জলস্তর। মহানন্দার এই জলস্তর বৃদ্ধির জেরে নতুন করে নদীভাঙনের আতঙ্ক গ্রাস করেছে মালদার চাঁচল-২ ব্লকের মালতীপুর বিধানসভার অন্তর্গত খানপুর গ্রামের বাসিন্দাদের। গ্রামের পরিস্থিতি বর্তমানে এতটাই উদ্বেগজনক যে, নদীর জল এখন প্রায় চলে এসেছে একেবারে ঘরের দোরগোড়ায়। নদী থেকে বসতবাড়ির দূরত্ব এখন টেনেটুনে মাত্র ২৫ থেকে ৩০ মিটার। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গ্রামের একাধিক বাড়ির উঠোন, বারান্দা এবং গলিতে ফাটল দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি বাড়ির উঠোনের একাংশে ধস নেমেছে। ফলে যে কোনও মুহূর্তে ঘরবাড়ি নদীগর্ভে তলিয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কায় দিন গুনছেন গ্রামের অন্তত ১০টি পরিবার। আতঙ্কের জেরে বিনিদ্র রজনী কাটছে শিশু থেকে বৃদ্ধ, সকলেরই। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানা গেছে, বিষয়টি ইতিমধ্যেই সেচ দফতরের নজরে আনা হয়েছে।

বেহাল রাস্তা, পরিদর্শনে বিধায়ক সুভাষ পাত্র

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৩ জুলাই ঃ দীর্ঘদিনের অব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে রায়না বিধানসভার বুলচন্দ্রপুর থেকে মোহনপুর পর্যন্ত প্রায় ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ বেহাল রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগে তৎপর হল প্রশাসন। সোমবার রায়নার বিধায়ক সুভাষ পাত্র প্রশাসনের আধিকারিক, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে সরেজমিনে রাস্তা পরিদর্শন করেন। জানা গেছে, রায়না-২ ব্লকের এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার সংস্কারের কাজ প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা (PMGSY)-এর আওতায় শুরু হলেও নানা প্রশাসনিক ও কারিগরি কারণে মাঝপথেই থমকে যায়। ফলে দীর্ঘদিন ধরে দুর্ভোগের শিকার হচ্ছিলেন এলাকার হাজার হাজার মানুষ। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর বিষয়টি নতুন করে গুরুত্ব পায় এবং দ্রুত কাজ শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরিদর্শনে বিধায়কের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রায়না-২ ব্লকের বিডিও, সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার, এসআরডব্লিউ (SRW)- এর প্রতিনিধিরা এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা। রাস্তা পরিদর্শনের সময় দেখা যায়, রাস্তার দু'ধারে সরকারি জমি দখল করে একাধিক দোকান ও বসতবাড়ি গড়ে উঠেছে। পাশাপাশি রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য বেশ কয়েকটি বৈদ্যুতিক খুঁটি স্থানান্তর, নতুন কালভার্ট নির্মাণ এবং জলনিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নও জরুরি বলে চিহ্নিত হয়েছে। দোকান উচ্ছেদের সম্ভাবনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় কয়েকজন ব্যবসায়ী বিধায়কের সঙ্গে দেখা করে তাদের উদ্বেগের কথা জানান। তাদের আশ্বস্ত করে বিধায়ক সুভাষ পাত্র বলেন, কোনও দোকান বা বাড়ি হঠাৎ করে ভেঙে দেওয়া হবে না। সমস্ত সরকারি নিয়ম মেনেই নোটিশ দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যেখানে সম্ভব, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের জন্য বিকল্প সরকারি জায়গায় ব্যবসার সুযোগ করে দেওয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করা হবে। বিধায়কের এই আশ্বাসে এলাকাবাসী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় থাকা এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কের সংস্কার দ্রুত শুরু হলে রায়না-২ ব্লকের বহু গ্রামের মানুষের যাতায়াত যেমন সহজ হবে, তেমনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষিজ পণ্য পরিবহণেও বড় সুবিধা মিলবে বলে আশা স্থানীয়দের।

ধূপগুড়ি সুপার মার্কেটে বুলডোজার অভিযান, প্রশাসনের পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৩ জুলাই ঃ সরকারি জমি দখল করে গড়ে ওঠা অবৈধ অস্থায়ী দোকানঘর উচ্ছেদে সোমবার ধূপগুড়ি সুপার মার্কেট চত্বরে বুলডোজার অভিযান চালায় প্রশাসন। ধূপগুড়ি থানার পুলিশ এবং ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এই উচ্ছেদ অভিযান পরিচালিত হয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে সুপার মার্কেট চত্বরে সরকারি জমি দখল করে অস্থায়ী শেড নির্মাণ করে ব্যবসা চলছিল। প্রায় ১৫ দিন আগে ব্যবসায়ীদের দোকানঘর সরিয়ে নেওয়ার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়। পরে সাত দিন আগেও পুনরায় সতর্ক করা হয়। এরপরও বহু ব্যবসায়ী দোকান সরিয়ে না নেওয়ায় প্রশাসন উচ্ছেদ অভিযান চালায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের কৃষক ও ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিন ধরে এই অস্থায়ী শেডগুলিতে কাঁচামাল কেনাবেচা করতেন। অভিযানে সাড়ে তিনশোরও বেশি অবৈধ দোকানঘর ভেঙে ফেলা হয়েছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের। এক ব্যবসায়ী জানান, তিনি প্রায় ২৫ বছর ধরে সেখানে ব্যবসা করে আসছেন। উচ্ছেদের ফলে তার জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে এবং পরিবার নিয়ে কীভাবে চলবেন, তা নিয়ে তিনি চিন্তিত। অন্যদিকে প্রশাসনের দাবি, সরকারি জমি দখলমুক্ত করা এবং সুপার মার্কেট এলাকার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতেই এই অভিযান হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ এইএন-শপ-এনটিফিশিং২৫-২৬আর৪ এবং এইএন-শপ-এনটিফিশিং২৫-২৬আর৫ তারিখ ০৯.০৭.২০২৬। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ কর্তৃক মাছ ধরার কাজে অভিজ্ঞ টেন্ডারদাতাদের থেকে নিম্নলিখিত কাজের নিমিত্তে অনলাইন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্রম নং ঃ ১, টেন্ডার নং ঃ** এইএন-শপ-এনটিফিশিং২৫-২৬আর৪। **কাজের নাম ঃ** পাঁচ বছরের মেয়াদের জন্য সিডব্লুএম/লিলুয়ার অধীনে লিলুয়াতে রেলওয়ে সাউথ ট্যাঙ্কে মাছ ধরার স্বত্বের লাইসেন্স। **সংরক্ষণ মূল্য ঃ** ৭,৬১,৫৩৫.৯০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৭৬,২০০ টাকা। **ক্রম নং ঃ ২, টেন্ডার নং ঃ** এইএন-শপ-এনটিফিশিং২৫-২৬আর৫। **কাজের নাম ঃ** পাঁচ বছরের মেয়াদের জন্য সিডব্লুএম/লিলুয়ার অধীনে লিলুয়াতে রেলওয়ে নর্থ ট্যাঙ্কে মাছ ধরার স্বত্বের লাইসেন্স। **সংরক্ষণ মূল্য ঃ** ১০,৪৫,২২২.৪৩ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,০৪,৬০০টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** প্রতি ক্ষেত্রে ০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ থেকে ০৫ (পাঁচ) বছর। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৩.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। **https://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ প্রদান** -ই-টেন্ডারিং-এর প্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

MISC-100/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ই-ক্রু-ফ্রেন্ডলি-২০২৬-২৭ তারিখ ০৯.০৭.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (ইআরএস-পিওএইচ)/খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **কাজের নাম ঃ** ইলেকট্রিক লোকোমোটিভসমূহে এয়ার কন্ডিশন ব্যবস্থা সহ ক্রু ফ্রেন্ডলি ক্যাবের ব্যবস্থা। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ডিভি = ১৮% হারে জিএসটি সমেত ৪৯,৭৯,৮৩২.৯৮ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৯৯,৬০০ টাকা। **মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩১.০৭.২০২৬ বিকেল ৩টে। **ওয়েবসাইট বিবরণ ঃ www.ireps.gov.in** আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজগুলির ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। (PR-468)

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305

NIQ No.- ADDA/ASN/ED/NIQ-02 of 2026-2027 Dated 13.07.2026

Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite offline quoted rate Quotation (Two Cover Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and eligible Contractors; for other details visit our website: www.addaonline.in or ADDA office, Asansol.

Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন নোটিস নং সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/২৬/২৪ তারিখ ঃ ০৬.০৭.২০২৬

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক বাণিজ্যিক প্রচারের চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্যাটালগ নং ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-২৬-২৪

এসইকিউ নং, লট নং ও বিবরণ নিম্নরূপ ঃ **এএ/১, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-আরপিএইচ-ওএইচ-১৫৩-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - ঘরের বাইরে),** তিন (০৩) বছরের জন্য রামপুরহাট রেলওয়ে স্টেশনের চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকায় ৫০ঃ৫০ সময়/স্থান ভাগাভাগির ভিত্তিতে রেলওয়ে কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ০১ (একটি) ভিডিও ওয়ালের (এলইডি স্ক্রিন) মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সহ রেলওয়ে তথ্যের প্রদর্শনের জন্য চুক্তিস্বত্ব বণ্টন। **এএ/২, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এনডিএই- ওএইচ-১৫৭-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - ঘরের বাইরে),** তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য নবদ্বীপধামের সাময়িক বুকিং অফিসের নিকটে চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকায় ৫০ঃ৫০ সময়/স্থান ভাগাভাগির ভিত্তিতে রেলওয়ে কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ০১ (এক)টি ভিডিও ওয়ালের (এলইডি স্ক্রিন) মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সহ রেলওয়ে তথ্যের প্রদর্শনের জন্য চুক্তিস্বত্ব বণ্টন। **এএ/৩, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এএমবিজি- ওএইচ-১৬৪-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - ঘরের বাইরে),** তিন (০৩) বছরের জন্য আরামবাগ রেলওয়ে স্টেশনের মূল প্রবেশদ্বারের নিকটে চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকায় ৫০ঃ৫০ সময়/স্থান ভাগাভাগির ভিত্তিতে রেলওয়ে কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ০১ (একটি) ভিডিও ওয়ালের (এলইডি স্ক্রিন) মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সহ রেলওয়ে তথ্যের প্রদর্শনের জন্য চুক্তিস্বত্ব বণ্টন। **এএ/৪, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিএলওয়াই- ওএইচ-১৬৭-২৬-১ (বিজ্ঞাপন - ঘরের বাইরে),** তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য বালি রেলওয়ে স্টেশনের চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকায় ৫০ঃ৫০ সময়/স্থান ভাগাভাগির ভিত্তিতে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সহ রেলওয়ে তথ্যের প্রদর্শনের জন্য ০১ (এক) টি ভিডিও ওয়াল (এলইডি স্ক্রিন) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি। **এএ/৫, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এজেড- ওএইচ-১৬৩-২৬-১ (বিজ্ঞাপন - ঘরের বাইরে),** তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য আজিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকায় ৫০ঃ৫০ সময়/স্থান ভাগাভাগির ভিত্তিতে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সহ রেলওয়ে তথ্যের প্রদর্শনের জন্য ০১ (এক) টি ভিডিও ওয়াল (এলইডি স্ক্রিন) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি। **এএ/৬, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-কেডব্লুএই- ওএইচ-১৫৬-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - ঘরের বাইরে),** তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য কাটোয়া রেলওয়ে স্টেশনের চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকায় ৫০ঃ৫০ সময়/স্থান ভাগাভাগির ভিত্তিতে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সহ রেলওয়ে তথ্যের প্রদর্শনের জন্য ০১ (এক) টি ভিডিও ওয়াল (এলইডি স্ক্রিন) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি। **এএ/৭, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-ডিকেএই- ওএইচ-১৬০-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - ঘরের বাইরে),** তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য ডানকুনি রেলওয়ে স্টেশনের চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকায় ৫০ঃ৫০ সময়/স্থান ভাগাভাগির ভিত্তিতে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সহ রেলওয়ে তথ্যের প্রদর্শনের জন্য ০১ (এক) টি ভিডিও ওয়াল (এলইডি স্ক্রিন) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রদর্শনের চুক্তিস্বত্ব বণ্টন। **এবি/১, এডিভিটি- এইচডব্লুএইচ- এলএলএইচ-ওএসডি-১১৯-২৪-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশনের অভ্যন্তরে ডিজিটাল),** তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সহ হাওড়া ডিভিসনে ক্লাস্টার-১-এর অধীনস্থ স্টেশনগুলিতে (লিলুয়া, বেলুড়, বালি, ডানকুনি, উত্তরপাড়া, কোন্নগর, রিষড়া, শ্রীরামপুর যার বিশদ অ্যানেক্সার-১-এ পাওয়া যাবে) বহুমুখী ভীম ইউপিআই কিউআর কোডের ব্যবস্থা সমেত যাত্রী টিকিট সংরক্ষণ ব্যবস্থা (প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম) (পিআরএস) এবং অসংরক্ষিত টিকিট ব্যবস্থার (ইউটিএস)-এ ডুয়াল ডিসপ্লে ফেয়ার রিপিটার সিস্টেম (ডিডিএফআরএস)-এর সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার কাজের চুক্তিস্বত্ব বণ্টন। **এবি/২, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-ওএসডি-৮৬-২৬-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশনের অভ্যন্তরে ডিজিটাল),** তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য ৫০ঃ৫০ সময়/স্থান ভাগাভাগির ভিত্তিতে বর্ধমান স্টেশনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে রেলওয়ে কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ০৬ (ছয়)টি ভিডিও ওয়ালের মাধ্যমে রেলওয়ের তথ্যাদি এবং বিজ্ঞাপন প্রর্দশনের চুক্তিস্বত্ব বণ্টন। **এবি/৩, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-পিডিএ-ওএসডি-১২২-২৪-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশনের অভ্যন্তরে ডিজিটাল),** তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সহ হাওড়া ডিভিসনের ক্লাস্টার ৪-এর অধীনস্থ স্টেশনগুলিতে (পাণ্ডুয়া, মেমারী, বর্ধমান, বোলপুর এবং রামপুরহাট যার বিশদ অ্যানেক্সার১-এ পাওয়া যাবে) বহুমুখী ভীম ইউপিআই কিউআর কোডের ব্যবস্থা সমেত যাত্রী টিকিট সংরক্ষণ ব্যবস্থা (প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম) (পিআরএস) এবং অসংরক্ষিত টিকিট ব্যবস্থার (ইউটিএস)-এ ডুয়াল ডিসপ্লে ফেয়ার রিপিটার সিস্টেম (ডিডিএফআরএস)-এর সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার কাজের চুক্তিস্বত্ব বণ্টন। **এসি/১, এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-ওএসএন-১৬৫-২৬-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশনের অভ্যন্তরে নন-ডিজিটাল),** তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া স্টেশন ওল্ড কমপ্লেক্স-এ থামগুলির ওপর ভিনাইল পেস্টিং-এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচারের চুক্তিস্বত্ব বণ্টন। **এডি/১, এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এসটি-ইএমইউরেক-৩২-২৬-১ (বিজ্ঞাপন - ট্রেনের অভ্যন্তরে এবং বাইরে),** তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনে চলাচলকারী ১২ কোচের ইএমইউ রেকগুলির বহির্ভাগে সমগ্র পার্শ্ব দেওয়ালে (জানালা এবং আবশ্যিক চিহ্নসমূহ ব্যতিরেকে) আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুসারে গ্রাফিক ফিল্ম-এর) ভিনাইল র‍্যাপিং মাধ্যমে এবং অভ্যন্তরস্থ নির্দিষ্টকৃত স্থানে বাণিজ্যিক প্রচারের স্বত্ব বণ্টন। **এডি/২, এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এসটি-ইএমইউআরবি-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - ট্রেনের অভ্যন্তরে এবং বাইরে),** তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনে চলাচলকারী ১২ কোচের ইএমইউ রেকগুলির বহির্ভাগে সমগ্র পার্শ্ব দেওয়ালে (জানালা এবং আবশ্যিক চিহ্নসমূহ ব্যতিরেকে) আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুসারে গ্রাফিক ফিল্ম-এর) ভিনাইল র‍্যাপিং মাধ্যমে এবং অভ্যন্তরস্থ নির্দিষ্টকৃত স্থানে বাণিজ্যিক প্রচারের স্বত্ব বণ্টন। **এডি/৩, এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এসটি-ইএমইউআর২-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - ট্রেনের অভ্যন্তরে এবং বাইরে),** তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনে চলাচলকারী ১২ কোচের ইএমইউ রেকগুলির বহির্ভাগে সমগ্র পার্শ্ব দেওয়ালে (জানালা এবং আবশ্যিক চিহ্নসমূহ ব্যতিরেকে) আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুসারে গ্রাফিক ফিল্ম-এর) ভিনাইল র‍্যাপিং মাধ্যমে এবং অভ্যন্তরস্থ নির্দিষ্টকৃত স্থানে বাণিজ্যিক প্রচারের স্বত্ব বণ্টন। **নিলাম শুরুর তারিখ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ২১.০৭.২০২৬ দুপুর ১২টা।

HWH-208/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

‘লামিনের সেরা পারফরম্যান্স এখনও দেখা বাকি আছে’

সংবাদ সংস্থা, টেক্সাস, ১৩ জুলাইঃ এবারের বিশ্বকাপে ইয়ামালের শুরুটা সুখকর হয়নি। চোটের কারণে আসরের শুরুর দিকে খুব বেশি সময় খেলতে পারেননি তিনি। কেপ ভার্দের বিপক্ষে শেষ দিকে তাকে মাঠে নামান দে লা ফুয়েন্তে। আর সৌদি আরবের বিপক্ষে খেলান কেবল প্রথমার্ধ। ওই ম্যাচেই বিশ্বকাপে গোলের খাতা খোলেন ১৮ বছর বয়সী ইয়ামাল। এখন পুরোপুরি ফিট ইয়ামাল। সবশেষ দুই ম্যাচেই খেলেছেন পুরো সময়। ছন্দ পেতেও শুরু করেছেন তিনি। সেরা চেহারার ঝলকও দেখাচ্ছেন মাঝেমধ্যে। তবে এখনও স্বরূপে ফিরতে পারেননি এই রাইট-উইঙ্গার। এখন পর্যন্ত ওই একটি গোলই বিশ্বকাপে ইয়ামালের অর্জন। অ্যাসিস্ট করতে পারেননি একটিও। তবে স্পেনের সেমি-ফাইনালে ওঠার পথে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাকে আটকে রাখতেই যে প্রতিপক্ষকে দিতে হচ্ছে বাড়তি মনোযোগ। এর সুবিধা পাচ্ছেন স্পেনের অন্য খেলোয়াড়রা। কাদেনা এসইআর এর একটি অনুষ্ঠানে ফ্রান্সের বিপক্ষে সেমি-ফাইনাল সামনে

রেখে একটি সাক্ষাৎকার দেন দে লা ফুয়েন্তে। সেখানেই ইয়ামাল নিয়ে প্রশ্নে নিজের ভাবনা তুলে ধরেন স্পেনের কোচ। ‘‘এই বিশ্বকাপে লামিনের সেরা পারফরম্যান্সটা এখনও আসা বাকি, আপাতত এতোটুকুই বলব। সে ভীষণ অনুপ্রেরণা নিয়ে খেলে, তার দিকে তাকালেই সেটা দেখা যায়। তার ভেতর দারুণ আগ্রহ ও ক্ষুধা কাজ করে। আমাদের কেবল তার অস্থিরতা একটু সামলাতে হবে, যেন অতিরিক্ত চাপে সে ভেঙে না পড়ে। এটা অভিজ্ঞতা অর্জন ও পরিপক্ক হওয়ার একটা প্রক্রিয়া, এমবাপে ও হলান্ড সম্ভবত কয়েক বছর আগেই এমন পরিস্থিতি পার করেছে। লামিন সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে। আর আমরা তার সঙ্গে এনিয়ে অনেক কথা বলি। বিশ্বকাপের বাকি সময়টায় সে এমন কিছু করে দেখাবে, যা সবার মনে ইতিবাচক ছাপ ফেলবে।’’ দু’বছর আগে স্পেনের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ে বড় ভূমিকা রাখেন ইয়ামাল। ওই টুর্নামেন্টে চারটি অ্যাসিস্ট ও একটি গোল করেছিলেন তিনি। আসরের সেরা তরুণ ফুটবলারের পুরস্কার উঠেছিল তার হাতে।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথমবার মেসি, যা বলছেন বিশ্লেষকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন

সব ঠিক থাকলে, আর একদিন পরই সেই অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে মেসির। সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার কোয়ার্টার-ফাইনাল ম্যাচের এক পর্যায়ে যদিও মনে হচ্ছিল, ইংল্যান্ডের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সুযোগ থেকে হয়তো বঞ্চিত হবেন মেসি। তবে শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত সময়ে গড়ানো ম্যাচে ৩-১ গোলের জয়ে টানা দ্বিতীয়বার শেষ চারে জায়গা করে নেয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। এই ম্যাচেই চলতি আসরে প্রথমবার গোল করতে ব্যর্থ হন মেসি। মেসির সঙ্গে ইংলিশ মিডফিল্ডার জুড বেলিংহ্যামের মিল খুঁজে পান রিচার্ডস। ‘‘সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, তার যা আছে, জুড বেলিংহ্যামেরও তাই আছে। আর এটাই জুডকে বড় মাপের করে তুলেছে- তার মানসিক দৃঢ়তা ও ক্যারিশমা আছে। যেকোনো ফুটবলারের চেয়ে মেসির ক্যারিশমা সবচেয়ে বেশি। মেসির ক্যারিশমা এক অন্য স্তরের, তাই ম্যাচটি আকর্ষণীয় হতে চলেছে।’’ চলতি আসরে নকআউট পর্বের প্রথম তিনটি ধাপেই বেশ ভুগতে হয়েছে আর্জেন্টিনাকে। প্রাক্তন ইংলিশ ফরোয়ার্ড ক্রিস সাটন

থেমে যায় বিশ্বকাপে তার টানা ৯ ম্যাচে গোল করার রেকর্ড যাত্রা। যদিও আট গোল নিয়ে ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপের সঙ্গে যৌথভাবে এবারের আসরের সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনি, ২১ গোল নিয়ে বিশ্বকাপ ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতাও ৩৯ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। ইংল্যান্ডের জন্য মেসিকে নিষ্ক্রিয় রাখা কতটা কঠিন হতে পারে, সেটি তুলে ধরলেন বিবিসির বিশ্লেষক মাইকা রিচার্ডস। ‘‘ইংল্যান্ড পেছনে ফেলতে পারে আর্জেন্টিনাকে, কিন্তু তাদের দলে আছে সেই ছোট্ট জাদুকর মেসি। সবাই তার জন্যই খেলে। সবারই রোমাঞ্চিত হওয়া উচিত। তাকে মার্ক করা অসম্ভব, কারণ তিনি রক্ষণের দিকে ছোটেন না। তিনি এমন সব ছোট ছোট জায়গায় চলে যান, যেখানে তার থাকার কথা নয়। তিনি সঠিক সময়ে সক্রিয় হন এবং তার কৌশল সেরা। সঠিক সময়ে সঠিক পজিশন নেওয়ার ব্যাপারে তার সচেতনতা অসাধারণ। তার শটও দুর্দান্ত।’’ বিবিসি রেডিও ৫ লাইভকে বলেন, ইংল্যান্ডের জন্য আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হওয়ার সবচেয়ে ভালো সুযোগ এটিই। ‘‘আমার মনে হয়, টমাস টুখেল ও ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়রা বর্তমান ফর্মের এই আর্জেন্টিনা দলের বিপক্ষে খেলার সুযোগটি উপভোগ করবেন। কারণ এটা কোনো দুর্দান্ত আর্জেন্টিনা দল নয়, কিন্তু জয়ের পথ খুঁজে বের করার একটা অভ্যাস তাদের আছে।’’ প্রাক্তন ইংলিশ স্ট্রাইকার ওয়েন রুনি বিবিসি স্পোর্টকে বলেন, ‘‘মেসি রক্ষণভাগে তেমন অবদান না রাখলেও, গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে অসাধারণ নৈপুণ্য দিয়ে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন। সে আর্জেন্টিনার রক্ষণভাগের জন্য দুর্বলতা হয়ে উঠতে পারে। সে রক্ষণের দিকে ছোটে না, কিন্তু জুড বেলিংহ্যামের মতোই তারও কিছু দুর্দান্ত মুহূর্ত আসে। মেসির মূল ব্যাপারটা হলো তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা- খেলার গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়।’’

‘অস্বাভাবিক’ আর্জেন্টিনাকে উপভোগ করতে বললেন মেসি

গত বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়নরা এবারও পৌঁছে গেছে সেমি-ফাইনালে। নকআউট পর্বে টানা তিন ম্যাচে মুখোমুখি হতে হয়েছে কঠিন চ্যালেঞ্জের। তবে শেষ পর্যন্ত ঠিকই ম্যাচ জিতে একের পর এক ধাপ পার হয়ে শিরোপা ধরে রাখার লড়াইয়ে টিকে আছে আর্জেন্টিনা। স্বয়ং লিওনেল মেসি বলছেন, তাদের এমন সাফল্যযাত্রা সাধারণ ও স্বাভাবিক কোনো ব্যাপার নয়। তার মতে, সমর্থকদের উচিত সময়টা উপভোগ করা, কারণ কেউ জানে না আবার কবে এমন সময় আসবে।

সংবাদ সংস্থা, আটলান্টা, ১৩ জুলাইঃ ১৯৭৮ বিশ্বকাপে প্রথমবার শিরোপা জয়ের স্বাদ পাওয়া আর্জেন্টিনা পরের বিশ্বকাপে বাদ পড়ে যায় দ্বিতীয় ধাপের গ্রুপ পর্ব থেকে। পরের দুটি বিশ্বকাপে তারা ফাইনালে খেলে। দিয়েগো মারাদোনার অসাধারণ পারফরম্যান্সে ১৯৮৬ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয় তারা। ১৯৯০ আসরে খুব কাছাকাছি গিয়েও ফাইনালে পশ্চিম জার্মানির কাছে হেরে যায় শেষ সময়ের পেনাল্টি গোলে। এবার শিরোপা ধরে রাখার সম্ভাবনা আবার জাগিয়ে তুলেছে তারা। প্রয়োজন স্রেফ আর দুটি জয়। সেমি-ফাইনালে আসার পথটা এবার অবশ্য সহজ ছিল না তাদের। প্রতিপক্ষরা যদিও কাগজে-কলমে পিছিয়ে ছিল তুলনামূলকভাবে। বিশ্বকাপ ইতিহাসে প্রথম দল হিসেবে সেমি-ফাইনালে উঠেছে তারা র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ দশে থাকা কোনো দলের বিপক্ষে না খেলেই। তবে দ্বিতীয় রাউন্ডে কেপ ভার্দে, শেষ ষোলোয় মিশর ও কোয়ার্টার-ফাইনালে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয় তাদের। ফেভারিট হয়েও ম্যাচের পর ম্যাচ এমন ভোগান্তি কাম্য

নয় কোনো দলেরই। তবে এই যে তুমুল লড়াই করে জয়, পেছন থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে জয়, এসবের অন্য রোমাঞ্চও তো আছে! ইএসপিএন আর্জেন্টিনার সঙ্গে কথোপকথ মেসি তুলে ধরলেন সেই দিকটিই। টানা দুটি কোপা আমেরিকা ও মাঝে একটি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরও যে তীব্র তাড়না নিয়ে খেলছে দল, তা দারুণ প্রশংসনীয় বলে মনে করেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। ‘‘এটা ভালো যে (আর্জেন্টিনার) জনগণও আমাদের মতোই এটি উপভোগ করছে। আমরা এভাবেই বাঁচি। এই দলে এমন ফুটবলার আছে, যারা অস্বাভাবিক কাজ করতে অভ্যস্ত। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর, আমরা যা কিছু জিতেছি, এই সবকিছু জয়ের পরও আবার ক্ষুধা নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়া এবং এই পর্যায়ে শীর্ষ চারের মধ্যে থাকা, আরেকটি সেমি-ফাইনালে খেলা, এসব সহজ নয়, স্বাভাবিক নয়। সেজন্যই আমাদের এটা যতটা সম্ভব উপভোগ করতে হবে।’’ ১৯৮৬ বিশ্বকাপের পর ৩৬ বছর বিশমঞ্চে ট্রফির দেখা পায়নি আর্জেন্টিনা। ১৯৯৩ কোপা আমেরিকা জয়ের পর মহাদেশীয় এই সাফল্যের জন্যও অপেক্ষা করতে হয়েছে ২৮ বছর। সেই আর্জেন্টিনা এখন সময়ের পরিক্রমায় অপ্রতিরোধ্য সাফল্য রথে ছুটছে। ভবিষ্যতে আবার করে এমন সময় আসবে, মেসিরও অজানা। আর্জেন্টাইন মহানায়ক তাই সময়টাকে উপভোগ করতে এবং মূল্যায়ন করতে বললেন। ‘‘আমরা জানি না, আবার কখনও এরকম কিছু হবে কি না। যদি হয়ও, জানি না সেটা কবে হবে। গতবারের আগে আমরা দীর্ঘ সময় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ছিলাম না। এরপর তাই যা কিছু আসবে, সবকিছু উপভোগ করা এবং কদর করা উচিত। আমরা চেষ্টা করব বিশ্রাম নিতে, শক্তি ফিরে পেতে এবং সেমি-ফাইনালে নেমে আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে।’’ সেমি-ফাইনালে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড, যাদের সঙ্গে ক্যারিয়ারে প্রথমবার খেলার অভিজ্ঞতা হবে মেসির।

লর্ডসে ইতিহাস! প্রথম টেস্টেই ইংল্যান্ডকে ২৭০ রানে উড়িয়ে দিল মান্ধানারা

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ১৩ জুলাইঃ ইতিহাস গড়ল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। প্রথমবার লর্ডসে আয়োজিত মহিলা টেস্ট ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ২৭০ রানে হারিয়ে নজির গড়লেন হরমনপ্রীত কউররা। চার দিনের ম্যাচে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আধিপত্য বজায় রেখে স্মরণীয় জয়ের খেতাব নিজেদের ঝুলিতে ভরলেন তাঁরা। সোমবার ম্যাচের শেষ দিনে জয়ের জন্য ভারতের প্রয়োজন ছিল মাত্র একটি উইকেট। দিনের খেলা শুরুর চার ওভারের মধ্যেই সেই সাফল্য এনে দেন স্নেহ রানা। সোফি একলেস্টোনের প্রতিরোধ ভেঙে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে যায়। লর্ডসের ব্যালকনিতে তখন ভারতীয় ক্রিকেটারদের উচ্ছ্বাসে ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকে গোটা ক্রিকেট বিশ্ব। এই জয়ের মাধ্যমে ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারতীয় মহিলা দলের টেস্টে অপরাজিত থাকার রেকর্ড আরও দীর্ঘ হল। এখনও পর্যন্ত সেখানে ১০টি টেস্ট খেলেছে ভারত। তার মধ্যে তিনটিতে জয় এবং সাতটি ড্র। শেষ পাঁচটি টেস্টের মধ্যে এটি ভারতের চতুর্থ জয়। টসে জিতে প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ইংল্যান্ড। সবুজ

উইকেটে প্রথম ইনিংসে ভারত তোলে ২৮৫ রান। ইনিংসের ভিত গড়ে দেন সহ-অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা। ১১টি চার ও একটি ছক্কায় ৮৩ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন তিনি। অধিনায়ক হরমনপ্রীত কউর করেন ৫৮ এবং দীপ্তি শর্মা যোগ করেন ৫৭ রান। তারপরই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন বছর ২২ এর পেসার ক্রান্তি গৌড়। দুরন্ত সুইং ও নিখুঁত লাইন-লেন্থে ১৭ ওভারে মাত্র ৩৭ রান দিয়ে পাঁচ উইকেট তুলে নেন। সাতটি মেডেন-সহ তাঁর বিধ্বংসী স্পেলে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসে অলআউট হয়ে যায় মাত্র ১৭০ রানে। ফলে ১১৫ রানের গুরুত্বপূর্ণ লিড পেয়ে যায় ভারত। দ্বিতীয় ইনিংসে সেই সুবিধাকে আরও বড় করে তোলেন ভারতীয় ব্যাটাররা। মান্ধানা করেন ৭০ রান, ঋচা ঘোষ মাত্র ৫২ বলে ঝোড়ো অর্ধশতরান হাঁকান। তবে ম্যাচের সেরা মুহূর্তটি উপহার দেন যাস্তিকা ভাটিয়া। ১৫৮ বলে ১৪টি চার মেরে ১১৩ রানের ইনিংস খেলে লর্ডসের অনার্স বোর্ডে নাম তোলেন প্রথম মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে। তাঁর শতরানের সৌজন্যে ভারত ৭ উইকেটে ৩৪১ রানে ইনিংস ঘোষণা করে। যদিও সোফি একলেস্টোন পাঁচ উইকেট নেন, ততক্ষণে ইংল্যান্ডের সামনে জয়ের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৪৫৭ রান। চতুর্থ ইনিংসে ইংল্যান্ডের ব্যাটিং ভেঙে পড়ে ভারতীয় বোলিংয়ের সামনে। স্নেহ রানা তিনটি, ক্রান্তি গৌড় ও দীপ্তি শর্মা দু’টি করে উইকেট নেন। অ্যামি জোনস অপরাজিত ৫৪ রান করলেও হার এড়াতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ২৭০ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে লর্ডসে নতুন ইতিহাস লিখল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল।

সমীহ থাকলেও স্পেন ভীতি নেই ফ্রান্সের

আসরে সবচেয়ে শক্তিশালী আক্রমণভাগের একটি ফ্রান্সের। গত ছয় ম্যাচে, প্রতিপক্ষের জালে ১৬ গোল করে দলটি দেখিয়েও দিয়েছে নিজেদের সামর্থ্য। স্পেনের আক্রমণভাগও দুর্বল নয় মোটেও সেরা চারে তারা উঠে এসেছে ১১ গোল করে। পরিসংখ্যানের এই পাতায় ফ্রান্স এগিয়ে থাকলে, গোল কম হজমের পাতায় এগিয়ে স্পেন। ছয় ম্যাচে তারা খেয়েছে মাত্র একটি। এর অর্থ, বাকি পাঁচ ম্যাচে ক্লিনশিট নিয়ে মাঠ ছাড়ে লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল।

নিজস্ব প্রতিবেদন

ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে এবার মুখোমুখি হতে যাচ্ছে দল দুটি। ভারতীয় সময় ১৫ জুলাই সাড়ে ১২টায় (এএম) শুরু হবে ম্যাচটি। এই ম্যাচের আগে ঘুরে ফিরে আসছে দল দুটির সবশেষ কয়েকটি মুখোমুখি লড়াই। ২০১৮ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ও গত আসরের রানার্সআপ দলটির যে, স্পেনের বিপক্ষে সাম্প্রতিক সাক্ষাতের স্মৃতি সুখকর নয় মোটেও। ২০২৪ সালের ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ চারে ও নেশন্স লিগের সেমি-ফাইনালে স্প্যানিশদের বিপক্ষে হেরেছিল দিদিয়ে দেশোঁর দল। ওই দুই আসরের মধ্যে, ইউরোতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল স্পেন। নেশন্স লিগে হয়েছিল রানার্সআপ। ২০১০ সালে প্রথম বিশ্বকাপ জেতা ‘লা রোজা’রা এবার দ্বিতীয়বার এই স্বাদ নিতে মুখিয়ে। সব বিভাগে নির্ভযোগ্য ফুটবলার থাকায় দারুণ ভারসাম্যপূর্ণ দল স্পেন তাদের রক্ষণ প্রতিপক্ষের জন্য রীতিমতো দুর্ভেদ্যই। কোয়ার্টার-ফাইনালে এসে বেলজিয়াম কেবল সেখানে পেরেছে একটু চিড় ধরাতে। কিলিয়ান এমবাপে, মাইকেল ওলিসে, উসমান দেম্বেলেকে নিয়ে স্পেনের আক্রমণভাগ ধারাল, ক্ষিপ্র। লামিন ইয়ামাল, মিকেল ওইয়ারসাবালের উপস্থিতিতে স্পেনের অ্যাটাকিং

লাইন-আপ অতটা গতিময় না হলেও, দলের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে দারুণ কার্যকরী। তাই ইব্রাহিমা কোনাতে, দাইয়ু উপামেকানোদেরও ডালাসের ডামাডোলে দৃঢ়তার পরীক্ষা দিতে হবে। ফরাসি সেন্টার-ব্যাক কোনাতে প্রত্যয়ের সুরে বললেন, প্রস্তুত তারা। ‘‘আপনি কাউকে ভয় পেতে পারেন না। এখন আমরা সম্ভাব্য সেরা উপায়ে প্রস্তুতি নিব এবং আশা করি, ম্যাচের ফল দিন শেষে আমাদের পক্ষে আসবে। ব্যক্তিগত নৈপুণ্যনির্ভর খেলোয়াড়দের নিয়ে স্পেন ব্যতিক্রমী একটা দল। তো, আমরা কেবল একজন খেলোয়াড়ের দিকে মনোযোগ দিচ্ছি না, যদিও লামিন (ইয়ামাল) দুর্দান্ত একজন খেলোয়াড়।’’ নরওয়ের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে বদলি নেমেছিলেন কোনাতে। রক্ষণে তার চেয়ে দেশোঁর বেশি পন্দ উপামেকানো ও উইলিয়াম সালিবা। পঞ্চমবারের মতো বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠতে মুখিয়ে থাকা ফ্রান্সের রক্ষণভাগ আগলে রাখার দায়িত্ব তাদের ঘাড়ে। তবে, মাটিতে পা রাখতেন চান কোনাতে। পরিসংখ্যান বা ইতিহাসের চক্করেও পড়তে চান না তিনি কোনোভাবেই। ‘‘আমরা বিনয়ী আছে, আমরা ওই কোনো ফাঁদে পা দেব না।’’ ইয়ামাল-ওইয়ারসাবালদের ফাঁদে ফেলার পথ অবশ্য খুঁজতে হবে ফ্রান্সকে। আরেক সেন্টার-ব্যাক মাক্সোস লাকোয়াও বিগত ম্যাচের পরিসংখ্যান টেনে, স্পেনকে নিয়ে কথা বললেন সমীহের সুরে। তবে, তিনিও পাত্তা দেননি ভয়-ভীতি পাওয়ার বিষয়টি। ‘‘আমি ‘ভয়’ শব্দটা বলব না, কিন্তু তাদের মান নিয়ে আমরা সতর্ক। কেইপ ভার্দের বিপক্ষে লড়াই ছাড়া, তারা তাদের সব ম্যাচ জিতেছে। তো, আমরা তাদের শ্রদ্ধা করি। তাদের দলে উঁচু মানের খেলোয়াড় আছে, কিন্তু আমরা জিততে চাই।’’ চলতি আসরে স্পেনের ‘বিস্ময়বালক’ ইয়ামাল অবশ্য এখনও আছেন নিজের ছায়া হয়ে। তার পাশে এখন পর্যন্ত স্রেফ এক গোল। একটু বেমানানই। ওইয়ারসাবাল দলের সর্বোচ্চ গোলদাতা (৪টি)। লাকোয়া অবশ্য ১৮ বছরের টগবগে তরুণ ইয়ামালকে নিয়ে সতর্ক। ‘‘আমরা ভালোভাবে, সেরা উপায়ে রক্ষণ সামলাবো। লামিন খুবই ভালো একজন খেলোয়াড় এবং এই বিশ্বকাপে দেখিয়েছে, সে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে পারে। (তাকে আটকাতে) যা যা করা দরকার, সেটাই করব আমরা।’’

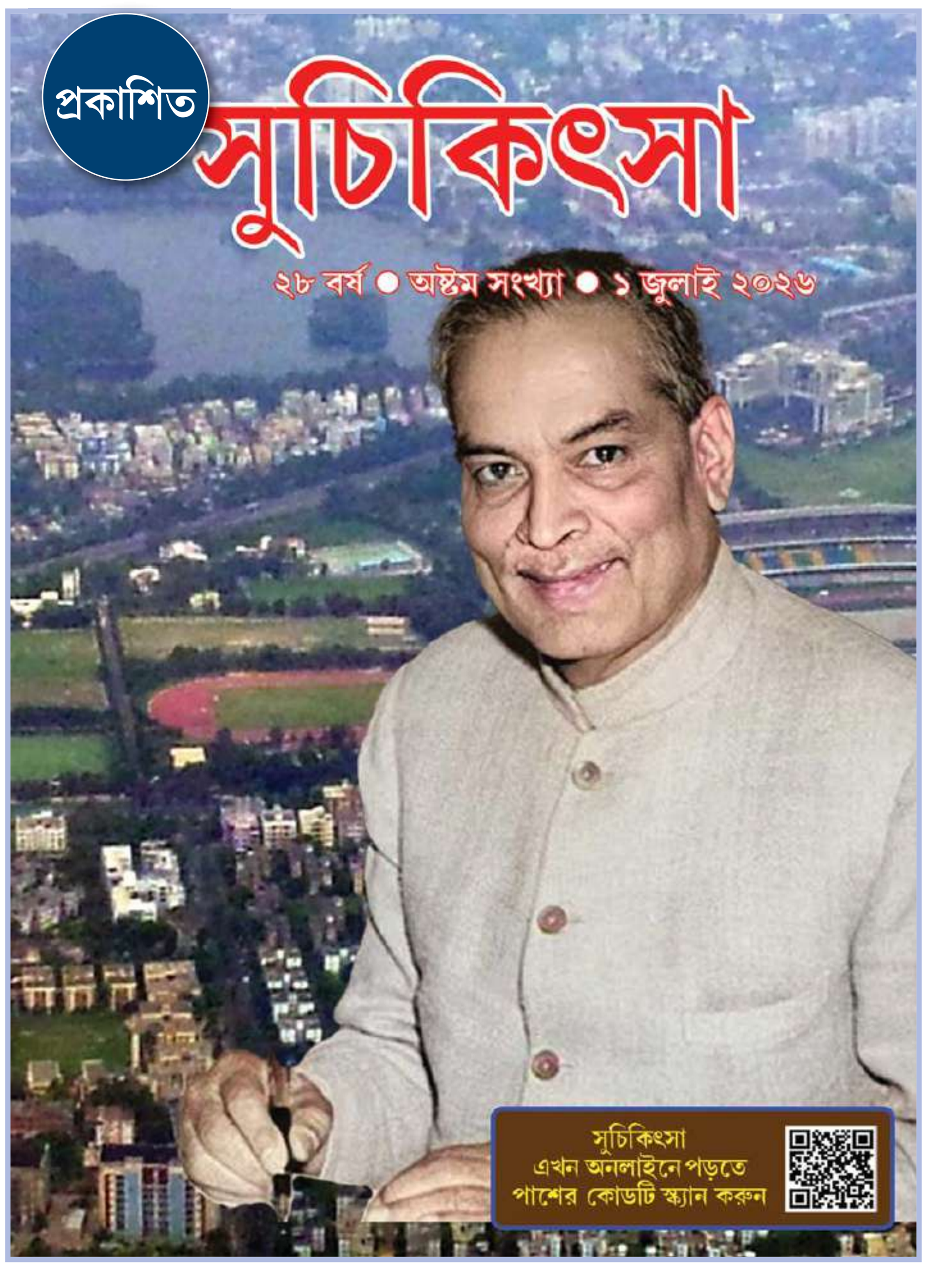

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com